ভূমিকা

শ্রেষ্ঠ কবিতা প্রকাশ করছেন ভারবি। ভারবির কাছে এই জন্যে আমার কৃতজ্ঞতা সীমাহীন।

আমি কি খুশি? 'না', বলা হবে অসত্য ভাষণ। কিন্তু আনন্দের চেয়ে আশঙ্কা অনেক বেশি।

আত্মপক্ষ সমর্থনে কি বলবো? কি আছে বলার! শুধু এইটুকুই আমি বলতে পারি আমি ফাঁকি দেবার চেষ্টা করি নি কোথাও। কলা-কৈবল্যে আমার ঘোর অবিশ্বাস। আমি জীবনের অনুগত। বিভিন্ন কোণ থেকে, আলো-ছায়ার বিচিত্র বিন্যাসে জীবনকে দেখতে চেয়েছি। স্বরবৈষম্যের জন্যে দায়ী পরিবর্তিত সময়, পরিবর্তিত অভিজ্ঞতা। আমার কাছে কবিতা হল নিয়ত দ্বন্দ্বময় স্থানকালের দৃশ্যপটে আত্ম-আবিষ্কারের পদ্ধতি।

'শ্রেষ্ঠ কবিতা'? নামে কি আসে যায়! যার ভাল লাগে সে-ই নিয়ে যাক। আমি যা করেছি তা আমাকে করতেই হতো। ভাল হই মন্দ হই, সার্থক হই ব্যর্থ হই,—এই-ই আমি। অন্য কিছু নই। আজন্ম প্রতিকূলতার মুখোমুখি না এলে হয়তো উজ্জ্বলতা একটু বাড়তো। কিন্তু যা আমার অনায়ত্ত তার জন্যে ক্ষোভ করা তো অপচয়। তাই, যা প্রাপ্য আমি তা মাথা পেতে নেবো।

রাম বসু

আমার কবিতায় যাঁরা আগ্রহী এবং

যাঁরা নিস্পৃহ, তাঁদের প্রতি

সূচিপত্র

দৃশ্যের দর্পণে [প্রথম প্রকাশ : ১৯৫৬]

অন্তরালে প্রতিমা [প্রথম প্রকাশ : ১৩৭২]

তোমাকে

নিষেধের নির্মোক সরিয়ে
তোমার নিঃসংকোচ আবির্ভাব
মনে হয় জন্মান্তর।

আত্মনিপীড়নের ক্লান্ত পাণ্ডুর আকাশে
রোদের তেজে ঝামরে পড়া কচি কচি পাতায়
বর্ষার মতো ছড়িয়ে পড়লে
আমার চেতনায়
আমার সর্বাঙ্গে
তোমার দৃষ্টির আশ্চর্য বিস্তার।
পাঁচটা তার একসঙ্গে ঝংকার দিয়ে ছিঁড়ে গেল
আমি ভালবাসি।

২

তুমি আছ
যেন একটা সঙ্গীত
সত্তার উত্তাল সমুদ্রে ঝড়ের ঈগলের মতো দুলতে থাকে
রক্তের ওঠোন-পড়নে একটা মাত্র মুখের আদল জলতে থাকে

কামনামুখর স্নায়ুকেন্দ্রে
মাধ্যাকর্ষণের ঘনিষ্ঠ সংঘাতে বিচূর্ণ-মূর্ছনায়
তুমি আছ
যেন জলতরঙ্গের সুর সমন্বয়
আশ্বিনের আকাশে আকাশপ্রদীপ।

প্রতিদিনের কামনার মৃত্যুতে নরকে
মধুমূল উৎপাটিত জীবনে আঁধারে
একরাশ আলোর মুগ্ধ ঢেউ তুলে তুমি আছ।

ইট কাঠ ইস্পাতের স্তূপে
আলের পাড়ে সাঁকোর ঝোপে
অন্বেষণ-ক্ষুব্ধ ভাঙা গড়ার অভিযানে
তীক্ষ্ণ অভীপ্সায় সমুদ্যত গারদ ভাঙার সঙ্গীন সময়ে
পৃথিবীর আদিম শক্তির মতো তুমি আছ
আমাকে দুর্গের মতো দৃঢ় করে রাখে।

৩

কামনার রাত পাব কবে ?
কথার রূপালি হ্রদে ছোট ছোট ঢেউ তুলে তুলে
তোমাকে ভাসিয়ে দেবো
আবার বাহুতে নেবো
তোমার শরীরে নামে অরণ্যের উদ্ভিদের গন্ধ মোহ গান
হারিয়ে যাওয়ার সুর
আমি যেন রোমাঞ্চ আকাশ
সাড়া পাবো ফসলের সজীব আঁধারে
নদীর চঞ্চল স্রোত শান্ত হবে সমুদ্রের বুকে
শুধু সেই রাত পাবো কবে ?

শুধু সেই রাত পাবো বলে

বিদ্যুতে কশাতে ক্রুদ্ধ দুর্যোগের মেঘ চিরে ছিঁড়ে
সংকুচিত কামনায় মোহনার নীল সাড়া এনে
ভিখারী ছেলের চোখে কনে-দেখা আশা আলো মেলে
সামনে এগিয়ে যাবো রহস্যের বাঁধ ভেঙে ভেঙে
হৃদয়ে শরীরে শান্তি, গোলায় গোয়ালে শান্তি
শান্তি এনে লক্ষ্মীর ঝাঁপিতে—

কামনার রাত পাবো তবে।

মে মাসের গান ('৪৮)

আজকে সকালে এমন হাসির বন্যা
দেখিনি কখনো খুশী ছলছল আকাশে
শিরিষ ফুলের চামর ছায়ারা কন্যা
দূরে ভেসে গেল গরম দিনের বাতাসে
পুরোনো কালের পাথর জমানো কান্না
জ্ব'লে জ্ব'লে হলো আলোর তীর্থে পান্না।

মে মাসের ফুলে হৃদয়দুর্গে উচ্ছ্বাস
ওষ্ঠে তোমার চাপা বিদ্যুৎ কৌতুক
আমার শিরায় সাত সাগরের নিশ্বাস
চৌদ্দ নদীর সঙ্গীত দেয় যৌতুক
লবণ ফেনায় প্রাণের পুঞ্জ ওড়ায়
আমাদের বাহু রামধনু রং ছড়ায়।

জীবনের ডাকে ধরেছিল যারা গান
তাদের ছায়ারা সবুজের তীরে সূর্য
অগ্নিপিণ্ডে জন্ম নিয়েছে প্রাণ
আগুনের দিকে তারাই বাজাল তূর্য
আমরা শুনেছি, শুনেছে মদির আকাশ
রক্তে হিংস্র অদ্ভুত এক আভাস।

ঘর ও বাহির প্রান্তরে তাই মিলেছে
আমাদের বাঁচা দিগন্তে কাঁপা বাসনা
অভিসারী মেঘ ঝড়ের চঞ্চু ছুঁয়েছে
প্রাসাদ তুলেছে গোঙানো পশুর বেদনা
মূর্খ কি করে সাগরের গতি রুখবে
জীবন আমার জীবন দিয়েই বুঝবে।

আগুনের ফুলে হোলি খেলা শুরু মে মাসে
এস না আমরা পাহাড়ের মতো দাঁড়াই
দানো ডাকা রাতে আমাদের পথে কে আসে
সজাগ প্রহরী সরল মুষ্টি বাড়াই
আলোক কুন্দে করপুট ভরে নিলাম
এ মাটিতে প্রাণ সোমরস ঢেলে দিলাম।

উত্তরমেঘ

স্বপ্ন এখানে মুক্ত কৃপাণ
কালি হওয়া হাড় অঙ্গার হয়ে জ্বলে
চরম সুখের পরিণতি পায় পরম আত্মদানে
সারা দেশময় চাপা কান্নাও গৌরবে দুলে উঠে
আমার হৃদয়ে মুঠো মুঠো হাসি ছোঁড়ে
উত্তরমেঘে আশ্বাস পাঠ সময় যে সঙ্গীন
পৃথিবী আমার অঙ্কুর-উন্মুখ।

(কয়েদে আঁধারে ভবদ্বাজের অবয়ব কোলে তুলে
গালাসির কোণে রক্তের কস ঝুঁকে দেখে বন্দীরা !)

লুকোনো পাহাড হীরা হয়ে জ্বলে উজ্জ্বল রোদ্দুরে
মাঝখানে তার পতঙ্গপ্রায় কিসের একটা দাগ
যৌবন প্রাণ কুরে কুরে খায় অসহ্য বিদ্রূপে
ভিত নাড়া এক পাহাড় ভাঙার সঙ্গীত বুকে নিয়ে
গাঁইতির টালে সারা দেহ টলে মিতালির দেশ এই
অগণ্য কথা মাটি ছেয়ে ফেলে অরণ্য হয়ে ওঠে
সে কথার সুর ভীরুতার মুখে তীক্ষ্ণ প্রহার হানে।

(কুলকার্ণির ছেঁড়া শব কেন পাহাড়ের সানুদেশে
হলুদ পাতার ও কবর কার ?—বসন্ত থেমে যায় !)

হিংসায় পীত শিকারী আলোয় যত দূর চোখ যায়
আকাশ বাতাস মাঠ ময়দান একাকার একাকার,
গঙ্গার ভাষা নর্মদা পায়, কাবেরীর চোখে ব্যথা
অসহায় এক কুমারীর মতো ; নির্যাতনের পর
সারা দেহ মন ঘৃণার ধন্থক অদ্ভুত যন্ত্রণা
আমরা মানুষ ওৎ পেতে থাকি পরিখায় পরিখায়
ফুসফুসে কাঁপে জিঘাংসু তাপ ভৌতিক স্তব্ধতা।
ওই যে সাগর, স্রোতের মতন মুক্তির ঢেউ আসে
বাঁধ কেটে দাও, বাঁধ কেটে দাও আর কোন ভয় নেই
উত্তরমেঘে আশ্বাস পাই পৃথিবী যে আমাদের।

প্রবঞ্চনার মরীচিকা মুছে তলোয়ার হয়ে জ্বলি
প্রাচীন দেওয়াল কুঁদে লিখে রাখি ঘৃণার গায়ত্রী।

ভাষণ

বারো বছর আগে তুমি যাকে দেখেছিলে
তরুণ বালক
অন্ধ পাষাণে মাথা কুটতে
বারো বছর পরে আবার তাকে দেখ
অন্ধ আবেগে পাষাণ কাবা ভাঙতে।

রবীন্দ্রনাথ, আমি সেই বালক
আমাকে সেদিন দেখেছিলে অসহায়
রবীন্দ্রনাথ, আজ আমি যুবক
আমাকে দেখ বারুদের সামনে দুঃসাহস।

আমার ইতিহাস করুণ
সেজন্য আমার কোন ক্ষোভ নেই
আমার কোন দুঃখ নেই

আমি গর্বিত
আমি যে বাংলাদেশের ইতিহাস।

আমি ছিলাম গ্রামের ছেলে
আমি ছিলাম ইছামতীর ছেলে

কাশফুল আর ঝুমকোলতা আর নদীর চর নিয়ে
আর তোমার কবিতা নিয়ে
আমি স্বপ্ন দেখেছি
সম্পূর্ণভাবে পৃথিবীকে দেখবার আগে
আমি স্বপ্নের পৃথিবী গড়েছি
একটা ফুটন্ত কুঁড়ির মতো।

খড়ের চালে যখন চালকুমড়ো লতিয়ে উঠত
বাগানে যখন কনকরাঙা শাক জাগত
দুপুর বেলায় গাঁয়ের বাউল যখন গান গাইত
নিস্তব্ধ আকাশের নীচে যখন বাঁশবনের মর্মর উঠত
আমি অবাক হয়েছি।

আমি তোমার সৌন্দর্য চেয়েছি রবীন্দ্রনাথ
শিশু যেমন মাকে চায়;
আমার প্রণাম নাও
নাও ভোঁতা কলমের আর দগ্ধ কপালের নমস্কার।

আমি চেয়েছিলাম দিগন্তকে
চেয়েছিলাম অন্ধকারের অভিসার শালপিয়ালের নীচে
চেয়েছিলাম একখানি বাসা
তোমার কবিতার মতো
একখানি জীবন তোমার গানের মতো
একখানি স্বপ্ন তোমার ছন্দের মতো।

লীলাসঙ্গিনী
আমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম অজস্র আনন্দের
আর মুঠো মুঠো স্বপ্নের—
প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম বারো বছর আগে
যখন আমি বালক ছিলাম।

পারিনি

আমার মাঠের ওপর একপাল পশু হেঁটে গেছে
সঙ্গীন খোঁচানো মুখের মতো বিকৃত সে মাটির মুখ
স্পষ্ট নখের চাপে ক্ষতবিক্ষত সে মাটির বুক
নির্বাক আকাশের তলায় বাস্তুহারাব মতো অনির্দ্দিষ্ট দিন
খড়ো চালে দুপুরের হুহু বাতাস
আহতের গোঙানির মতো অবিরাম
ছাই রং সন্ধ্যার মতো সমস্ত খামার জুড়ে
ভৌতিক শূন্যতা।

আমি যখন লিখছি
তখন মানুষ পশুর মতো বিতাড়িত হচ্ছে গ্রামান্তে
মা'র কোল থেকে ছেলে কেড়ে নিয়ে সঙ্গীনবিদ্ধ হচ্ছে
বস্তিতে লাইনে জন্তুর দাপটে আগুন ঠিকরে উঠছে
আমি যখন লিখছি
প্রত্যেক নিশ্বাসে হলুদ পাতার মতো মৃত্যু ঝরে পড়ছে।

আমার শিরায় শিরায় ঘৃণার অসহ্য কুঞ্চন
আমার চারিদিকে পিশাচের মতো নৃশংস অব্যয় রাত্রি
মধ্যরাত্রে অন্তিম শিশুচিৎকারে আমার আকাশের তারা খসে পড়ে
আমার চারিপাশে জীবনের অন্ধ অভিনেতা
চিৎকার করছে
চিৎকার করছে।

রবীন্দ্রনাথ, আমার ছুরিকাহত স্বপ্ন
আমার সামনে অসহায় লুটিয়ে পড়েছে
নির্বাক মিনতির চোখ মেলে ধরেছে
ধানখেতের ধারে আষাঢ়ের আকাশের মতো।

আমি দেখেছি কারাগারের কবাটে প্রশান্ত ললাট মেলে
দীপ্তি কল্যাণ
সূর্যকে ডাকছে
আমি দেখেছি বিদ্যুৎরেখার মতো সুভাষ
একটা কবিতার জন্য মিছিলের মুখ দেখছে
আমি দেখেছি বৃদ্ধ ভাস্কর মুজাফর
শীর্ণ হাতে জীবন খোদাই করছে
আমি দেখেছি অজস্র মানুষকে কয়েদের আড়ালে
পশুরা ছিঁড়ে খাচ্ছে

ইছামতী
ইছামতী
এখনো কেন স্তব্ধ হওনি
ফিরে যাও ফিরে যাও
আবার গুহামুখে ফিরে যাও।

বাতাসের অশরীরী কথা ভাসে ফিসফাস ফিসফাস
সারারাত সারাদিন ফিসফাস
ধূলিমলিন ফুটপাতে কাল্‌চে রক্তের স্বাক্ষরে
মৃত্যুঞ্জয় ভাষা
কথা কও, কথা কও, কথা কও
ধমনীতে রক্তের কল্লোল কোনদিন তো স্তব্ধ হয়নি
না— না
অনন্তকাল গর্জন করেছে ইছামতী
কারাগারের কবাট ভেঙে ডেকে আনো মুক্তির প্রচণ্ড বন্যা

আমি সেই শব্দের সমুদ্রে দুঃসাহসী নাবিক
আগাছার মতো ভাসমান মৃতদেহ সরিয়ে এগিয়ে যাই
আমার কবিতা আর্তনাদের অম্বর ছিঁড়ে
সূর্যের বর্শার মতো ভাস্কর
প্রাক্তন মূল্য স্থবির বৃদ্ধের মতো বিমূঢ়
মুক্তি শান্তি জীবন
নিঃশ্বাসের মতো পরমাত্মীয়।

আমি চীৎকার করি কালপুরুষের মতো
জ্বলন্ত শহর আর ধূমায়িত গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে সেই ডাক
এখনো যারা দ্বিধান্বিত তারা পুড়ে যাক
আমি চীৎকার করি পিঙ্গল আকাশের তলায়
তলোয়ারের মতো অকম্পিত
এখনো যারা সংশয়াচ্ছন্ন তারা ছিঁড়ে যাক
আমি চীৎকাব করি
শত্রুর গুলির চেয়েও অব্যর্থ
এখনো যারা নিরপেক্ষ তারা মরে যাক।

তোমরা কি জান সন্ধ্যার হাত ধরে অনাথ বালক
কোন পথে গেল
তোমরা কি জান স্মৃতির আকাশে কেন বিদ্রূপের মেঘ জমে ওঠে
তোমরা কি শোন বাতাসের সাথে ভাসা গুলিবেঁধা মার শেষ কথা?

তোমরা যারা শোননি
আমি সাবধান করছি শোন
তোমরা যারা বোঝনি
আমি সাবধান করছি বোঝ
তোমরা যারা কাপুরুষ
আমি সাবধান করছি সরে যাও।

আমি আশ্চর্য বাহু মেলেছি
প্রেয়সী
তুমি কতো সুন্দর
আমাকে ভুলো না।

কাল রাতে আমি স্বপ্ন দেখেছি
আকাশের নীল থেকে পাখি যেমন দূরের সংকেত আনে।
আমার মুখের ভাঁজে ভাঁজে ব্যর্থতার জ্বালাধরা বিষ
তবু আমার সব যন্ত্রণা ভাসিয়ে গানের বন্যা নামে
দুর্যোগের দোলায় দোলায় আমার স্বপ্ন পদ্মের মতো হাসে
তোমরা কেউ আমার আকাশকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না।

আমি যে প্রতিটি মেঘের ঠিকানা নিয়েছি
আমি যে প্রতিটি পাখির স্বর চিনেছি
ঝড়ের সুরে গান বেঁধেছি
বজ্রের আলোয় পথ দেখেছি
দেশবাসী
আমি স্বজন দুর্জনের সব ভ্রুকুটিকে তুচ্ছ করে বেঁচে আছি
চেয়ে দেখো আমি বেঁচে আছি।

আমার মাটিতে মুঠোয় মুঠোয় ধুলোর মতো ঘৃণা
আমার ঘৃণার ভিতর জড়িয়ে থাকে ভালবাসা
শিশিরের ওপর সকালের সূর্যের মতো প্রেম

বন্ধু শ্রমিক
আজকের সকালে আমরা স্বাক্ষর দিলাম
ঝিলমিলে অশ্বত্থ পাতা ছুঁয়ে যে সকাল
তোমাদের বস্তিতে গড়িয়ে পড়ে
মাটির গভীর থেকে জন্মের বেদনা নিয়ে
যে সকাল হাসে
আমি গান গাইতে জানি

যে গান তোমাকে ওরা কোনদিন শুনতে দেয়নি
আমি কথা বলতে জানি
যে কথা তোমাকে ওরা কোনদিন শেখাবে না।

বন্ধু কৃষক
আযোজন ফসলের প্রান্তরে স্বাধিকার
আনন্দ মুক্তি
মুঠো মুঠো সম্পদের ভার
আমার মনের আকাশ তোমার খামারে খেতে মেলে দিলাম।

কে কাড়তে আসবে— কে ?
কে লুটতে আসবে— কে ?
এক একটা মানুষের দুর্গের মতো দুর্ভেদ্য
এক একটা ইটের টুকরো করাতের মতো তীক্ষ্ণ
এক একটা কৃষক পাহাড়ের মতো অনধিগম্য
এক একটা মজুর সড়কির মতো অব্যর্থ
কে লুটতে আসবে— কে ?
প্রত্যেকটা নদী দারুণ প্রত্যাশায় সোঁ সোঁ করছে
প্রত্যেকটা মা রুদ্ধ আক্রোশে ঘূর্ণির মতো নিষ্ঠুর
শত্রু
মালিক
জন্তু
আমরা শেষবারের মতো শপথ নিয়েছি।

রবীন্দ্রনাথ, আমরা হিংসুক
তাই আমাদের মনে মনে উদ্গত বসন্ত
প্রান্তরে অন্তরে কিশলয় কম্পন
মায়ের চোখের মতো আত্মীয় আকাশ
প্রিয়ার হাসির মতো আশ্চর্য সকাল।

আমি দেখছি

ভবিষ্যতের আঙ্গিনায় দাঁড়িয়ে রূপকথার মতো বাহু বিস্তার করেছ
তোমার কথার হাওয়ায় প্রগলভ রজনীগন্ধা।

অনেক মৃত্যুর ভেতর দিয়ে যারা হেঁটে আসছে
তাদের জন্য তোমার প্রদীপ জেলে রেখো
অনেক রক্তের নদী উজিয়ে যারা আসছে
তাদের জন্য তোমার হৃদয় মেলে ধোরো
অনেক বিফলতার মোহনা থেকে যাবা ক্লান্ত হয়ে ফিরবে
তাদের জন্য তোমার স্বপ্ন তুলে এনো।

রবীন্দ্রনাথ, আমরা তীব্র ঘৃণায় পবিত্র হয়েছি
আমরা তীক্ষ্ণ হিংসায় আগ্নেয়গিরি
আমাদের ভালবাসায় উজ্জ্বল পৃথিবী।

বারো বছর আগের সেই অসহায় তরুণ
আজ অন্ধ কারার কবাট ভেঙে ফেলেছে
কুন্দফুলের মতো ভোরবেলার আলো
যুগান্তরের অন্ধকারকে ছিঁড়ে ফেলেছে।
আমি সেই দুঃসাহসী যুবক
মিছিলের মাথায় এগিয়ে যাই।

আমার প্রণাম নাও রবীন্দ্রনাথ
আমাকে আশীর্বাদ করো রবীন্দ্রনাথ।

একবুক শস্যের ভিতর

আজ আমি আবার একবুক শস্যের ভিতর দিয়ে যাই।
এই খেত এই গ্রাম
আমার নিঃশ্বাসের মতো পরিচিত
আমার পাঁজরের মতো আপনার।

আজ আবার অন্ধকার রাতে গা ঢাকা দিয়ে এই পথে পা দিলাম
কলমী-ছাওয়া বিল থেকে পুরাতন সোঁদা সোঁদা গন্ধে বাতাস ভারি
জামরুল-পাতার ডালে-ডালে জড়িয়ে থাকা অন্ধকার
জলপাই-শাখার চূড়ায় জোনাকির দেওয়ালি
এই রাতে কতবার তাকে মানিকের মতো আঁকড়ে রেখেছি।

আজ আবার এই পথে পা দিলাম
সেদিনের সম্রাট
ভিখারীর মতো চুপি চুপি

দূরে দেখছি,
সেপাই ছাউনি ফেলেছে
মন্দিরের মাঠে
বাঘের পিছনে ফেউএর মতন সেবাদল
তাদেব চাপা চাপা কথা ভেসে আসছে
আমি চলেছি।

এই পথ দিয়েই তো আমি সন্ধ্যাবেলা যেতাম
মাইলের পর মাইল টিয়াপাখির ডানাব মতো মাঠ
মাইলের পর মাইল ঘুমিয়ে পড়া শস্যের প্রান্তর
সহোদরার মতো জড়িয়ে ধরত
নিকটের তারা দূরে গিয়ে মোহিনী হয়ে ফুটত
আমার মনে পড়ে।
আমরা যেতাম গান গাইতাম
সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনির শেষে
হাট থেকে ফেরা মহিষের মতো
আঁধারের মতো হাত দুটো কাঁধের উপর তুলে দিয়ে
সে-ই তো আমার চমক লাগাত
সন্ধ্যাতারার মতো চোখ মেলে সে-ই তো আমাকে ডাকত
আমার সব মনে পড়ে।

পাকা ধানের ঘ্রাণ ঠাকমার মুখ থেকে শোনা কাহিনীর মতো
খামারের শব্দ দাওয়ায় দাপাদাপি করা মেয়েটার মতো।
আমার সব মনে পড়ে
যেমন আমি প্রিয়ার প্রত্যেকটা প্রত্যঙ্গকে মনে করি।

আমি আবার এই পথ দিয়ে যাই
আজ তো বাতায় ঝোলা লণ্ঠনেব চারপাশে ভূতের মতো অন্ধকার
হরিতলার মাঠে গ্রামের লোক তো জোটেনি।
একটা পুরুষেবও স্বর তো ভেসে আসে না
ছোট মেয়েটা মায়ের শুকনো বুকে মুখ লুকিয়ে কান্না থামায় না
এখনো আধ-পোড়া ঘব থেকে নীল ধোঁয়া উঠছে আকাশে
বাবলাতলায় আধ পোড়া চিতার মতো নীল ধোঁয়া।
মাইলের পর মাইল শস্যের প্রান্তরকে বুকে চেপে
দিগন্ত কাঁদছে
কলকাতার পথে ভিখারী মেয়ের মতো।

বাঘের থাবার নীচে সংজ্ঞাহীন গ্রাম
আমি যেন সেই উপকথার রাজ্যহীন রাজা
অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে চলেছি
তোমরা কেউ আমাকে বিদায় দেবে না
তোমরা কেউ আমাকে প্রদীপ দেখাবে না ?

এ কি হতে পারে আমি আর কোনদিন ধানের শীষ ছুঁয়ে যাবো না
কাস্তেকে বাঁকিয়ে ধরে প্রতিবেশীকে ডাকবো না
এ কি হতে পারে
আমি আর কোনদিন গান গাইবো না ?

ছাউনির পাশ দিয়ে অন্ধকার কাটাই।
আমার সমস্ত রক্তে অকস্মাৎ উষ্ণ উচ্ছ্বাস আমাকে গ্রাস করে
আমানির সিক্ত ধারায় গড়া কাঠামোয় এক ঝলক আদিম রক্ত
ভরা কোটালের মতো আছড়ে পড়ে

আমি ফেরারী সম্রাট
আমার স্বপ্ন আহত সিংহের মতো
আত্মদংশনে ক্ষতবিক্ষত।

কিন্তু কাল আসছে
কাল আসছে যখন আমি ঝড়ের মতো আসব
কালকের পথে রায়বাড়ির সিংদরজা উড়িয়ে নিয়ে যাবো
আমরা গর্জন তুলে আসব
যতক্ষণ মাটির তলা থেকে শবেরা নাড়া খেয়ে না ওঠে।

আমার ভালবাসা আমি আকাশ বাতাসে ছড়িয়ে দেই
বজ্রের মতো তারা ফেটে পড়ুক।
হৃদয়ের তলানি থেকে মোচড় খাওয়া প্রতিহিংসা, উঠে এস
উঠে এস প্রত্যেক ভিজে চোখের পাতার নিচে বিদ্যুতের মতো।

তোমরা ভয়ের পাহাড় জমা কর
তোমাদের দাপটে আকাশ কাঁদতে পারে
পৃথিবী বধির হতে পারে
আমাদের হৃদয় টলাতে পারে না।

আমাদের হৃদয়ে মচকা ফুলের উচ্ছ্বাস
ঘৃণার পাহাড় তরঙ্গে আমরা উজ্জ্বল
চরের বুকে ফাটল হেনে প্রাসাদকে টেনে ফেলে
বন্যায় ভাসিয়ে দেবো।

সহোদরা ধানক্ষেত
আমি প্রতিজ্ঞা করছি আবার ফিরে আসব
বিগত বন্ধু
তোমার রক্তের প্রতিশোধ তুলবো
আমার স্বপ্ন, তোমাকে উজ্জ্বল করবো
যদিও একবুক শস্যের ভেতর পা টিপে টিপে চলি।

কি খবর

প্রকাণ্ড অন্ধকারের নীচে শুয়ে
আকাশের তারার দিকে যে কৃষক অকারণে তাকায়
কিসানীর মুখে ঝুঁকে পড়ে বলে : বল তো এখনো
এখনো কি তারা হৃদপিণ্ডকে তুলে ধরে ঘৃণার চূড়ায়,
হাতের তলায়
নখের ডগায়
জিভের আগায়
খেজুর কাঁটা ফোটানোর নীল যন্ত্রণাকে উপেক্ষা করে বলে উঠত :
বিশ্বাসঘাতক
আমরা বাঁচবই
যতদিন এ মাটি সবুজ থাকে
ততদিন আমরা বাঁচবই।
একটা কথা শোনার জন্য যে পশুরা বাটখারা দিয়ে কোষ ছেঁচে দিয়েছে
তাদের মুখে থুথু ছিটিয়ে যারা বলেছে :
কালকে আমাদের
আমার থান থান রক্তের ওপর কালকের সূর্য প্রথমেই স্পর্শ করবে—
তাদের কি খবর
কি খবর তাদের ?

অন্ধকার খাটিয়ায় উঠে বসে যে শ্রমিক বলে : কমরেড
এই ছায়াটাকে ঠেলে দিয়ে
বিস্তীর্ণ জীবনের কথা যারা বলত
মেসিন ঘোরানোর ফাঁকে ফাঁকে গুঁজে দিত এক টুকরো কাগজ
ভুলে-যাওয়া এককলি গানের মতো
বন্দুকের কুঁদোয় থ্যাৎলানো থুৎনিকে শেষবারের মতো উঁচু করে জবাব দিত
না—
বাংলার বুক থেকে গঙ্গাকে মোছা যাবে না—

একটা কথা বার করবার জন্য যে নেকড়ে
হাতের শিরা কেটে দিয়ে উৎকর্ণ হয়ে বসে থাকত
সেখানে যারা বজ্রের চেয়েও গর্জন করে বলে— না
পারবে না—
কিছুতেই পারবে না—
শরীরে বিদ্যুৎ ছোঁয়ানোর যন্ত্রণায় যারা বলত : সাবধান
মুনাফার চৌকিদার
এ পৃথিবী আমাদের
বাঁচবার অধিকার একমাত্র আমাদের—
তাদের কি খবর ?

আমরা প্রতিরোধ গড়েছি
আমরা প্রতিবাদ এনেছি গারদের গরাদে
মর্গের দরজায়
দাঁতে হাতুড়িকে চেপে ধরে
যখন অজ্ঞান মেয়েকে সরিয়ে নিলাম
টোপান রক্ত আমার হাতের পাতায় পাতায় ;
তখন যুগান্তরের পাথরে খোদাই করা আমি
পৃথিবীর ভালবাসার সম্পদ নিয়ে স্পর্ধার মতো বাইরে এলাম।

এত আলো !
এত আলোয় বাঁচতে চাই
পৃথিবীকে ভালবাসি
ভালবাসি এই অন্ধ গায়কের মতো মুগ্ধ দিনগুলোকে।

কেন ?
কেন এমন সকালে হত্যার রক্ত মানুষকে বিদ্রূপ করে
কেন এমন সকালে বারুদের গন্ধে শিশু মেয়েটা হাঁপিয়ে ওঠে
কেন তবে তাদের বুকে পা চেপে রেখে জিভ টেনে বার করনি ?

এই অভিশপ্ত রাত্রির ভগ্নস্তূপে কান পেতে মনে হয়
আমরা যদি একটা বিস্ফোরণের মতো বিক্রম পেতাম—
তাহলে আজ এই পবিত্র ঘৃণায়
গারদের ভেতর খুঁচিয়ে মারার চরম প্রতিহিংসা তুলতে পারতাম বোধ হয়।

জীবনকে যদি কোনোদিন ভালবেসে থাক
তবে এ পঙ্গু অস্তিত্বকে বিদ্রূপ করে বিদ্রোহ কর
যদি কোনদিন স্বপ্ন দেখে থাক
তবে আজ সেই ব্যর্থ স্বপ্নের প্রতিশোধ
মরুভূমি তৃষ্ণা মেলে দাও,
গারদের লোহা ফাঁক করে ওদের টেনে আন
মাটির গহ্বর থেকে খনির সোনার মতো ওদের টেনে আন।

রাত্রির শাসন ভেঙে যারা নির্ভয়ে জীবনের আগুন ছড়াল
তাদের প্রতি ভালবাসায় রক্তের প্রত্যেকটি বিন্দু ইস্পাত হোক,
যে বন্ধুর হাতের উত্তাপ কবিতার মতো তন্ময়তা আনত
তার প্রতি শ্রদ্ধায় কান্নার ফোঁটা বুলেটের মতো তীক্ষ্ণ হোক,
স্ফটিক মেঘে আটকানো চাঁদকে দেখে
যদি কোনদিন বন্দী বান্ধবীর হাসির কথা মনে হয়ে থাকে
তবে আজ দারুণ বিক্ষোভের ঝড় তুলে সমস্ত দালান প্রাসাদকে খসিয়ে আনো।

কি খবর তাদের কমরেড, কি খবর ?

প্রহরী

আমি তো প্রহরী
সারারাত আমি পাহারাদার
ঘরেতে আমার পলাতক কমরেড
অচেতন নিদ্রায়

সারারাত আমি জেগে থাকি ভাই
সারারাত জাগি তাই
ঘরেতে আমার পরম স্বজন এক।

চারদিক নিঃঝুম
বাবলার ডাল বাবুইএর বাসা
একে একে ফেলে গিয়ে
রাত্রিশেষের চাঁদ
মাঠের শিয়রে মায়ের মতন অবসাদে ঢুলে পড়ে।

একি মাঠ!
কত স্বপ্ন জড়ানো স্মৃতিভারে মন্থর ;
হৃদয় আমার সেই প্রান্তর নির্বাক বিস্ময়।

এমন সোহাগী রাতে
গলা ধরে হেসে সেও বলেছিলো
"কঙ্কণ দেবে নাকো
হাওড়ার হাটে একজোড়া লাল শাড়ি।"
অক্ষমতার বিদ্রূপ বেঁধে, কানাকড়ি সম্বল
স্মরণে আমার বিদ্যুৎ চমকায়।

দুঃখের ঘরে আমরা বন্দী পূর্ব পুরুষ কাল
নগ্নমাটিতে ফসল বুনেছি নোনা জলে ভেলা বাই
আবাদ ভেসেছে— বুকের মানিক কবরে শুয়েছে তাই।

যারা বলেছিল দিন শেষ হলো, গ্লানি আর অপমান
মুছে ফেলে দিও, তুমি তো কৃষক, মাটিতে ফলাবে সোনা
জীবনের দাম আঁটি আঁটি ধান তোমাদের ঘরে গান
সকাল সন্ধ্যা করতালি দেবে লক্ষ্মীর ঝাঁপি ঘিরে
স্বদেশে তোমার স্বদেশী রাজার জয়গান গড়ে তোল।

বিশ্বাসে তারা ছুরি মেরে গেছে, আজো তারা পিপাসার্ত
জানোয়ার যেন, ঘর জ্বালে, ছেলে মারে
বৌ কেড়ে নিয়ে অপমান করে, মধ্যযুগের রাতে
প্রলুব্ধ তারা— চিনেছি তাদের। ভাগ্যের মায়াজালে
মন বাঁধে নাকো, দেবদেউলের মিথ্যার কুহকেও।

দোমড়ান পিঠ টান্ টান্ করি লাঠিটায় মুঠো বাঁধি
ভুরুর ওপরে বাঁকা হাত রেখে সটান মেলেছি চোখ ;
রাত্রিশেষের ঝাপসা আলোয় ঘুমন্ত এই গ্রাম
রং ধোয়া ছবি, শ্রাবণের ধারাজল
ঘুমপাড়ানির ছড়ার মতন অবিরল আজো ঝরে
আজো ঘুমে পায় সে এক অধর রহস্য চিরদিন।

হাঁক যদি শোনে সব ঠেলে ফেলে মানুষেরা পথে নামে
শঙ্খভ্রষ্ট সাপের মতন অন্তিম আক্রোশে
আনাচেকানাচে ফণা তুলে দেয় নির্ভীক উত্তর।

এ পথ মাড়িয়ো না
যতদিন দেহে এই প্রাণ আছে
পথ করে দেবো না তো
বন্ধু ঘুমাও।

স্বপ্ন-মউল ছেয়েছে আমার মন
প্রকৃতির কোলে শিশুর মতন মুঠো তুলে রোদ্দুরে
মনে ডেকে আনে দিনরাত শুধু মাথা তুলে বাঁচবার
উগ্র শপথ— নাড়ী ধরে দেয় টান।

সামনে পড়েছে আমার এ ছায়া
আমি দেখি চমকাই
আমি কি বিরাট
আমি কি মহান

আমি কি আকাশ ভাই
তারকার মতো শহীদের মুখে মন করে ঝলমল
আমার দেহ যে অনতিক্রম সীমান্তরেখা দৃঢ়।

পরান মাঝি হাঁক দিয়েছে

অনেকক্ষণ বৃষ্টি থেমে গেছে
বৃষ্টি থেমে গেছে অনেকক্ষণ
ফুটো চাল থেকে আর জল গড়িয়ে পড়বে না
খোকাকে শুইয়ে দাও।

খোকাকে শুইয়ে দাও
তোমার বুকের ওম থেকে নামিয়ে
ওই শুকনো জায়গাটায় শুইয়ে দাও
গায় কাঁথাটা টেনে দাও
অনেকক্ষণ বৃষ্টি থেমে গেছে।

মেঘের পাশ দিয়ে কেমন সরু চাঁদ উঠেছে
তোমার ভুরুর মতো সরু চাঁদ
তোমার চুলের মতো কালো আকাশে
বর্ষার ঘোলা জল মাঠ ছাপিয়ে নদীতে মিশে গেছে
কুমোরপাড়ার বাঁশের সাঁকোটা ভেঙে গেছে বোধহয়
বোধহয় ভেসে গেছে জলের তোড়ে
অভাবের টানে যেমন আমাদের আনন্দ ভেসে যায়।

নলবনের ধার দিয়ে
পানবরজের পাশ দিয়ে
গঞ্জের স্টীমারের আলো—

আলো পড়েছে ঘোলা জলে
রামধনুর মতো
রামধনুর মতো এই রাত্তির বেলা।
ধানখেত ভাসিয়ে জল গড়ায় নদীতে
স্টীমারের তলায়
আমাদের অভাবের মতো
ঠিক আমাদের কপালের মতো।

আমাদের পেটে তো ভাত নেই
পরনে কাপড় নেই
খোকার মুখে দুধ তো নেই এক ফোঁটাও,—
তবু কেন এই গঙ্গ হাসিতে উছলে ওঠে
তবু কেন এই স্টীমার শব্দেতে ভরে ওঠে
আমাদের অভাবের নদীর ওপর
কেন ওরা সব পাঁজরকে গুঁড়িয়ে যায়?

শোন
বাইরে এস
বাঁকের মুখে পরান মাঝি হাঁক দিয়েছে
শোন,— বাইরে এস,
ধান-বোঝাই নৌকো রাতারাতি পেরিয়ে যায় বুঝি
খোকাকে শুইয়ে দাও
বিন্দার বৌ শাঁকে ফুঁ দিয়েছে।

এবার আমরা ধান তুলে দিয়ে
মুখ বুজিয়ে মরবো না
এবার প্রাণ তুলে দিয়ে
অন্ধকারে কাঁদবো না
এবার আমরা তুলসীতলায়
মনকে বেঁধে রাখবো না।

বাঁকের মুখে যাও, কে ?
লণ্ঠনটা বাড়িয়ে দাও
লণ্ঠনটা বাড়িয়ে দাও !
আমাদের হাঁকে রূপনারানের স্রোত ফিরে যাক
আমাদের সড়কিতে কেউটে আঁধার ফর্সা হয়ে যাক
আমাদের হৃৎপিণ্ডের তাল দামামার মতো
ঝড়ের চেয়েও তীব্র আমাদের গতি।
শাসনের মুগুর মেরে আর কতকাল চুপ করিয়ে রাখবে
এস
বাইরে এস—
আমরা হেরে যাবো না
আমরা মরে যাবো না
আমরা ভেসে যাবো না
নিঃস্বতার সমুদ্রে একটা দ্বীপের মতো আমাদের বিদ্রোহ
আমাদের বিদ্রোহ মৃত্যুর বিভীষিকার বিরুদ্ধে—
এস বাইরে এস
আমার হাত ধর
পরান মাঝি হাঁক দিয়েছে।

অলস দিনের কাব্য

বিকেল

গড়াল বেলা সিঁদুরে নদীর ওই
মানুষ ঘরে ফিরল না তো সই
'বাঁচবো' বলে সেই যে গেল চলে
বুকের ছেলে আমার কোলে ফেলে
চোখের জলে আঁকড়ে তাকে ধরি
'বাঁচবো আমি' সে গানে বুক ভরি

কয়েদ বুঝি নযকো কুঁড়েঘর
বাতাস বয় কালাপানির স্বর
সেই শহরে কেমন করে মন
আমার কথা ভাবছে সারাখন ?

ধান তুলবে মনেব সাধ তাব
পূর্ণ হবে জানি না কবে আর
সন্ধ্যা হল প্রদীপ দিতে হবে
কে জানে সে ফিববে ঘবে কবে ?

রাত্রি

বৃষ্টি পড়ে টাপুব টুপুব ঘুম-কাতর রাত
কে জেগেছে কে জেগেছে কে দেখেছে বাত
মেঘকে ছিঁড়ে চাঁদের উঁকি হঠাৎ মনে আনে
অবাক হাসি তাকেই চিনি, সে আজ কোনখানে ?

বৃষ্টি পড়ে আধার ভেজে ঝড এসেছে ছুটে
কে এসেছে, কি এসেছে, কি উঠেছে ফুটে ?
আকাশ দোলে ভীষণ কালো মন যে থর থর
চোখের কোলে বান ডেকেছে হৃদয় ভর ভর
কবাট নড়ে, কে এলে গা, খুলেছি খিল যেই
দাঁড়িযে থেকে আঁধার ভেজে কেউ তো কোথা নেই !

কোরাস

হে বিশাল স্তব্ধতা,
মাটির বিদ্রোহ আনো
হে অন্যায় গোধুলি
এই কান্নাকে থামিয়ে দাও
হে সমুদ্র জীবন
বিবর্ণ সহস্রে শিল্পের সম্ভার আনো।

চৌমাথার কথা

(অংশ

৪

ওথেলোর মতো কি ভীষণ কালো রাতের কোলে
ত্রয়োদশী চাঁদ মৃত পাণ্ডুর ডেসডিমনা
কি হবে কান্না— থাক না
সময়ের হাতে রক্তের ঘ্রাণ
আরবের যত সুগন্ধি তাকে ঢাকবে না
কি হবে কান্না ? থাক না।
হারিয়ে গিয়েছে তারা গুণেগ্রাম নির্জন ইছামতী
কি হবে কান্না— থাক না।

গাষ্টিনা তুমি এখনও হাসতে পারো ?
গাষ্টিনা তুমি হাসো আর কাঁদো
সুখে ও দ্বন্দ্বে
ছন্দের সুখে
নিজের মধ্যে বিশ্বকে টেনে
বিশ্বে আপন সত্তা মেলাতে পারো।

আরো কতদূর যেতে হবে ক্রীস্তফ
আরো কত পথ বাকী
পা ফেটে রক্ত, তবু আনন্দ লাগে
মৃত্যুতে বুঝি পুনর্জন্ম পাবো !
কাঁধে শিশু তুলে ঝড়ে বিপরীতগামী, শোন
কে তুমি বল না শিশু
আমার হৃদয়ে আমি কেন পরবাসী ?
শিশু কথা বলে জঠরের সাড়া অনুভব করে মা
“আমি দিন, পূর্ব তোরণে দেখো !”

৫

এখানে না থাক শুকানো নদীর ঘ্রাণ
আমার দু'কানে সাগরের কলরব
স্বপ্নশিখায় তুলেছি মুগ্ধ প্রাণ

আমার দু'কানে সাগরের কলরব
যদিও এখানে গানের চিহ্ন নেই
ব্যর্থ ফাগুন, ব্যঙ্গ এ বৈভব

যদিও এখানে গানের চিহ্ন নেই
মরা নদী নীল জ্যোৎস্নায় ডুবে যায়
তবু অপরূপ কিসের তুলনা দেই !

মরা নদী নীল জ্যোৎস্নায় ডুবে যায়
মানুষ এখনো কবিতায় কথা বলে
আকাশ এখনো মমতার রঙ পায়

মানুষ এখনো কবিতায় কথা বলে
জাগর এ মনে ইন্দ্রধনুর মায়া
চকিতে আমাকে বিহ্বল করে তোলে।

জাগর এ মনে ইন্দ্রধনুর মায়া
দূরে ক্রীস্তফ পাঁচ পাহাড়ের চূড়া
পথে কাঁটা তবু বিস্ময় মেলে ছায়া।

নবান্ন

তুমি তো আমার কামনার মণি পদ্মরাগ
সমুদ্র থেকে খুঁটে তুলে আনো হিরণ্ময়
বালুকণা জ্বালা ধকধক আলো কি তন্ময়

স্নায়ু তানপুরা পেশী বল্লমে সমুত্থত
আয়োজন মাঠ, আমরা সেখানে পদ্মরাগ।

সমুদ্র দোলা ছেড়ে দিয়ে শেষে প্রান্তরে
মুঠো করে তুলি থৈ থৈ সোনা একান্তে
বুকে চেপে ধরি আহত প্রাণের সীমান্তে
উদ্গত আশা সঙ্কটে চাপা ঘনিষ্ঠ
অমেয় ভাষণ আমরণ জাগে অন্তরে।

স্ফুলিঙ্গ ওড়ে আতাম্র খেতে অসংকোচ
আঙুলে আঙুলে কঠিন প্রণয় সম্ভাষণ
শত্রু শত্রু, চিনেছি তোমায় দুঃশাসন
আঁধারের নাড়ী ছিঁড়ে পড়ে যায় ইতস্তত
নভ অঙ্গনে প্রাণ বিদ্যুৎ অসংকোচ।

প্রগল্‌ভ ধান দুর্যোগে তুমি আত্মীয়
ঝাঁঝানো রৌদ্রে ধমনীর ডাক, কী লগ্ন!
আঁকড়ে রেখেছি অমর মাটিকে সুতীক্ষ্ণ
রক্তের তালে ব্যাধ মুক্তির আনন্দ
আমরা দু'জনে উপকথাহেন আত্মীয়।

বিস্তৃত কাল শস্যের গান অজস্র
অগাধ অবাধ মুক্তি বিজয় বসন্তে
অকৃপণ প্রাণ তাই বুঝি তুমি হেমন্তে
মাঠ জুড়ে জল, কিষাণের চোখে অকস্মাৎ
রোমাঞ্চ আন, অরণির শিখা সহস্র।

হাসবে যেদিন সসাগরা ধরা বদান্য
হালে মুঠো বাঁধি, নিশ্বাস টানি, যুগান্তর
সমুদ্রে গান সবুজের শিখা নিরন্তর
মুঠো করে ধান যশোদাকে দিয়ে অঞ্জলি
খুদ কুঁড়ো খুঁটে পরিজনে দেবো নবান্ন।

প্রার্থনা

তুমি আকাশ চাইলে
আর চাইলে পৃথিবী-জোড়া গানের সাম্রাজ্য
তুমি আনন্দ চাইলে
আর চাইলে লঘুপক্ষ মেঘের মতো সুরের আয়োজন
তুমি জীবন চাইলে
আর চাইলে পলাশের মতো দীপ্যমান যৌবন।

মনে আছে আমি এসেছিলাম, ক্লান্ত ক্লান্ত
এসেছিলাম, আমার মুখে কত রাত্রির হিম তুষার ঝড়
ক্ষতবিক্ষত হিংস্র স্বাক্ষর,
অতীত উজ্জ্বলতা—
পুরু অভ্রের মতো। সমুদ্র ছুঁয়ে গেছি
এই আঙুলে, এই আঙুলে তোমাকে স্পর্শ করেছি।
তোমার উঠানে কান্নার মতো এক ঝলক বর্ষা—
ভিখারীর চোখের মতো বিবর্ণ আকাশ—
কাশফুলের মতো ধোঁয়াটে পাংশু নদী।

ওরা কারা আজো পথে পথে ঘোরে সরীসৃপ
ওরা কারা মৃত্যুর পূজায় হাসিকে হত্যা করে
ওরা কারা শিশুর মুখে ঢালে বারুদের গন্ধ—
এমন সকালকে কারা বিদ্রূপ করে, কারা ?

এখনো কি সূর্য ওঠে, পাখিরা গান গায়, সমুদ্র চঞ্চল হয়
এখনো কি পাহাড়ের মাথায় চাঁদ উঠতে দেখে মানুষ থমকে দাঁড়ায় ?

ক্ষুধার্ত নেকড়ের হিংসাকে পরাজিত করে অশ্রুর সমুদ্র
গলানো তামার খনি, ক্রোধ—
মায়ের ক্রোধ, ভায়ের আক্রোশ, প্রিয়ার অভিশাপ
মৃত্যুর মুখে পুনর্জন্ম, হাসি— তিসির খেতে আষাঢ়ের জ্যোৎস্না।

তাই তো তোমাকে আবার পেলাম কলমি হেলাঞ্চার বনে
তাই তো আবার তটরেখা ছুঁয়ে গেলাম, হালভাঙা নাবিক
প্রচণ্ড আক্রোশে সমস্ত বিফলতাকে দু'পায়ে মাড়িয়ে
দু'পায়ে মাড়িয়ে আশ্চর্য পুরুষ বল্লমের মতো গর্বিত
বাংলার মাটিতে হেঁটে বেড়াই, গান গাই, ফুল ফোটাই।

ঘৃণার সমুদ্রের ওপর উজ্জ্বল রোদ্দুরের মতো আমি—
ঘাসের ঘোমটা ঢাকা কী অবিনশ্বর মোহিনী তুমি
তুমি চাইবে পৃথিবী-জোড়া গানের সাম্রাজ্য।

অধিকৃত

আবার ঘোর আঁধির ঘোরে হারিয়ে গেল গান আমার
উজাড় বিথে সর্বনেশে পাথুরে রাত পথের ধারে
শব্দ মৃত অনাদৃত চোখের জলে অধিকৃত
আমার দেশ। গোরের পাশে বৌ কথা কও, কোথায় বৌ

সুতানটীর গাঁয়ে গাঁয়ে রূপকথার গান ওরে
সাঁওতালের গান :
গেল কোথায় কাহ্নু সিধুর মান ?

কোথায় আমি কোথায় আমি উল্কিপরা অন্ধকারে
বন্দী সময় ; রাত্রি দিন শবের বাঁধে স্রোতের মুখ
বন্ধ, হঠাৎ ঘূর্ণি ফেরে। বাপের বাড়ির পথের মতো
হিজিবিজি ভবিষ্যতে ডুকরে ওঠে কান্না বোবা।

গাঁয়ে গাঁয়ে সুতানটীর রূপকথার গান ওরে
রূপকথার গান :
গেল কোথায় নাল চাষীর প্রাণ ?

হায়রে দেশ চোখের মণি কনকশালী ধানের দেশ
আমার যত ভালবাসা কসাই ঘরে, আমার যত
হৃদয় গত, পারুল ডাল ভাঙলো কে ও ? ও ভাই চাঁপা
দাও না সাড়া,— বেনো জলে ভাসলো সবই, দাও না সাড়া !

রূপকথার গাঁয়ে গাঁয়ে সুতানটীর গান ওরে
রূপকথার গান :
গেল কোথায় তীতুমীরের জান ?

আবার ফিরে পাবো নাকি ডাগর রাতে শিশির ঝরা
শব্দ আর জোড়া দীঘির হাঁসের ডাক, আম জামের
ছায়ার নিচে বাঘবন্দী ডুরেশাড়ি চোখ মেলতে,
পাব না কি বজ্রশিখা মেঘের জটা সাতমানিক ?

সুতানটীর গাঙে বিলে মনপবন নাও ওরে
ভালবাসার গান ওরে ভাঙাগড়ার বান ওরে
রূপকথার গান।

কান্না

ব্যথাবধির মুখের ভিড়ে হারিয়ে গেল রঙ
টিনের পাতে আকাশ মোড়া, ভাবনা আততায়ী,
মানুষ তবে বন্দী হল মনের কারাগারে
হৃদয় শেষে অপরাধী স্মরণ ধূলিশায়ী

কাঁদছি আমি কারণ আমি এখনো বেঁচে আছি।

মরণ তবে স্বেচ্ছাচারী স্বপন তবে ছায়া
জীবনে কোন গর্ব নেই, নেই কোথাও মিল ?

এ যেন কোন রুক্ষ মাঠে বজ্রাহত বট
দাঁড়িয়ে আছে পায়ের কাছে চাতক পাখি বিল

কাঁদছি আমি, কান্না যেন প্রাণের কাছাকাছি।

উপকরণ শূন্য হল, শূন্যতার হানা
তাড়িয়ে ফেবে প্রত্যহের তিক্ত গলি বেয়ে
ভিখারী কোন খঞ্জ যেন দেওয়াল ধবে যেতে
সহসা দেখে চতুর্দিক আগুনে গেছে ছেয়ে।

কাঁদছি আমি, কান্না যেন প্রাণের মূলধন।

গোপনে কোন দযাময়ী সকাল ছুঁডে দেয
• স্বভাববশে সন্ধ্যা নামে মুখের কাছে সুখ
গডায বাত তবলা থামে নাগর টলে পথে
কলকাতাও নির্বিকার নেইকো সুখ দুখ।

কাঁদছি আমি, কান্না যেন ফিবিযে দেয মন।

সময় ঘোর ঘূর্ণি তোলে ঘূর্ণি ঠেলে ঠেলে
শঙ্খচিল যেমন করে সহজে চেনে নদী
যেমন ঘোব অমানিশায জোযারে টান পডে
তেমন কবে কাউকে আমি চিনতে পারি যদি

কাঁদছি আমি, কান্না যেন ক্ষণিক বিস্তার।

বিধবা হল বনস্থলী কাদের মৃত মুখ
সামনে আসে, অন্ধ আমি হাত বুলিযে চিনি
তোমরা বুঝি বন্ধু ছিলে? তোমার স্বীকৃতি
হৃদয়ে থাক, বাঁচার মান মরণ দিয়ে কিনি।

কান্না যেন ঝাউয়ের বনে শালিক তিস্তার।

মেঘের ব্যথা যেমন ভাঙে শ্রাবণে ঝর ঝর
নদীর ব্যথা ঢেউয়ের মুখে গাছের ব্যথা ফুলে
আমার ব্যথা কান্না হয়ে গড়িয়ে পড়ে শেষে
শরৎ-আভা-আকাশ হল চোখের কূলে কূলে

পাষাণ ভার চকিতে দেখি পালক হয়ে যায়।

এখনো আমি কাঁদতে পারি, এখনো বুকে ঢেউ
মুখর হয়ে ছড়িয়ে পড়ে, মুক্তো হয়ে জ্বলে,
এখনো কেউ আছে কোথাও ভালবাসার টানে
সন্ধ্যাদীপ, এখনো কেউ মনের কথা বলে।

কান্না আহা জলের গান পাড়ের কিনারায়।

সিংভূম

যদি চোখ দুটো গেলে দিলে
যদি পাঁজর ক'টা খুলে দিলে
এই যন্ত্রণার গারদ থেকে মুক্তি পাওয়া যেত
আমি তাই দিতাম,
আমি তাই দিতাম
যদি বাঁচার অহংকার পাওয়া যেত।

পলাশের শাড়ি পরে রাজেশ্বরী সন্ধ্যা
স্বর্ণচাঁপা আলোর ভেতর পৈশল পাহাড়
হরিয়াল ময়নার ডাক, হরিণের দৃষ্টি, ঝর্নার শব্দ, হাতীর গন্ধ
সিংভূম, তোমার কঠোর রূপসী শরীরের বাঁকে শিল্পীর সংযম
পেখম তোলা ময়ূরের মতো রোদের বনস্থলী।

তার কোলে হত্যা, তার কোলে কান্না
বেনের সভ্যতা চতুর লম্পট
আদিবাসীর জীবনে পারার বিষ
যমরাজ দারোগা পুলিশ
সাহেব বাবুর প্রণয়িনীর গর্ভপাত
শেঠ, টাটা, বার্ড, বার্ন, আই. সি. সি.
অপমানিতা সিংভূম বধূ-বরণ গোধূলিতে অচৈতন্য।

আমার ভালবাসা যদি সমুদ্র হ'ত
আমার হৃদয় যদি হ'ত চৈত্রের আকাশ
আমি ধুয়ে দিতাম
আমি মুছে দিতাম
রক্ত, কান্না, হত্যা, পাপ।

পিতামহ অন্ধকার, পূর্বপুরুষ পাহাড়, গন্ধর্ববাসী তারা,
যদি প্রাণ দিলে তবে প্রাণের গর্ব দিলে না কেন
যদি সাধ দিলে তবে সার্থকতার ক্ষমতা দিলে না কেন
যদি প্রেম দিলে তবে রক্ষার পৌরুষ দিলে না কেন
পিতামহ অন্ধকার, পূর্বপুরুষ পাহাড়, গন্ধর্ববাসী তারা?

আপনার আবরণ উন্মোচনে ধরো শক্তি
তোমার হিরণ্ময় সত্তায় আমাকে গ্রহণ করো।

আর একবার চেয়ে দেখো, শুধু একবার
আমার যন্ত্রণা দিয়ে তোমায় ঢেকে দিলাম
শোন, শোন আমার রক্তের মাদল, সিংভূম।

রক্তাক্ত বাঘিনী

নিটোল নিস্তব্ধ বনে অস্ত মেঘ, অকস্মাৎ আছড়ায়
রক্তাক্ত বাঘিনী তার পাটল গায়ের রঙ, অন্ধরাগে
থাবা মারে। দাঁত ঘসে, মেঘ ফাটে, পাথরও কাতরায়
ঘুর খেয়ে লাফ দেয়। তপ্ত তামা চোখ, প্রতিবিম্ব লাগে
পিঙ্গল পাহাড়ে। বিদ্যুতের যাতায়াত নখে। শোধ তুলে
নিতে ধনুকের মতো দেহ। অন্ধকার জমে থাকে-থাকে,
এক মনে গঙ্গা জল ভাঙে। শান্ত বট রস টানে মূলে।
পাখি নড়ে, তারা জ্বলে, কেবল বাতাস যায় হেঁকে হেঁকে।

গরীয়সী, চেয়ে দেখ একবার নরকের প্রান্ত খুলে
দেখ, ঘাতকের ঘৃণ্য হাত চোয়াল মুচড়ে ছিঁড়ে আনে
নখে কুরে তোলে চোখ, খোবলায় লোভ। কেন বার বার
ঝড় হাঁকে 'দ্বার কই ?' মাটির গোড়ায় বীজ কাঁদে 'দ্বার
খোলো, মাগো !' বালি শোষে অশ্রু, কেন স্বপ্ন আজো হানে, টানে ?
সে বাঘিনী এ জীবন প্রতিশোধে অন্ধ, মত্ত থাবা তুলে।

না, আমরা মরব না

আমরা সেই মানুষ
পৃথিবীর গর্বিত সন্তান
মরব না।
নদীর মতো আবহমান কাল গান গাইব
রোদে জলে ঝড়ে ঝঞ্ঝায় ভ্রূকুটিতে
আমাদের দেহচূড়া চিরকাল ঊর্ধ্বমুখ
আনন্দ বেদনার বিচিত্র সংগমে
শ্রাবণ সায়াহ্ন আমার যুগ
যূথী কেতকীর গন্ধের সাথে মৃত্যুর শোক

আজন্ম অভিশাপের শিকারী হাত
কণ্ঠনালী থেকে সরিয়ে
মানুষের অবিচলিত স্বরে সামুদ্রিক উল্লাস।
আমরা মরব না।

ভুলব না,
বুড়িগঙ্গার পারে
ধোঁয়ার নিরেট পাথরের তলায়
খেতের বিলুপ্ত সুন্দর নিঃসঙ্গ রূপের পাশে
গোলের বাদায়
ভয়ংকর জনশূন্য অরণ্যে করাতের করোগেট আওয়াজে
অজস্র মানুষ
অপরিমিত সম্ভাবনার কবরে দাঁড়িয়ে
জীবন নিলাম করছে।

ক্ষতের মতো প্রত্যেক মুখে বিরক্তির তিক্ত স্বাদ
সোনার বর্ম-মোড়া শতাব্দীর বর্শায় বর্শায় ছিন্নভিন্ন পাঁজরা
মুখোশের আড়ালে ক্ষুধিত মৃত শিশুর পচা দুর্গন্ধ।

আমাদের দেহ ছিঁড়ে গেল জন্তুর নখের আঁচড়ে
আলনায় ঝোলান কাপড়ের মতো নৈমিত্তিক মৃত্যু
আর ভালবাসা মমতা আকাঙ্ক্ষা
ফুলদানির ফুলের মতো ক্রমাগত শুকিয়ে যায়।
দুপুরের অকূল বাতাসে শালের অরণ্যে উত্তর সাগরের গান
ধূসর নীল পাহাড়ের সংহত উদার গাম্ভীর্য
রূপকথার বীরের মতো আকাশমুখী মৌন
খণ্ড খণ্ড মেঘে মেঘে শিল্পীর অজস্র ভাস্কর্য
স্তব্ধ ঊর্মিল রিক্ত গেরুয়ায় সবুজ পাড়ের পাশে
বিশ্বস্ত বন্ধুত্বের মতো নিঝুম বসতি গ্রাম

বাইশ বছরের নারীর মতো উন্মুখ প্রকৃতি
সম্পূর্ণ সৌন্দর্যে প্রতীক্ষায় ধ্যানমগ্ন।

কে দেখবে?

জীবিকার জোয়াল ঘাড়ে মানুষ ফাঁদে পড়া মহিষ
দুর্ভাবনার কালি-পড়া চোখে অতিকায় আতঙ্কের ছায়া
মধ্যরাতে সেতারের আলাপে বিরক্তিকর বিড়ম্বনা
ভালবাসার প্রাসাদ ক্ষোভের মাতুনিতে ধ্বংসের স্তূপ
তারি পাশে ভ্রষ্ট সবুজ ডালে ডালে ফেনিয়ে ওঠা অন্ধকারে
ক্রুদ্ধচক্ষু সময়ের চক্রান্ত—
কে বুঝবে?

শুধুমাত্র বাঁচার আদিম আকাঙ্ক্ষা বোবার ভাষার মতো
নিজেকে ছড়িয়ে দেবার ইচ্ছার স্রোত
বালিয়াড়ির শান্তশায়ী সর্পিণী নদীর মতো
পাথরের ধাক্কায় ঝংকারে বেজে ওঠে
রূপ রস বর্ণ গন্ধের পিপাসা
তারি দুর্নিরোধ্য টানে
বারবনিতার নিরাসক্ত বুকে
বিসর্জনের সঙ-এ
থ্রিলার-পুষ্ট সিনেমা লাইনে
মদ মাদলের বোলে
পচা জলে তৃষ্ণা মেটায়।

জীবনের গতি হারিয়ে গেল ভ্রান্তির গোলকধাঁধায়
ডালে-ডালে বিনুনি-করা অন্ধকারে রাতকানা পাখার কান্না
সর্বনাশের গুহা-গহ্বরে গোঁ গোঁ করা জন্তুর মতো ঝড়ের আওয়াজ
তখন নিরপরাধ স্বপ্নের টুঁটি কেটে নির্বিকার দস্যু
দাঙ্গায় টহলদারী খুনীর মতো
যন্ত্রণার পাঁকে কাদায় জোঁকে খাওয়া জীবন

একটানা অনুভূতিহীন নিরুপদ্রব
তখন নিরাপত্তা, ধর্ম, যুদ্ধ
পতিতার মতো অন্ধকারে শঙ্খিনীর মতো হেসে ওঠে।

না, আমরা সইব না
এই গ্লানি সইব না
না, আমরা বইব না।
এই কলঙ্ক বইব না।

ধুলোর জন্মের আনন্দ অধিকারে মানুষ মরতে চায় না
যন্ত্রণায় নীলকণ্ঠ পাখি গলায় অবিরাম গান গায়
চৈত্রের ঘূর্ণি পাহাড়ের গা ঘেঁসে বিদ্যুতের মশাল হাতে ছুটে আসে
অজস্র শুকনো পাতা কালো কালো পাখির মতো আকাশ ঢাকে
লাল মাটির স্তব্ধ তরঙ্গ হীরাধার বর্শা তোলে
শালের কচি কচি পাতার পিছনে পলাশের দাউ দাউ আগুন
ক্রোধের মতো দিগন্ত ঢাকে
রিক্ততায় ধুধু করা পাহাড়ের মাথায় টকটকে কুসুম পাতা
স্বপ্নের মতো ধক্ ধক্ করে
তারই পায়ে মহুয়ার উদার মদিরতা
আকাঙ্ক্ষার মতো বাহু মেলে দেয়।

কেন তবে মৃত্যুকে স্বীকার করব?
এই মাটির অপরূপ রূপের আগুনে
কতবার যৌবন স্থান কাল ভুলে গেছে
রমণীর কুটিল ভ্রূকুটি সপ্রশংস হিংসায় সুন্দর
একটা মাত্র কথার আবেগে থরথর কোটি কোটি গ্রহ উপগ্রহ।
কেন তবে হত্যাকে স্বীকার করব?

কি আশ্চর্য সুন্দর স্বচ্ছ তপ্ত ভালবাসায়
প্রেয়সীর হাত ধরে তারার নীচে দাঁড়ান
কি উদার আনন্দ শিশুর চোখে চোখ থুয়ে
আকাশের অতলতা পাওয়া

কি মহান উল্লাস ধানের কাঁচা সবুজে দাঁড়িয়ে
বাঁচবার অধিকারে বর্শা তুলে ধরা।
কেন তবে ক্লান্তিকে স্বীকার করব
যখন জীবনের অধিকার গানের মতো তন্ময়তা
যখন স্বপ্নের স্বাদ আদিগন্ত পূর্ণিমার রাত?

আমি কৃপণের মতো একে একে মাটি খুঁড়ে দেখব
পুরাতন মুখরেখা প্রতিরোধের মতো সুন্দর
বল্লমের ফলায় গেঁথে রাখব মানুষের অনাদিকালের গর্ব
হাঁ-মেলা মৃত্যুর সামনে সারিবন্দী আমরা
পৃথিবীর গর্বিত সন্তান
আকাশ-ছোঁয়া অবয়ব তুলে ধরি।

মাটি পাথরের তল থেকে ভালবাসার গান মোড় দিয়ে উঠে আসে
আর অদম্য প্রাণশক্তিকে পেশী-তরঙ্গিত ঘাড়ে
অর্জুন গাছের পাতা ফাঁক করে
বাতাস আচমকা হাত রাখে।
না, আমরা মরব না।

নৈঃশব্দ্যের দেশ

অপরূপ নৈঃশব্দ্য আমাকে গ্রাস করেছে
আচ্ছন্ন করেছে ঘন গন্ধের অন্ধকার
নির্বাক অরুন্ধতী তারা যেন রহস্যময়ী রাতের চোখ
আমার মুখের ওপর।
প্রতিরোধের রুক্ষ পাহাড় দাঁড়িয়ে
যুগ যুগান্তর ঝড়ঝঞ্ঝা পায়ে দলে
ধূলিধূসর বিবর্ণ পিঙ্গল

সর্বাঙ্গে কাটা কাটা দাগ
যেন পোড়-খাওয়া গম্ভীর মানুষ
দীর্ঘ ঋজু শাল তার হাতে দীর্ঘতর সড়কি
কলায় তারা গেঁথে রাখে।

ভ্রূকুটিকুটিল মুখের মতো রিক্ত সবুজ প্রান্তর
লাল মাটির স্তব্ধ নিশ্চল ঘূর্ণি লৌহকঠিন
কাঁকর অভ্র মাথায় উজ্জ্বল
যেন মণিময় সাপ
পাতার দুরাবগাহ গানে উন্মুখ অধীর।

আমি এই ধাতব নৈঃশব্দ্যের নীল কেন্দ্রে মিশে যাই
মিশে যাই উত্তপ্ত অমৃতের তৃষ্ণায় অন্ধতম প্রদেশে।

পাহাড়ের কাঁধে মাথা রেখে রাতের চোখ ঢুলে আসে
যেন ক্লান্ত মদির সুঠাম ওরাং মেয়ে
শুকতারা কপালের টিপ
তার বুকের ওঠন-পড়নে
পাতায় পাতায় দোলা লাগে
পাথরে নাড়ীতে সাড়া জাগে
আকাশ পায় অনুচ্চারিত কামনার রঙ
আমি গাঁথা থাকি সমাহিত সত্তায়।

হে আমার দেশ, আমার পাহাড় পাথরের আক্রোশ, আনন্দ
কোন অন্তহীন তিমির-গর্ভে তোমার জন্ম, জানি না
জানি না কোন নীহারিকার প্রান্ত ছিঁড়ে এসেছো
শুধু জানি আমার হৃদয় আমার স্বপ্ন আমার চেষ্টা
তোমার নৈবেদ্য
তুমি প্রসন্ন হও
তোমার নামে আমার রক্তের বন্য ডাক

অন্ধকারে স্ফীত সমুদ্রের ঢেউ, শস্যের স্বাদ,
অপরূপ নৈঃশব্দ্য তোমার হাতে একগুচ্ছ ফুল
আমার হৃদয়স্পন্দন তোমার পদধ্বনি
হে আমার দেশ আমার জন্ম জন্মান্তরের সার্থকতা।

যখন যন্ত্রণা

যখন যন্ত্রণা গলা টেপে, তীক্ষ্ণ কর্কশ ভাঙা গলার
চিৎকার আকাশ ছিঁড়ে উর্ধ্বমুখ, দুর্বিনীত পাখসাটে
তারা খসে, নদী বুক চাপড়ায়, জলস্তম্ভ ফেনার
ক্রূর বাড়বানলে প্রহেলিকা রাত্রির মুখ,— রাত্রি কাটে
মৃত্যুর অরাজক ঘূর্ণি ডাকে, নখে নখে উপড়ে আনা
হৃদ্‌পিণ্ড অন্ধকারে আলেয়া, স্তরে স্তরে মাটি খসিয়ে
পদ্মনাগের উদ্যত ছোবল, ব্যূহ-অরণ্যে রাতকানা
পাখির অন্তিম কান্না, পাঁজরে পাঁজরে ছুরি বসিয়ে
ঘাতকের অট্টহাসি, হৃদয়ে রুদ্ধ চাপা চাপা গোঙানি
ক্ষিপ্ত সিংহ যেন দেশটাকে দাঁতে করে ঘাড় ঝাড়া দেয়
হাড় মাস চিবিয়ে চিবিয়ে তার অরণ্য কাঁপা শাসানি
বিদ্যুৎ-কৃপাণ হাতে কাপালিক-মেঘ-পাহাড় চূড়ায়
সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড যেন ভয়ে ডাক ছেড়ে মাথা আছড়ায়

তখন কই সেই মানুষের প্রকাশ— কোথায় কোথায় ?

ভুলো না

তোমার পাশে দাঁড়িয়ে ভাঙা পৃথিবী সাজাবো
স্বপ্ন ছিল, সাগরে ধোবো মনের আঙিনা
তারার ঘুম ঘুচিয়ে দিয়ে সেতার শোনাবো

ধানের বানে আকাশ ভাঙা বিরাট চেতনা
হৃদয়ে ধরে খোকার চোখে চুমায় হারাবো

স্বপ্ন ছিল সাগরে ধোবো মনের আঙিনা
হায় রে মন ত্রাসের ভাঙা উজাড় আকালে
হিজল ডিঙা কোথায় গেল ? কোথাও দেখি না
ঘূর্ণি ঘোর শঙ্খচূড় পাড়ের কপালে
ছোবল মারে, বল্ রে মন কোথায় আঙিনা ?

হায় রে মন ত্রাসের ভাঙা উজাড় আকালে
তোমাকে আমি ভুলিনি তুমি আমাকে ভুলো না
পৃথিবী প্রাণ আদিম, বাজ মেঘের ফাটলে
গুমরে ওঠে, আমরা গাঁথি বাধার সীমানা
পায়ের ধুলো স্বর্গে রামধনুক ওড়ালে

তোমাকে আমি ভুলিনি তুমি আমাকে ভুলো না
ঝড়ের নখে আকাশ ছেঁড়ে, অথৈ পাতালে
বাসুকী নড়ে— তখন তুমি নদীর তুলনা
বোধের সীমা সীমায় হেনে আমায় মাতালে
দেহের ভিতে রক্ত হাঁকে— আমায় ভুলো না।

রূপকথা

সন্ধ্যা এলো
বোঁটা থেকে খসে গেল ফুল
পাতাঝরা ডালপালা
রুক্ষ শীর্ণ উদগ্রীব আঙুল
ভিক্ষার ভঙ্গিতে
খেয়া ঘাটে পাটনীর সুরে

চমকায় অন্ধকার
আকাশে একটা তারা
এক ফোঁটা অশ্রু হয়ে কাঁপে।

রোজ দেখি এক বুড়ি দাওয়ার ওপর বসে থাকে
চেয়ে দেখে অন্ধকার, অন্ধকারে দৃষ্টি ডুবে যায়
নাতি কোলে ঝাঁপ দেয়
দু' হাতে জড়িয়ে গলা বলে :
'গল্প বলো
মা লক্ষ্মী গর্ভে বসে সেই...

গাঙ জল ভাঙে
বুড়ি কথা বলে
হাওয়া নড়ে
অন্ধকার মহিষের মতো
মাঝে মাঝে শ্বাস নেয়
আকাশে একটা তারা চোখের জলের মতো জ্বলে।

বুড়ি কথা বলে
গাছগুলো কাঁপে :
কি গল্প শোনাই ; হায় রে
এই বুক অন্ধকার, এই মন
কুমীরের দাঁতে, ল্যাজের ঝাপটে
আলু আলু নটেগাছ, ওই মাঠ
সমস্ত বিধবা
পোড়ে তুষের আগুনে
কে দেবে আজকে সাধ, কে দেবে আজকে বর তাকে ?

কাউকে করিনি হিংসে
হিংসের ছোবল মাথায়

কারো দানা কাড়িনি তো
ঝাঁপি খুলে মাঝ রাতে লক্ষ্মী চলে গেল
পায়ের মলের শব্দ মরে গেল নদীর কিনারে

কারো ঘর ভাঙিনি জীবনে
অপদেবতার মতো এই কুঁড়ে
ছেলে শুধু বলেছিল : বাঁচো
খাল ধারে তার লাশ দেখি
বালিতে শুকালো গঙ্গা
ভগবান, তবু বেঁচে থাকি।

ছেলে যদি কোনদিন ধরে থাকি পেটে
বসুন্ধরা হয়ে থাকি যদি
তবে বলি
নীল হয়ে ঝরো চাঁদ
পুড়ুক জীবন্ত তারা
মাটি ফেটে উঠুক আগুন
নদী হোক চকা বালি
জল জল বলে বলে রক্ত তুলে মরুক মরুক
যার লোভে এই দশা হলো।

চুপ করে থাকে নাতি
অন্ধকারে নির্বাক পল্লব
আকাশে একটা তারা
একটা নীলার মতো জ্বলে।

উৎসর্গ (অংশ)

গ্রহণ

অকস্মাৎ ঘনাল গ্রহণ।
তুমি নেই।
বিদ্যুৎ খুঁজতে ছোটে
কেঁদে কেঁদে হাওয়া দিশেহারা
চুল ছেঁড়ে গাছপালা
চিটে হয়ে ঝরে যায় ধান
বজ্র ডাকে নাম ধরে
সমুদ্র পাগল।

তুমি নেই
হৃদ্‌পিণ্ড উপড়ে তুলে করপুটে নিয়ে পূর্বমুখী
করেছি তর্পণ : দাও তাকে ফিরিয়ে আমায়

আমার কান্নাকে দেখি ক্ষিপ্ত ঘোড়ার মত নক্ষত্রের দিকে ছুটে যেতে।

পৃথিবীর পথে

পৃথিবী তো গ্রহ, জলে মহাশূন্যের ভেতরে
মানুষ সমুদ্র তার বুকে
কান্না গান কলরব ওঠে
পাহাড় চূড়ায় দৃপ্ত দীর্ঘ দেহ, মেঘ ঢাকে মুখ
সৃষ্টি পটভূমি পিছনের।

মৃত্যু আসে ডানা মেলে
নখে চেপে দুই কাঁধ
ঠোকরায় চোখ
মুখ বেয়ে রক্ত ঝরে তার।

মাথা ঝাড়া দেয় বারবার
মাটি টলে, রুখে ওঠে নদী

অতিকায় স্বপ্ন ঢাকে
ঝঞ্ঝা ডাকে মাথার উপরে
পাহাড়ের চূড়ো থেকে ছুঁড়ে মারে বজ্রের বল্লম
চকিতে উজ্জ্বল গ্রহ মহানীল শূন্যের ভেতরে।

আমি সেই মানুষের মাঝে, ইচ্ছায় চেষ্টায়
এক-গলা যন্ত্রণার পাঁক ঠেলে হাঁটি
ক্রমশ দিগন্ত বাড়ে
পাতায় কালের ধ্বনি
ধানক্ষেত শিশুর উল্লাস
জোয়ার ভাঁটার টানে থমকানো নদী, প্রসন্ন প্রসূতি।

আমি দেখি, অপরিবর্তনীয় তারা
তুমি, জ্বলো আমার ভেতরে।
মাঝ রাতে অঙ্কুরের মাটি ভাঙা শব্দ কানে লাগে।

আমার সেই পাখি

আমার সেই পাখি শাখায় দোল খায়
শিকড়ে ঢেউ ওঠে পাথর ভেঙে ছোটে
ক্ষিপ্ত বেগ তার পাতালে মাথা কোটে
খসায় মাটি তারা হৃদয় ভেঙে যায়
শাখায় সেই পাখি যখন দোল খায়।

যখন সেই পাখি শাখায় দোল খায়
সতীকে কোলে তুলে মুগ্ধ শিব আমি
পলাশে পারিজাতে মাতাল বনভূমি
মেদুর ত্রিনয়ন জটায় মেঘ ভাঙে
মত্ত বন ডাকে চড়ায় মরা গাঙে
পৃথিবী ভালবাসা একটা দেহ পায়
স্বপ্নে বাস্তবে অন্তহীনতায়
আমার সেই পাখি যখন দোল খায়।

সে

আমি তার দিকে তাকিয়ে থাকি, আর
চোখ ফেরাতে পারি না।

চুল এলিয়ে যখন হাসে
মনে হয় পাতায় হারানো পাখি
কথার পিঠে কথা বলে যখন
কাটল চুঁইয়ে গিনি-গলা রোদ ঝরে যেন
ছেলে কোলে করে দাঁড়ালে
দেখি পাকা ধানের মাঠ
নিরন্ন সংসারে খুদের থালা এগিয়ে দেয় যখন
মনে হয় শক্তির মমতার অপূর্ব পৃথিবী।

আমি তাকিয়ে থাকি আর চোখ ফেরাতে পারি না
সে যেন আকাশের মেঘ ক্ষণে ক্ষণে যার রূপ বদল।

সেই মুখ

সারাক্ষণ রক্তে দোলে মুখ।
সে যেন সজল সন্ধ্যা বসে আছে পাহাড়চূড়ায়
অরণ্য গভীর হয়। মুখ তুলে চেয়ে দেখে গাছ
চারিদিক প্রত্যাশায় রোমাঞ্চ উন্মুখ
সারাক্ষণ রক্তে দোলে মুখ।

সর্বাঙ্গে ধানের গন্ধ
কথা তার নদীর আওয়াজ
চোখ দুটি সান্ত্বনার

রূপে ঝরে নক্ষত্রের আলো
স্তিমিত বিদ্যুৎ হাসি কি মায়া ছড়ালো।

সে যেন ছড়িয়ে আছে মাটি নদী অন্ধকারময়
তার নাম মধ্য রাত্রি নির্বাক তন্ময়।

সে এক আশ্চর্য মুখ
প্রাণমূল ধরে টানে, পাঁজরে পাঁজরে
আছড়ায় ঘূর্ণিমার, ছিঁড়ে যায় শরীরের শিরা।

নামুক, নামুক বজ্র
ঝঞ্ঝা মুখে করুক প্রহার
অন্ধকারে ঊর্ধ্বমুখ আমি
সে রূপের আলো পড়ে আমার কপালে
গৌরীশৃঙ্গ জ্বলে।

আমার রক্তের স্রোতে
এক মুখ,— অপরূপ,
জনম অবধি হাম দেখি তাকে
দৈন্যের চূড়ায়, দেখি স্বপ্নের চূড়ায়।

সোহাগীর সংসার

কোথায় কোথায় বৌ কোথায় সে মহিষ মরদ
অন্ধকার আকাশ পাতাল
'নেই' 'নেই' জল বলে পাড়ের কিনারে
'নেই' 'নেই' পাতা বলে শিকড়ের কানে
মাতলা মিইয়ে গেল, খালে জল ফিস্ ফিস্ করে।

কোথায় কোথায় বৌ কোথায় সে মহিষ মরদ
গায়ে যার শ্যাওলার গন্ধ রঙ যার কাদার মতোন
মন যার আশ্বিনের মাঠ, চোখ সাঁঝের পুকুর
এ গাঁয়ের স্বাদে গন্ধে কুঁড়ি এল ফলের যৌবনে
কোথায় কোথায় তারা আজ তারা গেল কোন খানে ?

চুপি চুপি এল তারা বাদাড়ের ধারে
চিক্ চিক্ নোনা জল কাশ শর নলের গোড়ায়
হাজার সাপের জিভ লক্ লক্ করে
চমকায় মাঠ ঘাট মাঝে মাঝে তক্ষকের ডাকে
দুই জনে এলো তারা জোনাকির লণ্ঠন জ্বালিয়ে।

"এখানেই ফেলে দে না
ভাব, বাঁজা তুই
রক্ত তোর বিষকুণ্ড
এখানেই ফেলে দে না মেয়ে
সাপের ছোবল খাওয়া পাখি থাক্ পড়ে
এখানেই ফেলে দে না মেয়ে।"

"এ দেহ যে আমাদের দেহ
এ বুকের শব্দ সে যে আমার বুকের
ওরে ও পাষাণী মা
কোন প্রাণে জ্যান্ত মেয়ে ফেলে যাবি তুই ?"

"ওরে ও অভাগা বাপ
এ কথা বলার আগে মরণ হ'ল না কেন তোর ?
আমাকে বিকিয়ে দিলে যদি খুদ জুটতো দুমুঠো !
হায়রে পুরুষ
ভাঙড় ভাগাড় হল
চল্ বৌ চল্, চলে যাই।"

"এক সঙ্গে কোথায় যাবে গো
তোমার রক্তের বিষ আমার রক্তের বিষে মিশে
নীলমণি হবে যে আবার
এক সঙ্গে কোথায় যাবো গো ?"

"তুই যা রে উত্তরের দিকে, আমি
যমের দক্ষিণে।"

জীবনে প্রথম তারা দুই জনে দুই পথে গেল
চোখের জলের দাগ রেখে গেল পিছে
শোকের অশ্বত্থ বট রেখে গেল পিছে
মুখে নিয়ে ধ্বংসের আস্বাদ
চলে গেল— দেহে যার শ্যাওলার গন্ধ, রঙ কাদার মতোন।

যখন শেয়াল এসে শুঁকেছিল মুখ
মেয়েটা কি উঠেছিল কেঁদে
ধড়ফড় করে তারা জেগেছিল নাকি
বাতাস কি টাল খেয়ে ডাল ধরেছিল
হায় হায় রবে নদী আছড়িয়ে পড়েছিল চরে ?

দুইজন দুই পথে চলে গেল অন্ধকারে আলো কতদূর
কাদাব মতন রঙ চোখ তার শুকনো পুকুর।

কোথায় কোথায় বৌ কোথায় সে মহিষ মরদ
অন্ধকার থাবা তুলে, ফুলে ফুলে গর্জায় গাছ
মাটি টলে ওঠে রাগে, কাশ নল চক্র মেলে ধরে
পাড়ায় পাড়ায় ছোটে বাউণ্ডুলে বাতাসের গলা :
এমনি করেই কেন তছ্‌নছ্‌ হয়ে যাবে সব
এমনি করেই কেন মুছে যাবে সংসারের সাধ ?

সে এক সুতীক্ষ্ণ গলা ছিঁড়ে খুঁড়ে ফেলে নীলাকাশ
বিল থেকে বিলে ঘুরে আলেয়া বেড়ায় খুঁজে খুঁজে
কোথায় সোহাগী বৌ কোথায় সে মহিষ মরদ।

অনুভব

হানবে, হানো তবে ব্যথার বিষ তীর
জ্বালাতে চাও যদি জ্বালাও প্রাণ
কাড়বে, কাড়ো তবে শেষের সম্বল
ফুলের দিন জেনো হয় না অবসান
শোষে না চকা বালি নদীর ধারা জল
জীবন অস্থির : হানবে হানো তীর ব্যথার বিষ তীর

দুখের শিং ধরে এই যে দিন রাত
মুচড়ে ঘাড় তার লড়াই প্রাণপণে
পাঁজর খসে আসে রক্তে ছড়াছড়ি
ভাসছে পথ ঘাট, কেন সে কার টানে
পাহাড় হয়ে থাকি জীবন ভাঙি গড়ি
যাচাই করে দাম ঘাত ও প্রতিঘাত

ঢাকতে পারে মরু পৃথিবী নদী সব
কাড়তে পারে কেউ বুকের ভালবাসা
আকাশে কালি মেড়ে দেবে কে, কোন্ রাহু ?
ঘোচে না বাঁচা মরা ঘোচে না কাঁদা হাসা
তাই তো তলোয়ার আমার দুই বাহু
বাঁচছি সেই সব সেই তো অনুভব বিরাট অনুভব।

চন্দ্রহার

তখন রোয়া শেষের বেলা বিলের দিকে চেয়ে
দেখলো ছেলে দাঁড়িয়ে আছে ফলসা-রঙা মেয়ে
জোয়ার লাগা নদীর মতো ভরাট কূলে কূল
হাসিতে তার ভাব লেগেছে মেঘবন্যা চুল

তখন রোয়া শেষের বেলা দেখলো ছেলে চেয়ে
দাওয়ার খুঁটি দু' হাতে ধরে স্বপ্ন দেখা মেয়ে।

বুকের মধ্যে ঢেঁকির পাড় বাজল দূরে শাঁক
নদীর বাঁকে শুনতে পেল চোদ্দ জয়ঢাক
চমক দিয়ে বললে তারে, "কনে
চন্দ্রহার গড়িয়ে দেবো পৌষ পারবণে।
নদীর কাছে দান চাইলাম, তোমায় পেলাম, বৌ
তুমি আমার পদ্মবিলের মৌ।"

আকাল এল দপদপিয়ে, মাঠ শুকিয়ে কাঠ
এধারে লাশ ওধারে লাশ, লাশ ঢেকেছে মাঠ
বাঁশের কোঁড় ঘাসের মুথো গুগলি শামুকে
পেট জরে যায়, পেট জ্বলে যায় চালতে শালুকে
লক্ষীর পো ভিক্ষে মাঙে ভিক্ষে মাঙে দোরে
কে দেবে ভিখ্, ভিখিরী সব কে দেবে ভিখ্ তোরে
বললে ছেলে, "দশার সঙ্গে হল রে বিয়ে, বৌ
তুমি আমার চাকের ভেতর লুকিয়ে থাকা মৌ।"

কলসাবরন দীঘল মেয়ে বললো
দু' চোখে তার অঝোরে জল গল্‌লো
"আশ্বিন যায় কার্ত্তিক আসে
মা লক্ষী গর্ভে বসে
সাধ খাও বর দাও গো
লক্ষী তুমি বাঁচাও তোমার পো।"

তখন ছেলে বললে তার কানে :
"কাজের জন্য যাবো অন্যখানে।"

হাওয়ার সাথে ছুটছে পথে, 'দুমুঠো ভাত দাও'
তুফান যেন আছাড় মেরে চূর্ণ করে নাও

বরের ভিটে আঁকড়ে ছিল তখনো সেই মেয়ে
শাঁকচুন্নি পথের দিকে এক নিমেষে চেয়ে।

কোথায় মেয়ে ফল্‌সা-রঙা মেঘবন্যা চুল
হাসিতে যার দুলতো ধান চোখে লাগতো ভুল
পেটের জ্বালায় সেই যে মেয়ে গলায় দড়ি দিল
বরের দেওয়া কাজললতা তখনো চুলে ছিল
আর ছিল না কেউ
মরণ এলো তুললো পিঠে 'সাঁডা সাডি'র ঢেউ।

উথল বিথল বিলের জল বিলের জল বিষ
কেয়া ঝোপের অন্ধকারে জ্বলছে অহর্নিশ
জ্বলছে মাঠ জ্বলছে ঘাট, জ্বলছে কত চোখ
জ্বলছে মনে চিতার শিখা, পুড়ছে কত লোক
তখনো ছেলে ভাবছিল এক মনে :
পাঁজর ভেঙে চন্দ্রহার গড়িয়ে দেবো কনে।

গজেন মালী

"দ্বীপান্তরেই যদি চলে যায় গজেন মালী
বাঁচবো কি করে ? মন হবে শুধু চরের বালি।
বুক চাপড়িয়ে আছড়িয়ে পড়ে ঝড়ো বাতাস
বিদ্যুৎ-নখ ফাল ফাল করে কালো আকাশ।

সূর্য-মুকুট নামিয়ে বলেছে সোঁদর বন
"তুমি ছাড়া বল বেঁচে থাকা লাগে কী নির্জন
পীর গাজীদের গান থেকে এলে গজেন মালী
তোমার নামেই বন-বন্ধনে চেরাগ জ্বালি।"

চর থেকে মাথা তুলে বলে, "আমি কনক ধান
প্রাণের চেয়েও ভালবেসেছিলে, সে সম্মান
আমার হৃদয়ে স্বাদে ও গন্ধে, গজেন মালী
তোমার নামেই খেতে ও খামারে সোহাগ ঢালি।

জল নিয়ে ফেরা বৌ চমকায় বাঁকের কোণে
এখান থেকে সে শাঁখে ফুঁ দিয়েছে সংগোপনে
গজেন মালীর গলার শব্দে কেঁপেছে তারা
মার খেয়ে ঘুরে রুখে উঠেছিল বাঁচবে যারা।

আজ সন্ধ্যায় তারায় তাবায় একটা মুখ
খুঁজেছে সে শুধু, সবার জন্যে চেয়েছে সুখ
শিশুর জন্যে চেয়েছে রঙের যে চতুরালি
বার বার এক নাম মনে আসে গজেন মালী।

কাল রাতে

কাল রাতে তুমি যখন ঘুমিয়ে
আমি জেগেছিলাম।
দেখছিলাম একটি দেহপ্রতিমা
তারায় তারা ডোবা আকাশের পটভূমিকায়
হাওয়ায় গাছ দুলছিল নিবেদনের নিখুঁত মুদ্রায়
দূরের জংলী ঝর্না তখন মাদলে বোল্ তুলছিল
কাল আকাশের পাড় ভেঙে জ্যোৎস্নার ঢল নেমেছিল।

কাল তোমাকে দেখাচ্ছিল একটি সুশ্রী স্বপ্নের মতো।

যে-আমি জীবনের দোর-গোড়ায় থেঁৎলে যাই
তুবড়ে, বেঁকে, প্রবৃত্তির রাঙতায় মোড়া পুতুলের মতো
মুখ দিয়ে রক্ত তুলতে তুলতে তামার টুকরো আঁকড়াই

সে-আমি কাল অপরূপ ছায়ার নিচে অবিনশ্বর
প্রথম বর্ষা-ভেজা মাটির সৌরভে আচ্ছন্ন, মদির।

আমার অনুচ্চারিত বাসনা আমার রক্তের কল্লোল
বঙ্গসাগরের ধারে গর্জন শিশুর অরণ্যের ডাক।

যখনই আকাশ ফর্সা হবে, টিঁকে থাকবার তাড়না
গুহা থেকে লাফ দিয়ে আসবে ক্ষুধিত সিংহের মতো
ল্যাজের বাড়িতে খসিয়ে আনবে ধরবার গাছ পাথর
আমি যেন তাকে উপেক্ষা করে এগিয়ে যেতে পারবো
জংলী শিকারীর মত সূর্য-ঝলসানো টাঙি উঁচিয়ে।

আমাকে আগাগোড়া মুড়ে দিয়েছে একটা সুশ্রী স্বপ্ন
আমার চোখের দর্পণে প্রতিবিম্বিত পৃথিবীর রূপ
চারপাশে প্রথম বর্ষাভেজা মাটির কোমল সৌরভ
পৃথিবীর মুদিতপদ্ম চোখে নিষ্ঠার চুম্বন এঁকে
আমি সূর্যের মতো আকাশ মাড়িয়ে চলে যাবো।

একটি হত্যা

ও যেখানে পড়ে আছে রক্তপদ্ম ফুটেছে সেখানে।

জনহীন রাজপথ সংজ্ঞাহীন ট্রামের লাইন
এ পাশে নিষ্প্রাণ বাড়ি জড়সড় অন্ধকার মুখে
কয়েকটা পুলিসট্রাক, হেলমেট, রাইফেল, জীপ্,
একটা শেলের শব্দ, মাটি ফেটে ধোঁয়ার নাগিনী
পাক খেয়ে উঠে পড়ে, শূন্যে দোলে চক্রময় ফণা।

রক্তাক্ত সে শুয়ে আছে পৃথিবীর সান্ত্বনার কোলে।

ওখানে রয়েছে শুয়ে গুলিবিদ্ধ একটা মানুষ
বুকে তার রক্তপদ্ম মুখে তার চৈত্রের পলাশ
অঙ্গ জুড়ে শান্ত নদী যন্ত্রণার গোলাপ বাগানে
তাকে ঘিরে গাছ পাখি বসন্তের প্রকৃতি আকাশ।

একটা হত্যার রক্তে ভেসে গেল শহরের মুখ
চমকে নিভলো আলো। তারপর ঘন অন্ধকারে
তার খোলা চোখে এল আস্তে আস্তে ভোরের আকাশ
সেই চোখে চোখ রাখে এত সাধ্য ছিল না খুনীর।

ও যেখানে শুয়ে আছে সেখানেই জয়ের সম্মান
সেখানেই সূর্য ওঠে, সেখানেই জেগে থাকে ধান।

আমরা ছিলাম

যেখানে মোটা শিকড় শুঁড়ের মতো পাক খেয়ে
ঝর্নার দিকে নেমে এসেছে
জলার পাড়ে বুনো ঘাস যেখানে
পাখির ধোঁয়াটে পালকের মতো
পাতায় পাতাময় শাখা
শাখায় জড়াজড়ি করা অন্ধকার
আমরা সেই নিবিড় অরণ্যের ভেতর পাশাপাশি বসলাম।

লতার সার্সি থেকে দূরের পৃথিবী
একটা সবুজ উজ্জ্বল গ্রহ বলে মনে হচ্ছিল
বিকেলের নম্র আলোর ভেতর হরিণের মতো চতুর চঞ্চল ছায়া
আর ঘুঘুর ডানার মতো উপত্যকায় নেশার ঘুমের শান্তি।
বিস্মরণের আশ্চর্য মণ্ডলের ভেতর আমরা বসেছিলাম তখন।

মাঝে মাঝে অরণ্য ফুলে উঠছিল
পাতার ছাদ সরিয়ে কনকচাঁপা আলো
তোমার চুলের ওপর তোমার ঠোঁটের ওপর প্রজাপতি
প্রজাপতির দৌরাত্ম্যে সুন্দর বিরক্ত তুমি
প্রতিমার কল্কার মতো হেলে পড়লে
আমার কর্কশ হাতের পাতায় নিয়ে এলাম অন্ধকার।

শুধু সেই মুহূর্তে আমাদের অস্তিত্ব জ্বলছিল উগ্র শিখায়
তোমার কাঁপা কাঁপা ঠোঁট খুলে গেল পাপড়ির মতো
দুটো হাত ঝুরির মতো হাজার পাকে বাঁধল আমাকে
উৎপীড়িত দুটো মাছ পাতাল থেকে লাফিয়ে শূন্যে আটকে গেল
প্রাসাদের নকসা আঁকা দুই বিশাল স্তম্ভ নুয়ে এল
তোমার চুলের বিপুল অন্ধকারভারে আমি গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেলাম

একটা মুহূর্তে একটা যুগ
একটা যুগে একটা মুহূর্ত
অজেয় স্পর্ধার মতো কাঞ্চন করমের অন্ধকার উন্মাদ আন্দোলন
আগুনের গনগনে আঁচে পুড়ে আসা দিগন্তে
কঠিন উজ্জ্বল শিখা নিঃশেষ করে নেবে বলে পাকিয়ে উঠছিল
নিজেকে গলিয়ে পুড়িয়ে লুপ্ত করে দেবে বলে স্থির হয়ে ছিল
তখন স্বচ্ছ নম্র তীব্র আলোয় স্থান আর কাল ব্যাপ্ত।

একে একে আকাশময় চন্দ্রমল্লিকা
ঝর্নার চিকচিকে জলে ভাঙা ভাঙা জ্যোৎস্না
যেন খোলা দরজা দিয়ে দূর রহস্যপুরীর আভাস
ছায়া ছায়া আবছা আলো যেন পাতালের দল-বাঁধা পরী
বিস্ময়ের তীর থেকে দুজন দুজনের দিকে তাকিয়ে ছিলাম।

রূপকথার রাজ্য পায়ে পায়ে শেষ
পায়ে পায়ে শহরের আলো

শান দেওয়া বর্শার মতো চোখে বিঁধল
দূরের ওঠা পড়া আবছা আওয়াজ
যেন দূরান্তরের ক্ষুধিত সিংহের অস্পষ্ট অব্যর্থ গর্জন।

তুমি আঁৎকে উঠলে
তোমার হাত দুটো বন্দী করলাম আমি।

কী ঠাণ্ডা, কী অদ্ভুত ঠাণ্ডা
ঠাণ্ডা রূপো দিয়ে গড়া শীতল সুদূর চোখ
নিরেট পাথরে খোদাই করা কঠিন মুখ
ঠোঁট দুটো ঝকঝকে ছোরা।

একটা মুহূর্ত, একটা মুহূর্তে সব চুরমার খানখান
যে আগুন জ্বলছিল এখন তার ছাই পড়ে আছে শুধু।

আমার হাত ছাড়িয়ে তুমি উপত্যকার দিকে নেমে এলে
দুঃখের মতো অনিবার্য, ভয়ের মতো পাণ্ডুর, ইচ্ছার মতো বিবর্ণ।

আমার পিছনে হাওয়ার হাহাকার অরণ্যের মাতামাতি—
আমার পিছনে সেই রহস্যপুরীর বিরাট দরজা
শব্দ করে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, চিরকালের মতো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

২ প্রেম

আকাশ খসালো বজ্র
পুড়ে কাঠ হয়ে গেল বট
আলো তার ক্ষিপ্ত বাঘ
ডাক ছেড়ে তাড়া করে এল
প্রাণভয়ে পালালো আঁধার।

তখন তোমার দিকে চেয়ে থাকি আমি
পূর্বমুখী প্রাচীন মন্দির
শ্যাওলার শালিকের কারুকার্য গায়ে।

পাতাল ফাটিয়ে হল্‌কা
পুড়ন্ত শবের মুখ মাঠ
হা-অন্ন হা-অন্ন বলে হাওয়া ছোটে দেশান্তরী মানুষের মতো।

তখন তোমার চোখে গঙ্গার সান্ত্বনা
দান দিলে আষাঢ়ের স্বপ্নভার মেঘ।

দুঃখ গলা টিপে ধরে
ঠেলে আসে চোখ
গোঙানির সঙ্গে রক্ত কষ
তারপর সব চুপচাপ।

তখন কখন তুমি ভয়ংকর স্পর্ধার পাহাড়
অরণ্য জাগালে যেন বুক ভাঙা কোমল কথায়
খোলা-চুলে খেলে ঝড় দোল খায় হাজার নাগিনী
মণিবন্ধে বিদ্যুৎ-বলয়
পিঙ্গল আভাস চোখে
আমি সেই অরণ্যের মুহুর্মুহু ডাক
দূরতম সমুদ্রের দুর্দান্ত গর্জন
হাওয়ায় সজল গন্ধ আনি।

দীপ্ত খড়্গ হানে প্রেম ধ্বংসের শরীরে
শিশুদের করতালি শঙ্খের উচ্ছ্বাস ভাসে কানে।

দুই মুখ

সে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে
তুচ্ছতার কাছে বিলিয়ে দিয়েছে আমাকে
তার চোখের নির্বাক নিষেধে আমি বিদ্ধ
আমার অস্তিত্বের কাছে আমি বিদ্রূপ।

আমাদের মাঝখানে শীতল নীরবতা
কঠিন ব্যবধানের অদৃশ্য প্রাচীর
তার অস্তিত্ব আমার জীবনে একটা শুকনো গাছ
তার কঠিন কর্কশ ধাতব শিকড়ের চাড়ে
আমার পাঁজরগুলো ভেঙে আসছে
তার মৃত্যুকথা
বিষপাত্রের নীলাভ বুদ্‌বুদ
আমি আকণ্ঠ তৃষ্ণায় পান করেছি
বিলুপ্তির নেশায় পা দিয়েছি মৃত্যুর পাড়ায়।

আমার আর্তনাদ গান হয়ে উঠলো কেন?
যমপুরীর বন্ধ দরজা খুলে অবিশ্বাসী চোখের ঝিলিক
আলস্যের কোণে কোণে কৃতজ্ঞতার উদ্‌গ্রীব চলাফেরা
আমার শরীরের ওপর বসন্তের উৎসুক বাতাস।

মনের গভীরে চাই
সেখানে দুই মুখ
নিবেদনের অসহায় দীপ্ত ভঙ্গীর পাশে
প্রত্যাখ্যানের গর্বিত মুখরেখা।

আমি দেখলাম
দূর দীঘির ওপর দুটি পদ্ম
আমার সত্তার ওপর নুয়ে পড়েছে।

রাত্রি আর দিনের মতো যেন নিরবধিকাল
আমার জ্বালা আর সান্ত্বনার মতো একই ইচ্ছার প্রকাশ।

তাকে আমি গ্রহণ করেছি আমার সর্বস্বতায়
অনামিকায় ধারণ করেছি একটা প্রবাল
আমার জীবনে তার অস্তিত্ব রক্তের অন্ধকার ডাক।

শিশুর শিয়রে প্রার্থনা

তোমাকে কি করে রাখবো সভ্য ও সুকুমার
যুঁই ফুলের শুভ্র সকাল দিয়ে কি করে ঢাকবো কপাল
প্রেতদ্বীপের অশরীরী আত্মাকে হারিয়ে
কি করে ফেরাবো স্বাস্থ্যের উল্লাসে ?

দক্ষিণের রিক্ততায় একা ঝাউগাছ
উত্তরের বেত দেবদারুর নিথর বন
সাগরকন্যার গানে বাঙ্ময় পুবের নদী
পশ্চিমের আকাশের পাটরানী গরবিনী গোধূলি
তোমরা একে স্বপ্ন এনে দিও।

তোমার জন্যেই শান্তি
অগ্নি নাগিনী দুঃখের ছোবলে ছোবলে
ভস্মশেষ জীবনের দিগন্তের গায়
অমিত উজ্জীবনের সূর্যোদয়
তোমার জন্যেই
বসন্তের বিভোর গানে স্বপ্ন-স্বর সমুদ্রের উন্মনা আবেগ
তোমার যৌবন-তোমার বাসনা তোমার সার্থকতা

রৌদ্র জলে মুখর করবে পাহাড় প্রান্তর
পাহাড় প্রান্তর মুখরিত হবে ভালবাসার গম্ভীর মন্ত্রে

তোমার নির্দোষ নির্মল স্বপ্নের জন্যে
যমযন্ত্রণা কাঁধে করে অন্ধকার মাড়ানো
জীবনকে নতুন করে গড়ার সংগ্রাম।

খলকাবাদের বাংলোয়

নিজেকে নিয়ে একা ছিলাম আমি।

দুপুরে রোদের তাতে ঝিমিয়ে পড়েছে অরণ্য
ঘুমের ঘোরে আধ-ফোটা কথার মতো পাতার শব্দ
এলোমেলো মেঘগুলো অলস মন্থর নীল গাই
পাহাড়ের মাথার ওপর চরছে
বনমোরগের পালকের বিচিত্র রঙ লেগেছে জঙ্গলে
দূরের ঝোপঝাড় যেন কোন মেয়ের জটপাকানো এলো চুল
রোদের চিরুনি আটকে যে পিঠ ফিরিয়ে গান গাইছে
তার মুখ দেখতে পাচ্ছি না কিছুতেই।

বাংলোর বারান্দায় আমি একা।

আমার ভাবনাগুলো একঝাঁক পাখি
মৃগনাভির গন্ধের মতো আমার ইচ্ছা
আধখানা চাঁদের মতো শাণিত উজ্জ্বল আমার শরীর
এলিয়ে দিয়েছি বাংলোর বারান্দায়।

আমি যেন একরাশ ফুলের ভেতর মুখ ডুবিয়ে
আমার অস্তিত্বের তলায় ডুবে যাচ্ছি।

মেঘ করেছে কোথাও
কাপাসফুলের রঙে কোমল হয়ে এল বন
খরগোসের কানের মতো উৎকর্ণ পাতা
যে মেয়ে চুল এলিয়ে গান গাইছিল
সে যেন ভয় পেয়ে পালিয়ে গেছে।

সেখানে এখন অন্ধকার, গহন অন্ধকার
হাতীর মতো শুঁড় পাকিয়ে দাঁড়িয়ে
আর অনেক দূরে, হয়তো পাহাড়ের তলায়
আদিম অস্পষ্ট শব্দ মাঝে মাঝে উঠছে আর পড়ছে।

দৃশ্যের ওপার থেকে তুমি কি ডাকছ আমাকে?
তাই কি জাগল স্তব্ধতায় ঢেউ
তাই কি আমার মুখের প্রতিবিম্ব
আবার হাজারখানা হয়ে ছড়িয়ে পড়ল হাজার দিকে?

আমার স্তব্ধ রক্ত আবার পাক দিয়ে উঠল
ঘূর্ণির কঠিন টানে আমার শিরাগুলো
সেতারের তারের মতো ছিঁড়ে ছড়িয়ে গেল
হাজার বোলতার কামড়ের জ্বালা আমার শরীরে
আমার আঙুল কটা মুঠো হয়ে এল শক্ত থাবার মতো
নিশ্বাসের তাপ লেগে পাতাগুলো মরা পায়রার মতো পায়ের কাছে

তোমার অদৃশ্য ডাকে হু হু করে উঠল অচরিতার্থ ভালবাসা
তার কোটি শিখা কোটি সাপের মতো ফণা তুলে নাচছে
আর আমার ঠিক বুকের কাছে ছোবল মারছে, ছোবল মারছে।

ঠাণ্ডা বুনো হাওয়া
কালো হয়ে সংকুচিত সেই অরণ্য একটা মুঠোয় বন্দী
বজ্রের আঘাতে আকাশের নিরেট গম্বুজ হুড়মুড় করে ভেঙে গেল
আর এই বাংলোটা একটা পাতার মতো উড়ে গেল তার বাতাসে।

এই ভালো, এই ভালো, আমাকে আমার আগুনে পুড়তে দাও
নিশ্চিহ্ন হতে দাও সেই তরল সোনার মতো আগুনের গরলে
শাঁই শাঁই করে আসছে লাখ লাখ তীরের মতো বৃষ্টি
আমাকে বিদ্ধ করুক, আমাকে বিদ্ধ করুক।

তারপর আমার চিতার ওপর জল ঢেলে দিও।

আমার নির্জন ঘর

আমার নির্জন ঘর
এখানে অন্ধকারের কারুকার্য
এখানে আমি আদরের আঙুল রেখেছি
আমার অনুভব অলৌকিক ফলের মতো স্তব্ধতায় পরিণত হচ্ছে

মানুষ, তোমার বিবেকবান মুখের স্তব এই সমুদ্র
শব্দের সমস্ত আয়োজন আর আকাশের কনক-কিন্নরী
একটি মৃত্যু বলয় রচনার কাজে আমাকে ডেকেছিল।
আশ্চর্য, বিজ্ঞানীর অব্যর্থ নখ পৃথিবীর অস্ত্র টেনে এনে
পৃথিবী সাজাল। পৃথিবী তাকেই বরমাল্য দিল।

হৃদয় আমার ভরে গেছে দারিদ্র্যে
জানি না, কোন নাম উচ্চারিত হবার আগে বৃষ্টি হবে কিনা

মানবীর মতো শান্ত জলধারা যদি আবার উজ্জীবিত করে
আমাদের সেই সব হৃত নক্ষত্র, সুন্দর বর্বরতা, আর মৌমাছি
তবে প্রজ্ঞায় কামনায় চিহ্নিত বয়ান বিদ্রোহের মতো পবিত্র হবে

সেই ঘ্রাণ আমাকে আচ্ছাদিত করুক যা স্পর্ধার ধাত্রী
আর রূপসীর প্রেমের মতো বিহ্বল শঙ্কা থাক জটিল সন্ধানে
যেন বিশাল ঋতুচক্র আমাদের ললাটে হয় অনিন্দ্য গোলাপ
সিক্ত চোখের পাতার নির্জনতা পায় ঘর,—এই নির্জন ঘর।

আমি জলস্তম্ভে আমার হৃদয় তুলে দিলাম
বিষণ্ণতা, তুমি সময়ের মতো প্রবহমান নও
এবং বৃক্ষ—অগ্নি থেকে ফল যার অভিজ্ঞতা
আমাকে আবৃত করো পরাগের উজ্জ্বল হলুদে।

অরণ্যের অন্ধকারে

তখন অরণ্যে অন্ধকার।

পৃথিবীকে মনে হল উদ্ধতযৌবনা রূপসী
আর পাহাড়—কৃষ্ণকায় প্রকাণ্ড পুরুষ।

চারপাশ থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল অন্ধকার
আকাশ ডুবিয়ে নক্ষত্র ভাসিয়ে পাতা ভিজিয়ে
গর্ভের মতো মৃত্যুর মতো অন্ধকার জড়িয়ে ধরেছে আমাকে

যারা আমায় হৃত বলে মেনে নিয়েছিল এতদিন
আমি আবার তাদের ভিতর ফিরে এসেছি বলে

অরণ্যের মৃত আনন্দ সব সাধ-আহ্লাদ নিয়ে জেগেছে আবার
যে ভাষার উচ্চারণ ভুলে গিয়েছিলাম এতদিন
আমার কানে কানে সেই ভাষার রহস্যময় মন্ত্রস্বর
আজ আমি অন্ধকারের আনন্দে অভিষিক্ত।

জোনাকির মতো ডালে ডালে ঘুরে ঘুরে বলি : কেমন, ভাল তো ?
আর শাল করম পাতার দরজা খুলে একটু থমকায়
তারপর বুকে জড়িয়ে ধরে বলে :
ফিরে এলি ? ফিরে এলি !
এবার তবে মিশিয়ে দে
মিলিয়ে দে এবার
এই সর্বস্ব লুপ্তির অন্ধকারে
পূর্ণতাহীন প্রেমের স্বপ্ন
আর সমতাহীন বাঁচার ব্যথা ডুবিয়ে দে
শূন্যবাক মায়াবিনী মাটির গভীরে
পাথর আগুন জল ঠেলে ঠেলে আয়
আমাদের শিকড়ের শান্তির জগতে।

আমি সেই অন্ধকার থেকে বলি :
আর সূর্য যদি না ওঠে কোনদিন
আর যদি শুকনো রক্তের গন্ধ শুঁকে শুঁকে
বধ্যভূমিতে যেতে হয় না কোনদিন
কোনদিন আর—

আমি এই অরণ্যের অন্ধকার উল্লাস হয়ে যাবো।

ছায়াসঙ্গ

আমি তাকে চিনতেও পারিনে
অথচ চেনার প্রাণান্তিক দায়, যেন
অরণ্য-শিখার আকাশ ছোঁয়ার স্পর্ধা
তাকে খুঁজতে রোদে জলে সময়ের চাবুকে চাবুকে
ছিঁড়ে যাওয়া, তাকে খোঁজা
তিলে তিলে মৃত্যুকেই তিলোত্তমা করা—
তবু খুঁজতে হবে।

অন্ধকার হয়ে এলে গাছের গুঁড়িতে পিঠ দিয়ে
শূন্যতার কালো জলে পা ডুবিয়ে বসে থেকে থেকে
কেঁদে উঠি : এই করে দিন কেটে যাবে?

অন্ধকার ঠাসা এই সময়ের দুস্তর পরিধি
আকাশ মায়ের মতো পৃথিবীর মাথা কোলে নিয়ে
বসে বসে ঢুলছে একলা
মন ও মনীষা দূরে পড়ে আছে অশ্বত্থের ছায়া মুড়ি দিয়ে
পোকামাকড়েরও নিপুণ সংসারে সন্ধানের ক্ষণিক বিরতি
পাতা ঝরে টুপটাপ মাথায় ওপর, মাথার ওপর
উড়ে বসে কোমল শিশির—
দূর শূন্য মাঠে স্তব্ধ মৃত্যু, তার মৃত্যুময় রূপ
নক্ষত্রের চেয়েও উজ্জ্বল, শীতল সে নক্ষত্রের চেয়ে।

ওরা কী সম্পূর্ণ তাই এমন নিশ্চিত।

হঠাৎ পাখির ডাকে চমকে উঠি
আমারই সামনে কেউ, অবিকল আমার মতন
শূন্যতায় ডুবতে এসে বুঝি
শূন্যতার স্থির জলে পা ডুবিয়ে স্থিরতর সে-ও।

টন্‌টন্‌ করে ওঠে বুকের ভেতর
যেন মাটি ঠেলে
এখুনি জাগবে নদী
জীবনে প্রথম সেই স্তব্ধ শুদ্ধ মমতার স্রোত
তার ঘাড়ে হাত দিয়ে ডাকি
বলি : বন্ধু, যাকে খোঁজো—

: সে তো তুমি—সেই ছায়া উঠলো লাফিয়ে
বল্লে নদীর কণ্ঠে : তুমি একমাত্র তুমি।

সে ছায়া আমার কিম্বা আমি সেই ছায়া
বসে দেখি।

জ্বলন্ত শূন্যের মধ্যে

জ্বলন্ত শূন্যের মধ্যে
রূপসী পৃথিবী
ঘোরে
ঘুরে ঘুরে যায়।

ঘুরে ঘুরে জ্বলন্ত শূন্যতা যায়
মৌনের মন্দিরে
তপস্বিনী
সূর্যের সমীপে।
সূর্যের সমীপে যায়
রূপসী শূন্যতা।

আমরাও যাই
আমাদের কাছে একা
অলৌকিক নগরের পাশ দিয়ে
যাই
আমাদের মুখের আলোয়
শূন্যের ভিতরে।
ভিতরে হারিয়ে গেলে
ঘোরে
আলো, আনন্দিত জল, বীজের নিঃশব্দ।

অন্যদেশ

কেন কষ্ট পাও তুমি, কেন ঢেকে রাখো আপনাকে
ইচ্ছার মৃত্যুকে দেখে, মৃত্যু হয়ে ইচ্ছাকে ভুলেছো
বেড়া ভেঙে নিয়ে যাবো অন্য দেশে তোমাকে, বুঝেছো?
রাত্রির বৃষ্টির মতো স্বর তার বাঁধে শতপাকে।

সে যেন বনের মধ্যে নদীর গভীর কালো জল
হরিণের সান্ত্বনার, মেঘম্লান চোখের কিনারে
অপরাহ্ণ, শ্যাওলার শান্তি অঙ্গে, তুলনাহীনারে
বলি : আজ আর কারো নেই প্রতিভা নির্মল।

নিয়ে যেতে পাবে তুমি অন্যদেশে, জীবনে যেখানে
রক্তের কল্লোল শুদ্ধ, শূন্যতার রিরংসার হাঁক
বিরোধের সংঘর্ষের ডাক নেই; নেই ক্লান্তি, পাঁক;
নরনারী ছাড়া কোন নাম নেই।—আমি কি সেখানে

যুক্ত হলে, আকাশ মাটির রুক্ষ সৎ আত্মীয়তা
উজ্জ্বল বর্বর করে জন্ম দিলে শক্তি প্রেমে ঘেরা
শেষ হবে পৃথিবীতে অচেনার মতো চলাফেরা
সুস্থির বিশ্বাসে পাবো জীবনের ন্যায্য স্বকীয়তা ?

তাকে তো করেনি স্পর্শ শতাব্দীর রক্তহীন রোগ
অবিচল প্রতিশ্রুতি মুখে নিয়ে শান্ত সুষমার
সে মানবী অন্ধকার জাদুমন্ত্র ক'রে আবিষ্কার
অবচেতনের মতো অনিবার্য, মগ্ন ও অমোঘ।

ভালবেসো আরও কিছুক্ষণ

ভালবেসো আরও কিছুক্ষণ ; আরো কিছুক্ষণ থাক
অভাবিত চাঁদের পাহাড়, হ্রদ, শান্ত তীব্রতায়
কুঁড়ির নির্দোষ মুখ আলোড়িত আনন্দে জন্মাক
হৃতকে পাবার জন্যে, সঞ্চারিত হবার ইচ্ছায়।

হে প্রবাহ, বর্ণমালা, হে আমার তৃষিত অন্বয়
নেভাও অদৃশ্য শিখা, গুহা চোখে বিষাক্ত অসুখ
হৃদয়ে মৃত্যুর মুখ যত্নে আঁকে নিষাদ সময়
শিশির মুছিয়ে দাও নিঃসঙ্গ পশুর নষ্টমুখ।

ভরাও মাংসের ক্ষেত শ্বেতপদ্ম বিনীত আভায়
নির্মল কল্লোল তুলে ফেনার নীলাভ জাদু স্বর
অন্তরঙ্গ হয়ে গেলে শিকড়ের শান্ত জটলায়
আমি হবো দ্রোণফুল আলোকিত তোমার ভিতর।

একদিকে বন্য মেঘ অন্যদিকে হ্রদ, চন্দ্রালোক
পচা কাঠে হিমগন্ধ ; তার পাশে ক্রীতদাস, কবি
নিজেকে জ্বালিয়ে বলি : তোমার ইচ্ছার জয় হোক
ভালবেসো যত দিন আমাদের জীবন জাহ্নবী।

অন্ধকার জাদুকরী

তোমার দেহের দোরে মৃত্যু হোক, মুক্তি হোক, নারী
আমাকে বিচূর্ণ করে লুপ্ত করো তোমার সত্তায়
বশীভূত উপাদানে, যেন দিব্য আমার প্রভায়
ঋষিকণ্ঠে বলতে পারি : আমি শুধু তোমারি, তোমারি।

মাতাও, মাতাও তুমি উন্মাদক নাভিকুণ্ডলের
রোমাঞ্চ কস্তুরী গন্ধে, দাঁতে কাটো বিদ্যুতের হার
উন্মুখ জিভের ডগা গোলাপের মতো সুষমার—
মুখের হীরক দীপ্তি রহস্যের দূর মণ্ডলের।

রক্তের আদিম স্পর্ধা ফুঁসে ওঠে মৃদু হাসো যদি
ফোটায় পদ্মের কুঁড়ি করপুটে বৈশাখী নিঃশ্বাস
রঙের ঘূর্ণির মুখে নির্যাসের নীরব উচ্ছ্বাস
পায়ে মাথা কুটে হয় নিরবধি সময়ের নদী।

বিচ্ছিন্ন হিমার্ত আমি, যন্ত্রণায় তোমার আরতি—
গর্তের মতন স্থির, হিংস্র যেন বর্ষার তরাই—
তোমার পাথুরে প্রায় মুখ রেখে আমি মরে যাই
অন্ধকার জাদুকরী, তুমি হও আমার নিয়তি।

যখন তোমার মুখ

বিকেলে তোমার মুখ হয়ে গেল পশ্চিম আকাশ। আমি মর্মরিত দেবদারু।
সন্ধ্যাকে সাজাতে তুলে দিলাম সব আভরণ। নিজের জন্যে কিছুই রাখিনি
আর। আমার নিঃস্বতা তোমার পায়ের নিচে গোধূলির স্বর্ণরেখা নদী।

হে বাতাস, হে অন্ধকার, পৃথিবীর পরিণতি, শব্দের হীরক আধারে হাসির
ওপছানো নিঃশব্দ অস্তিমের দিকে প্রবাহিত। আমি তাকে ধরতেও অক্ষম।
হে শিথিল গ্রন্থি সময়, হলুদ ধুলোর রেণু বিছানো সবুজে। শিরার
জটিল বাগানে রক্তের প্রথম আদেশ সঞ্চারিত শস্যের ভিতরে। আমি
যা গড়ি তা এক নিভৃতের পান্নার কোরক

যখন তোমার মুখ বিভূষিত পশ্চিম আকাশ।

দূরতম স্বপ্নের সীমান্তে উদ্ভাসিত হাতের আভাস ঢেউ-এর চূড়ায় যেন ঝলসানো
শাঁখ। চেতনার বাইরের বিপুল কল্লোলে আমি উচ্চারিত তোমার বন্দনা।

হে আদি তমস্বিনী মাতা, জল, এই অস্থির নিভন্ত গ্রহে মৃত্যুর বিষাদ
নুনে ও গোলাপে মিশে আছে। আমি কাঁদি জংলা ঘাসের ঝোপে,
ওই ভাঙা মূর্তির কিনারে—যে কান্না সমভূমিতে ঋতু বদলের পথ করে দেয়।
আমার শৈশব, শ্যাওলা, গন্ধের অপরিমেয়তা, নির্দোষ উপকূলে অকর্ষিত
মাঠের সঙ্গে খেলা করছে। পান্নাপ্রভ মহাকাশে তোমার চোখের মণির
মতো দ্যুতিময় তারা আমাকে চিরকাল আবৃত করুক। আমার নীরবতা
তোমার পায়ের নিচে স্বর্ণরেখা নদী

যখন তোমার মুখ উচ্ছ্বসিত পশ্চিম আকাশ।

সংকীর্ণ যোজক

হিমসিক্ত পাখি এলো, বরণের আকাশ গভীর
ক্লান্তির বিচিত্র বনে। কামনায় নিহিত থাকে কি
চিতার চন্দন গন্ধ, দিব্য দুঃখ সহজ ছবির
পাঁপড়ির সিঁড়ি বেয়ে কোন নীলে পৌঁছাবে, জোনাকি ?

বিনীত বিষাক্ত ফুল পেয়ে খর অন্ধকার ঘ্রাণ
মৃত্যু-আলোকিত মুখে নিজেকে নৈবেদ্য করে স্থির
বিফল ছায়ার রাজ্যে সেও হয় মুহূর্তে অম্লান
রক্তের অব্যর্থ ভাষা নিবিড়তা পায় স্নিগ্ধ তীর।

কি ইচ্ছা আমার বুকে মাঝরাতে নিষ্ঠুব সমুদ্র ?
পাঁজর উপড়ে ভেঙে পরলোকহীন আর্তনাদ
জলস্তম্ভ হয়ে চূর্ণ, নীল বেণু উড়ন্ত, কী ক্ষুদ্র
পাথায় দিগন্ত মাখে, মুখে বাখে বালির আস্বাদ।

কোথায় উত্তীর্ণ হলে প্রতিভাত নির্মল নির্দেশ
নৈশস্বরে দাহমুক্ত দীপ্তি প্রেম সর্বস্বতা তুমি
গঠিত-আনন্দ আয়ু পবে গাছ গাছালির বেশ
নির্ণীত সংকল্পে নম্র হৃদয়ের স্বাভাবিক ভূমি।

আমার বিরুদ্ধে আমি। হব নাকি সম্পূর্ণ, আচ্ছন্ন
সবুজ আঁধারে গুপ্ত ভিজে তপ্ত গুঞ্জিত মৌচাক
বিস্ময়ের মানচিত্র, দিনান্তের মুখশ্রী, অনন্য
প্রতিধ্বনি যথাযথ যদি দাও অপরূপ ডাক।

যোজক সংকীর্ণ, জানি পাশাপাশি যাবে না দুজন
তুমি তো নিঃসঙ্গ স্তোত্র নক্ষত্রের ছায়ার সরণি
বিপরীত অর্ধ আমি সেই দিকে, স্বগত ভুবন
পাবো ভস্ম শান্ত হলে—হলে জল, দূর ঘণ্টাধ্বনি।

মনে আছে ?

কলকাতার কঠিন পথে সেদিন
দোলনচাঁপার ঝোপ পেরিয়ে
বকুলতলা হাসিতে আকুল করে দিলে
আমাদের মাথায় বকুলের বৃষ্টি
অঝোর অজস্র তারার বন্যা
বন্যায় কি সুন্দর হারিয়ে গেলাম, মনে আছে ?

কঠিন কাঁকর থেকে তারা খুঁটে নেবো বলে
নত, নত হয়ে অভিভূত বোধ
দুরন্ত ইচ্ছায় টালমাটাল
আমার শরীর তারার নির্জন আলোয় ধুয়ে
আকাশের খর নীলিমায় দীপ্তি পাবো বলে
আনত, আনত সেই নক্ষত্রের দিকে, মনে আছে ?

দিনের জ্বলন্ত আলোয় সব তারা মৃত, মৃত জেনে
আমার হাতের তালুতে একটি অক্ষয় আভা স্থির হবে ভেবে
সূর্যের দিকে পিঠ ফিরিয়ে সেদিন, সেদিন
আমার পরিধি পাতালের শীতল অন্ধকারে আলোকিত করে
ধুলিধুসর, ধুলিধুসর কলকাতার কঠিন কাঁকরে—
রাশি রাশি মুখহীন চোখের ভিতর থেকে আমি
দুটি চোখ তুলে তোমাকে দিলাম, মনে আছে ?

চলে গেলে, তুমি চলে গেলে দ্রুতলয়ে
কলকাতার কঠিন কাঁকর বাজিয়ে
তোমার হাতের তালুতে দুটি চোখ—
দুটি চোখ কখন যে দুই ফোঁটা অশ্রু হয়ে গেল, মনে আছে ?

অন্তরালে আত্মার প্রতিমা

সময় প্রখর হলে কথা বলে সমুদ্রের শাখ
বাহুর অস্ফুট চাপে রূপকথা হয় দুটি চোখ
পায়ে বীজাকাঙ্ক্ষী মাঠ, গায়ে মেঘ জোনাকি-জড়োয়া।

দুনের আভার নিচে যে দেবতা ফেনায় মলিন
চকিতে সে জলে ওঠে, মুহূর্তকে চিরকাল ক'রে
বাড়ায় ভিক্ষুক ওষ্ঠ। অপরূপ আত্মার প্রতিমা
নামাও নিকষ-ঝুরি জলমগ্ন পিছল সোপানে।

সময় প্রখর হলে পৃথিবী ও লাক্ষা রমণীর
ট্রেন যায় উপকূলে, ট্রেনে যায় গ্রহে গন্ধে স্রোতে
চিতার কনক মৌনে; ট্রেন যায় পুষ্পিত পাতালে
যায় দ্রুত চিত্ররাজি, অন্তরালে আত্মার প্রতিমা।

হে অপ্রতিরোধ্য আমি সাগরে পীত পিপাসায়
পুষ্ট। জানি সে-ই কবি যে চাণ্ডাল মহাশ্মশানের
নির্মোহ নিজের কেন্দ্রে প্রলয় নাচের সমে যার
হাতের সলীল তাল। অস্তিত্বের কুটজ কুসুম
মাধুর্য কোরকে ধরে প্রেম, দাহ, অম্লান ফসল
মুখের কলঙ্ক চিহ্ন মুছে নেয় শিখার বল্লরী।

বিচূর্ণ নিসর্গে আজ অপরূপ আত্মার প্রতিমা
অব্যয় স্তবকগুলি রূপময় নয়নে সাজাও
অশ্রুর রূপালী রাতে যমুনার চেতনার জলে
সত্ত হোক মুখশোভা, পদযুগ ভোরের পল্লব
যা সঙ্গতি দিতে পারে অসঙ্গত বাঁচার প্রয়াসে।

সূর্য, তাকে ঢেকে রাখো— সে আমার আত্মার প্রতিমা।

স্বগতোক্তি

তাঁবু ফেলার মতো অবশিষ্ট তৃণভূমিও নেই
এবং শরীরকে লঘু করার মতো একবিন্দু জল।
এখন বেলে পাহাড় মরুভূমির ধূসরতায় জ্বলন্ত
প্রিয় ও অস্পষ্ট কথা মৌসমী ঝড়ে উড়ে গেছে
একটু পরে হয়তো গ্রহ ভস্ম হয়ে ছড়িয়ে যাবে
মাথার ওপর হাওয়া জল্লাদের মতো হাঁকছে।

আমার ভয় কিংবা আনন্দ নেই কোন
চড়া স্বরে গলা সেধে সমাপ্তির দিকে চলেছি
নিজের হাঁটু ছাড়া আর ভরসা করবো কিসে?
ঘাড়ে গর্দানে দাগগুলো ধুলোয় মসৃণ
এখনও বাঁচিয়ে রেখেছে মাটির প্রবহমানতা
আর আমার দেহের ছায়ার দীর্ঘ নির্জন বিস্ময়।

অসমর্থ বলে ক্ষমা চাইবো না, পিতৃপুরুষ
বরং শিক্ষিত করো বিপুল নিঃস্বতায়
যেন শেষ অঙ্কের নিবিড় স্বগতোক্তি
রাত্রির মতো মিশে থাকে আদি মাতার চরণে।

বৃহস্পতিবার বিকেলে

বৃহস্পতিবার বিকেলে
বৃহস্পতিবার বিকেলে অকস্মাৎ গাছের ফাঁক দিয়ে
একগুচ্ছ বৃষ্টি পড়তেই
সেই পাখি

সচ্ছল সবুজ পার হয়ে, কর্কশ বাদামী মুখ-রেখার
ওপারে, অন্ধকারে, সময়হীনতায়, গ্রহনক্ষত্রলোকের
দুর্বোধ্য স্তবকের দিকে, আরও প্রোজ্জ্বল, ভাস্বর, নামহীন
আশ্রয়স্থলের দিকে উড়ে গেল
বৃহস্পতিবার বিকেলে
প্রয়োজনের সাবেকী দেওয়ালে, চিত্রে, কর্মে, বাঁচায়
সেই পাখি
শতাব্দীর পর শতাব্দীর উদ্ঘাটনে মন্ত্রদীপ্ত
সেই পাখি
ভয়ে, বিনাশে, অবিনাশী সত্তায় আচ্ছাদিত বহ্নি
সেই পাখি
বৃহস্পতিবার বিকেলে
অকুণ্ঠিত নিষ্ঠুরতায় উপত্যকা ছাড়িয়ে
সেই পাখি
পার হয়ে উপত্যকা, মৃত্যুমঞ্চ,
পরিণত ফলের মতো নিটোল গাঢ়
পোড়া সোনার মতো নিখাদ, আলোর মতো নিরাকার—
এক সবল অনুভবের টান পালকে পালকে
জড়িয়ে যেতেই
সেই পাখি
একগুচ্ছ বৃষ্টির আর্ত উত্তাপে
সেই পাখি
আবহমানের দিকে উড়ে গেল বৃহস্পতিবার বিকেলে।

আর, সময়ের বিষণ্ণ উত্থান
এই পৃথিবী
বৃহস্পতিবার বিকেলে স্থবির, বৃদ্ধ, অন্ধ, হিমার্ত, নষ্ট
কূট, সঙ্গীত—
এই পৃথিবী
ভাসমান ছায়ার দিকে হাত বাড়িয়ে, ছুটে, কক্ষে,

কক্ষান্তরে, চ্যুত
এই পৃথিবী
অকস্মাৎ ঝরে গেল
বৃহস্পতিবার বিকেলে।

খুঁজি না কম্পিত উৎস

সর্বাঙ্গে মাঘের রাত্রি কণ্ঠে মজানদী কাঁটাবন
শানিত নক্ষত্র সে তো দানাবাঁধা শীতল সময়
অশ্রুর নির্জন হীরা যন্ত্রণার স্তব ; উচ্চারণ
কয়েকটি পাখির সঙ্গে আমি চিত্রে নিবিড় তন্ময়।

খুঁজি না কম্পিত উৎস, মোহনার শেষ পরিণতি
হিমে তাপে অলঙ্কৃত প্রতিবিম্ব যেন নীলিমায়
আহত দর্পিত কর্ণ দুঃখে যার শেল তীব্র স্থিতি
মাতায় শূন্যের মৌন আপনার শুভ্র নগ্নতায়।

স্বীকার করেছি ঋণ ; কানে বাজে জলের খঞ্জনী
পুষ্পের উদ্ধত কুঁড়ি করোটি ফাটিয়ে উঠে স্থির
পেতেছে বিমুখ বিশ্বে কোরকের নীলকান্ত মণি
ছেঁড়ে যদি ছিঁড়ে যাক ঝড়ে তার সুষমা, শরীর।

চাই না আশ্রয় কোন। আমি ছায়া আমার অশ্রুর
জ্যোৎস্নায় ধ্বংসাবশেষে নটী তুই ছায়াচ্ছন্ন স্বর—
যখন ফোটাবি অঙ্গে কিন্নরীর নির্বাপিত সুর
ওষ্ঠে মৃত্যু নিয়ে হবো রূপমুগ্ধ তৃষ্ণার সম্বর।

আশা কিংবা নিরাশার ক্ষোভ নেই ; অস্তিত্ব আমার
ঋজু বৃক্ষ উঠে গেছে প্রার্থনার মতো অবারিত
সংকেতে নক্ষত্রে মগ্ন নৈশাকাশ করে একাকার
ক্রূর তিক্ত পৃথিবীর নির্লিপ্তির প্রতি উন্মোচিত।

স্তবকের নিচে

স্তবকের পুষ্পিত নিচেই
সাপ

আমি দূর থেকে টের পেয়েছিলাম বলেই
ও-পথে যাইনি
যদিও পুষ্পিত স্তবক
আমাকে টেনেছে।

বর্ষায় সবুজ সমুদ্র
ওই আলের ঘাসের ওপর
পায়ের ছাপ ফেলে ফেলে
আমি কখনো যাইনি।
ওরা বলতো, আমার রক্তের
কচি গন্ধে, সেই সাপ
সেই কেউটে ; গিদে ফেলে
আমার দিকে তেড়ে আসবে
আমি তাই পাততাড়ি নিয়ে ধানক্ষেতের কাছে
হাপুস নয়নে কাঁদতাম।

অন্ধকারে আকাশ গলে গলে পড়লে
আকাশ ঝরে পড়লে, বাতাস হলে
মা-মরা ছেলের মতো বাউণ্ডুলে
কেয়াঝোপের অবিরল টুপটাপ
আমি শুয়ে শুয়ে শুনতাম।

কারণ, ওই ঝোপের নিচে
ওই গন্ধের নিচে
ওই অবিরল অন্ধকারের নিচে
সাপ।

আমি ভয়ে কাঠ হয়ে কেয়াঝোপে
জোনাকির দিকে, মণির দিকে, তাকাতাম।
আমি ওদিকে যাইনি ; তবু
আজ সাপের নিঃশ্বাসে জ'রে গেলাম।

রঙ্গমঞ্চে

চাই না নিষ্ফল সজ্জা
নীহারিকা বলয়িত আমি
রঙ্গমঞ্চে স্থির
করপুটে ধুলো, অভিজ্ঞান
জীবনের গ্লানি ও গৌরব।

বিয়োগান্ত নাটকের দৃশ্য শেষ হলো
ফিরে গেছে বিমূঢ় দর্শক
সামনে আকীর্ণ শূন্য
সাজঘরে ক্লান্ত কুশীলব।

থামাও বেহালা
মুখ থেকে সরাও আলোক
রাখালের শিঙা, স্মৃতি,
পাহাড়ে অরণ্যে ঘুরে ঝরে যাবে শেষে।

যা আমি এবার তাই হতে চাই
পরিপূর্ণ ফল, পাখি, জল
এবং সৌরভ, ক্ষমা, শুশ্রূষু আঁধারে।

নিসর্গ রক্তের নিচে
প্রেমিকার শরীরের মতো
বিকশিত অপরিমেয়তা
প্রোথিত প্রাচীন স্থির বৃক্ষ হব আমি
চেতনার পারে, ঐক্যে, মৃদু ও দুর্জ্ঞেয় আলোড়নে
নির্জনে পুষ্পিত হবো ঈশ্বরের মুখের মতন।

বাতাস বাঁক নিচ্ছে

বাতাস বাঁক নিচ্ছে আমার হৃদয়ে
সমস্ত অরণ্য উথলে উঠছে বিরাট স্তোত্রে
অবারিত উচ্চারণে আমি দৃশ্য ও অদৃশ্যের সেতুপথ।

আমার কপাল থেকে মহিমার রেখাগুলি
একে একে মুছে যাচ্ছিল
চিতাবাঘিনীর মতো নদীটা জ্যোৎস্নার জঙ্গলে
মোহিনী কণ্ঠে কতবার ডেকেছে পাতালে বাসরে
আমি যাবো যাবো করেও যাইনি।

আশ্চর্য, প্রত্যেক শতক বিনষ্ট গম্বুজের পাশে
রক্তে ও হ্রেষায় কুরুক্ষেত্র আবিষ্কার করে।
আর, আমাদের অংশ নিতে হয়
মৃত্যুর ওপারের সোপানশ্রেণী অধিকার করার জন্যে
অন্তর্বাহ মগ্নস্বরে বিদ্ধ করতে হয় লক্ষের মণি
যেন দহনের তীব্রতায় কথাগুলি কাকলি হয়ে যায়।

আমরা অসম্পূর্ণ বলে সাজগোজ করেছে পৃথিবী
রূপকথার রাজকন্যাদের চেয়েও অব্যর্থ সেই রূপ
আর আমরা পেতে দিয়েছি হৃদয়ের সমস্ত পরিধি
তার ভাঁজে ভাঁজে জমেছে শিশির, আলোর গুড়ো কাঁচপোকা
গোঙানো বিষাদ পোয়াতির মতো নমনীয়
লাগসই সুরের আঘাতে এখুনি যে কুসুমিত হবে।

লতাগুল্মের বিভূতিমণ্ডিত দূত আসছে এবার
ফুটন্ত ভাতের গন্ধের মতো অনাবিল উল্লাসে
হৃদয়, সব কবাট খুলে দাও!

বাতাস বাঁক নিক আবার
আসুক অন্য মহাদেশের তুমুল সমারোহের সংবাদ।

এত অন্ধকারে

এর চেয়ে গাঢ় ও ক্রূর অন্ধকারের ঝড় কখনো দেখিনি
এইমাত্র ধনকুবের তার রক্ষিতাকে নিয়ে শবের পাশ কাটিয়ে
সিংহাসনের দিকে এগিয়ে গেল।
তার মাথায় ছাতা ধরে মন্ত্র পাঠ করল অনেক পণ্ডিত।
তাদের মুখ নরকের প্রহরীর মতো।
আর কত পিশাচ হতে পারে অন্ধকার!

আকাশের দিকে চাও, স্বাতী রোহিণী অরুন্ধতী শানিত উজ্জ্বল।
এক উন্মাদ শিল্পী এসে বললে, লগ্ন এলো। এইবার এই নিকষ
পাথরে তোমার ধ্যানের প্রতিমা কুঁদে রাখ।
আমি তার চোখের দিকে তাকালাম।
মানুষের প্রতিভার স্পর্ধা বিদ্যুৎকেও অন্ধ করে দেয়।

তৃষ্ণার আহ্বান জানালো কে এই অন্ধকারে?
আমার পবিত্র স্মৃতিমুখে কোন প্রতিবিম্ব নেই।
অথচ আমরা জেনেছি ফসলের স্রষ্টা, দেবতা, প্রসন্ন হবে আমাদের
বিবেক-বিনীত শ্রমে ও স্বপ্নে।
জীবনকে যারা ভয় পায় তারা কবিতার বেদীর কাছে কেন আসে?

আমরা কি বহন করিনি উত্তাপ ও অঙ্গার? আর অঙ্কুরের
উচ্চারণ মর্মরিত হয়নি আমাদের রক্তে?
দিগন্তের দিকে মাথা তুলে রাখ।
অন্ধকার যত পিশাচ মানুষের মুখের মহিমা ততই দুর্নিবার।

অন্ধকার যত পিশাচ— আমাদের চোখ ততই নিষ্কলঙ্ক আকাশ।

মিউজিয়মের মূর্তি

যারা এসেছিল
তারা সবাই হার মেনে চলে গেছে।
যাই-যাই করেও আমি যেতে পারিনি
মিউজিয়মে বসে মূর্তিগুলো জোড়া লাগাবার চেষ্টা করছিলাম
পরাজয়ের রঙ চিরকাল কদর্য বিবর্ণ।

রাত দুটো নাগাদ পাখি ডাকলো
আমার কপালে থাক থাক রেখা যেন হাল দেওয়া মাঠ
আমার জিভে তখন মৃত নদীর স্বাদ, তখন বালি কাঁকরের গন্ধ
হাতে প্রতিধ্বনিহীন স্তব্ধতা নিষাদের কাঁধে ঝোলান হরিণ
নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল বলে আমি সিঁড়িতে দাঁড়ালাম
আমার অশ্রুর ফোঁটায় অনেক কালের নক্ষত্র মুখ দেখছিল।

আলো জ্বালতে পারিনি, কারণ আমার বার বার মনে হচ্ছিল
আলোর বর্শা নিপুণ নিষ্ঠুরতায় আমার চোখের মণি তুলে নেবে
সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে মনে হল আকাশ মাটি আর জল সব দাগ
ঢেকে দিতে পারে।

আর তখুনি দেখলাম সেই ভাঙা মূর্তিগুলো মুদ্রায় উদ্ভাসিত
শূন্যের বিপুল স্তবকে হাত রেখে দিব্য আলাপে মগ্ন

আমি চূর্ণ হয়েছিলাম, চূর্ণ হতে হতে রেণু হতে হতে
আর্তনাদ করেছিলাম
আমার হাতের সেই স্তব্ধতা তখন খানখান হয়ে গেল
বিশ্বাস করো, সোপানের ওপর কাঁটা ঝোপের কণ্ঠের আবর্তে
নির্ভরযোগ্য বাতাস আমার কাঁধে থাপ্পড় মেরে বলে উঠলো
নদীতেও মাঝে মাঝে এমন ঘূর্ণি ওঠে, সময়ের ঘূর্ণি
এই সময়ে তোর যা সবচেয়ে প্রিয়, সবচেয়ে এক
তাকে হাতে নিয়ে দাঁড়াতে হয় কেন্দ্রের মাঝখানে—

আমি বুকে হাত দিলাম
আমার হৃদয় খাঁচার পাখির মতো ছটফট করছে
আমার হৃদয়!
আমার হৃদয়!

কোন বোধ নেই আর

এখন কোন বোধ নেই আর
আনন্দ বেদনা নিরাকার হাহাকার নেই
পৃথিবীর পরিচ্ছন্ন পথে শুকনো পাতা, সরীসৃপ
দগদগে মুখে হাত রাখলেও জ্বালা ধরে না আর
আচ্ছন্ন আয়ন, শীতলতা, পাখির পালক, উল্কার লাবণ্য
নিসর্গ অতিকায় শবের মতো জ্যোৎস্নার শাদা থানে ঢাকা
এখন কোন বোধ নেই আর।

কোথাও বসতে ইচ্ছে করে না, দু দণ্ড কথা বলতে,—না
হাল-ভাঙা চাঁদ দেবদারুর মাথায় এলে বড় জোর চৌরঙ্গী
পাঞ্জাবী ভাটিয়া সাহেব মেমদের কিনারে মনঃক্ষুণ্ণ বাঙালী
তেরোতলার বাড়ির দরজায় তেল সিঁদুর মাখানো করোটি
রেস্ত-করা ভদ্রলোক অভদ্র হতে মজা লাগে জেনে বেপরোয়া
ছানি পড়া চোখে তুবার সময় নৈঃশব্দ্য বিছিয়ে বসে আছে
বকুল গাছে পিঠ দিয়ে চারমিনার টানতে টানতে সব নজরে পড়ে।

আমার আর কোন বাধা নেই
আনন্দ বেদনা নিরাকার হাহাকার নেই।

দিন রাত্রি, রাত্রি দিন—
পাড়াগাঁর নির্যাতিত বৌয়ের মতো
সাইগনের বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর মতো
সর্বাঙ্গে পেট্রল ছিটিয়ে দাউদাউ জ্বলছে
অপরিমিত শূন্যতায় ক্রাচে ভর করে দাঁড়িয়ে আছে স্তব্ধতা।

বালির ওপর হিজিবিজি দাগগুলো নিশ্চিহ্ন, নির্মূল
নৈশ স্থিরতায় জন্ম নিচ্ছে বাতাস থ্যাৎলানো ফুল ও পাতার নিবিড়ে
শিকড়ের সব ব্যথা সব আলোড়ন একাকার জলের তিমিরে
পলাতক সোয়ারের ঘোড়া সমুদ্রের ধূসরতার দিকে অপলক।

ও কিছু নয়, স্মৃতি ; ও কিছু নয়, সময় ; ও কিছু নয়, ছুরি
কিছু খুরের অস্পষ্ট ধ্বনি তীরের ভোঁতা ফলা, লবণাক্ত আলো।

আমার খোবলানো চোখের গর্ত দুটো বোজানো হয়েছে কংক্রীটে, কলঙ্কে
স্বয়ং যোজনা কমিশার বিলের বকের মতো এক ঠ্যাং-এ দাঁড়িয়ে
ছিন্নভিন্ন পায়রার ডানাগুলো স্তূপাকার সময়ের নিক্তির ওপর
বিষুব রেখার দুই প্রান্তে তিক্ততার কর্কশ রেখাগুলো সংহত শাণিত।

ও কিছু নয়, মাঝে মাঝে হয় ; ও কিছু নয়, সময়
আমরা সুখী, আমরা সুখী, অসুখের অভিনয়ে চমৎকার সুখী
জিভের তোড়ে দুনিয়ার বাকি ব্যামো সারিয়ে দেবো, রোসো না একটু
আর যদি চাও ইতিমধ্যে কিছু ঝাড়-ফুক, তুক্‌তাক করো—

দাঁড়াও পথিকবর চটিটার স্ট্র্যাপ ছিঁড়ে গেছে।

আমার কাঁধে এক অতিকায় বাজপাখি বসে আছে
আহত গৌরবে খোদাই করা তার ঠোঁট নক্ষত্রের দিকে
তার বারুদরঙা পাখা দুটো নৈশ উদ্ভিদের মতো গাঢ়
তার বিদ্যুৎ-বর্ণ চোখের আকাশে নিহত-নিসর্গ
আমার কান বোধ নেই আর।

আমার কোন বোধ নেই আর
আনন্দ বেদনা নিরাকার হাহাকার নেই
নির্লিপ্ত স্থিরতায় আমি এগিয়ে যাই ঝড়ে রৌদ্রে আকাশের দিকে
পৃথিবীর পরিচ্ছন্ন পথের ওপর দিয়ে, শুকনো পাতার ওপর দিয়ে
সরীসৃপের অবিরল প্রবাহের পাশ দিয়ে আমি এগিয়ে যাই
রাশি রাশি দোকান বাজার মুখ চোখ চিরুনী তোয়ালে সাবানের স্তূপ ঠেলে
আমি এগিয়ে যাই তারে টাঙানো সদ্য কাচা জামাটার দিকে
এখনও তার জল ঝরছে, এখনও তার জল ঝরছে
টপ্‌ টপ্‌ টপ্‌ টপ্‌
ময়লা
ধূসর
নোনতা।

যখন নিতাই-এর ঘরে বাজ পড়েছিল

নিতাই-এর ঘরে বাজ পড়েছিল
নিতাই তখন ঘরে ছিল না, নিতাই-এর মুখটা ছিল
নিতাই-এর মুখ বাজের আলো দেখছিল
চোখের দর্পণ ভাঙেনি, রঙের ঘূর্ণি উড়ছিল।

নিতাই-এর ঘরে ঢুকে বাজ ফাঁদে পড়েছিল
সারা ঘরে উপকথার দৈত্যের মতো দাঁত কড়মড় করে, দাপাদাপি করে
পালাতে পারেনি
শেষে অতিকায় পাখি হয়ে, উজ্জ্বল ঘূর্ণির মতো ঝটপট করতে করতে
সেই বাজ
ইজেল ক্যানভাস মূর্তির পিছনে সমুদ্রের তলায় ডোবা মুক্তোর মতো
পড়ে থাকলো
আবিষ্ট মোহের মতো আতুর স্বপ্নের মতো তুলি জলের ধারে দুলতে
দুলতে—
সময়ের বিক্ষত অভিজ্ঞান হয়ে গেল
তখন নিতাই ঘরে ছিল না, নিতাই-এর মুখটা ছিল।

ক্লান্তির বাই-লেনের মুখে চুরি করে সন্ধ্যার ঠোঁটে দ্রুত চুমু খেয়ে
লোহার রড বাজাতে বাজাতে—
ক্লান্তির বাই-লেনকে বিপুল বেহাগ করে
নিতাই
এক ধাক্কায় জীর্ণ দরজার পাল্লা খুলে সেই বাজকে হাতে তুলে নিল
তার পালকে হাত বোলাতে বোলাতে তার পিঠে গাল রাখল
তখন কচুর পাতায় আলোয়-মজা জলের মতো বাজের চোখের মণি
তিরতির করছিল।
দেওয়ালে টাঙানো নিতাই-এর মুখটা নায়কের মতো হাসলো।

তার পায়ে বিদ্যুৎ বেঁধে দাও

সেই আদিম মানুষের মতো অমোঘ চিৎকারে শিকড় সমেত গাছ উপড়ে আনবো
এমন শক্তি আর নেই
সেই আরণ্যক মানুষের মতো দাঁতের ঘর্ষণে বিদ্যুৎ ও বজ্রকে এক সঙ্গে গাঁথবো
এমন সাহস আর নেই
সেই প্রথম মানুষের মতো বলবো অহং ব্রহ্মস্মি, আনল হক,
আমি-ই আলফা ও ওমেগা
এমন কণ্ঠস্বর নেই

আমি এক পরিত্যক্ত জীর্ণ বাড়িতে পড়ে আছি সত্তা ও স্তব্ধতার জটিলে
আমার মাথার খুলি ক্রমাগত বোধহীন যন্ত্রণায় পাথর হয়ে যাচ্ছে
এইমাত্র একটা মিছিল পতাকা উড়িয়ে হাওয়া খেতে গেল ময়দানের দিকে
ট্রামের গুহায় বাবুদের মুখ ডুবে গেল শূন্য বিরক্তিতে, কেবল
চোখগুলো ভেসে থাকলো
মাংসের দোকান থেকে কিছু ছাল আর টেংরি ঈশ্বরের করুণার মতো
ছড়িয়ে পড়তেই
একপাল কুকুর নক্ষত্রবেগে ঝাঁপিয়ে পড়লো পরস্পরের টুঁটি লক্ষ্য করে
বুকের কাছে বাতাসের ঝাপটা লাগতেই নভেল বন্ধ করে তরুণ কেরানী বললে,
কাল রোববার—

কি অপরাধ ছিল আমার ?
এই সব প্রশ্ন ক'রো না
এ সব নিরর্থক প্রশ্ন
এর উত্তর কেউ কোনদিন পায় নি ।

এখন যুদ্ধক্ষেত্রে আহত নিঃসঙ্গ তুমি, উলঙ্গ তুমি
নিজেকে জ্যোৎস্নায় আবৃত করে নাও
তোমার চওড়া হাড়গুলো তোমার মাংসের সঙ্গে শক্ত করে গেঁথে নাও
আর ওই সীমান্তের গা ঘেঁসে রক্ত ও ফেনায় সিক্ত যে ঘোড়া

সিংহের মতো কেশর ফুলিয়ে আকাশের দিকে মুখ করে গা দাপাচ্ছে
তার পায়ে বিদ্যুৎ বেঁধে দাও
তুমি ওই পরিত্যক্ত যুদ্ধক্ষেত্রে রক্তের দাগ গায়ে মেখে যাও
জীবন আর মৃত্যুর চূড়ান্ত সঙ্গীত গ্র্যানেডের মতো মুখে করে বুকে হেঁটে যাও

তার পায়ে বিদ্যুৎ বেঁধে দাও।
তার পায়ে বিদ্যুৎ বেঁধে দাও।

যেখানে যাই

যেখানেই যাও না কেন তুমি, যেখানেই যাও
বুকের মধ্যে মরুভূমি
কপালে হাত দাও, দরদর করে রক্ত
চোখ খুলে তাকাও, চিতা পুড়ছে তো পুড়ছেই
নিঃশ্বাস নাও, ধোঁয়ায় গলা আটকে যাবে, খক্ খক্ করে কাশবে,
কাশতে কাশতে গলা চিরে রক্ত পড়বে
তুমি যেখানেই যাও, পাহাড়টা কাঁধের ওপর চেপে থাকবে।

মাথার ওপর এরোপ্লেন গুলি-খাওয়া জন্তুর মতো গরগর করে পাক খাচ্ছে
এখুনি যেন একতাল জ্বলন্ত ধাতু গলে গলে পড়বে
যেখানেই যাও মুখে তিক্ত স্বাদ জড়িয়ে থাকবে, মনে হবে
আলজিবে কাঁচ ফুটে আছে।

উত্তরে কান পাতলাম
কেউ বলে, প্রেমের মুখ অচল টাকার মতো
দক্ষিণে কান পাতলাম
কপালের ঘাম মুছতে মুছতে কেউ বলছে, যা হবার হবে, চল শালা চল
পুবে কান পাতলাম
কেউ বলছে, মানুষগুলো দাবার বড়ে; দে টিপে চাল দে

পশ্চিমে কান পাতলাম
কেউ বলছে, রাস্তায় বড় বড় গর্ত আর অন্ধকার আর হাওয়া।

যেদিকেই যাও একটানা গোঙানি, একটানা, উঠছে আর পড়ছে।

বিদ্ধ,
কেউ বিদ্ধ রূপে, কেউ রুপোয়
কেউ বিদ্ধ কথায়, কেউ নীরবতায়
কেউ বিদ্ধ আশায়, কেউ হতাশায়
কেউ বিদ্ধ সময়ে, কেউ সময়হীনতায়
বিদ্ধ, বিদ্ধ, বিদ্ধ।

কলকাতা যেন ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে গঙ্গার কোলে লুটিয়ে পড়ছে
আর তার ফিনকি দেওয়া রক্তে শালিমারের আকাশ ভিজে জাব হয়ে গেছে।

মানুষের মুখের স্তিমিত রেখায় মজা নদী, যে নদী ভাটি বনের ভিতর
ক্লান্তি ও হতাশায় দিকভ্রান্ত; আড় হয়ে পড়ে আছে।

অনেকদিন আগে আমাকে একজন বলেছিল
রাম, মড়া পচে ঢোল হয়ে গেছে, যাস নে
অনেকদিন আগে আমাকে একজন বলেছিল
কথাগুলো চৌরঙ্গীর মহিলার মতো মোহিনী; রাম, সাবধান
অনেকদিন আগে আমাকে একজন বলেছিল
রাম, বুকের ভেতর নজর রাখ আর মাটিতে গোড়ালি পুঁতে দাঁড়া।
সে আমাকে ছেড়ে চলে গেছে
তবু আমার বুকের আওয়াজের সঙ্গে তার গলার স্বর মাঝে মাঝে মিলে যায়
মাঝে মাঝে আমি, আমার ইতিহাস, সময়, চেতনা মিলেমিশে অপরূপ
নদী হয়ে উঠি।

পাহাড়টাকে কাঁধে করে যাওয়াই তো মানুষের কাজ
পাহাড়টাকে কাঁধে করে যাওয়াই তো সময়ের সঙ্গী হয়ে ওঠা।

তুই দগ্ধ হ'
হাসবি
তুই দগ্ধ হ'
কাঁদবি
তুই চূর্ণ হ'
বাঁচবি।

আমি যেখানে যাই পাহাড়টাকে কাঁধে করে যাই
রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে যখন পুরন্ত মেয়েদের দেখি
পাহাড়টা আমার কাঁধের ওপর থাকে
গলির মোড়ে শিশুদের ক্যামবিশ বল খেলার উত্তাপে গলি যখন
পাহাড়টা আমার কাঁধের ওপর থাকে
কফির টেবিলে যখন ট্যাকে গুঁজি মস্কো পিকিং, তুড়ি মেরে উড়িয়ে দি'
ক্যাস্ত্রো, হো, চে, কফির টেবিলে বসে বিপ্লবের কানামাছি খেলি কিংবা
শিক্ষিত বাফুনের বলি, আহা শিল্প আলো নেই, অন্ধকার নেই, জাত
নেই, গোত্র নেই, শুদ্ধ সনাতন!
তখনও পাহাড়টা আমার কাঁধের ওপর থাকে
মাঝরাতে জ্বালা ধরা চোখে যখন মহাকাশের মৌনের দিকে তাকাই
পাহাড়ের চূড়ায় বসে এক দৃপ্ত নিঃসঙ্গ পাখি অবিশ্রান্ত ডাকে।

ঈশ্বর, আমাকে ক্লান্ত হতে দিও না কখনও
ভার সহ্য করতে না পেরে যদি মুখ থুবড়ে পড়ি
ওই পাহাড় যেন আমাকে চাপা দেয়
আমার ওপর ওই পাহাড় যেন হয় উপকথায় সমৃদ্ধ দুর্গ
যেন ওর ওপর দাঁড়িয়ে ছেলেটি আকাশের তারা পেড়ে মেয়েটির
খোঁপায় পরিয়ে দেয়

ঈশ্বর, ক্লান্ত হতে দিও না কখনও।

কানামাছি

একটুও কাঁপে না হাত
ছোরা রক্ত মলটোভ ককটেল
নিরুত্তাপ মুখ
দৃঢ় চোয়ালের হাড়
চোখে ছানি

স্থাণু দৃশ্যপট
হাত একটুও কাঁপে না
সোরগোল নেই
কেবল কিঞ্চিৎ ধোঁয়া
শব্দ
অন্তিম চিৎকার

আনি মানি জানি নে
ঘরের ছেলে মানি নে
কানা মাছি ভোঁ ভোঁ
যাকে পাবি তাকে ছোঁ

চোখে ছানি
হাতে ছোরা
রক্তাক্ত সময়

মাটিতে লুণ্ঠিত লাশ
হিম দেহে জেগে আছে ছুরি

নিভে যায় পড়শিদের সতর্ক জটলা
পুনরায়, কিছু পরে
সাজানো সংসার, সাজা, সিনেমা, বোনাস

পুনরায় ঘুষখোর মিছিলে সংগ্রামী
রোঁয়া-ওঠা ঘেয়ো দৃশ্যপট

আমাদের সরুগলি মাঝরাতে সটান দাঁড়ায়
হাঁটে কালপুরুষের মতো
রাগে ক্ষোভে ছেঁড়ে চুল
হাঁটে মহাজাগতিক দেহ
বিষণ্ণ বিবরে

চুপ করে থাকি
কথা নিরর্থক
সব কথা বাসি পচা মাংস হয়ে গেছে
যতই বোঝাতে যাই ভুল বোঝে ততই সবাই
মনে হয়
স্তব্ধতাই অমোঘ ভাষণ
অনুভব
বিধবা মায়ের মতো একমাত্র রুগ্ন পাংশু শিশুর শিয়রে
জেগে থাকে প্রদীপের আলোর তলায়

শূন্য বুকে ধাক্কা দেয় হাওয়া
নক্ষত্রের আলো গাছ পাখি খনি, সব
মানুষের উত্তরাধিকার
তার, সার্থকতা ব্যর্থতা, সমস্ত
জটিল রহস্য বলে এক হয়ে গিয়ে
বঙ্গোপসাগর
আটাপাড়া লেনে
জানলার গ্রিল ধরে ডাকে :
রাম, রাম, তুমিও ঘুমালে ?

আমি জেগে আছি ভাই
নৈশ-নির্জনতা

বসে আছে কপালের আহত গোলাপে
প্রবালপুঞ্জের গন্ধ সর্বাঙ্গে এখনো
এখনো শিকড়ে জল চাতকের চোখ

আমি জেগে আছি ভাই
মুখে নিয়ে ঝঞ্ঝা আর বনতুলসীর স্বাদ
ছিন্নভিন্ন, তবু
প্রসারিত করেছি নিজেকে
মুখ দিয়ে রক্ত তুলতে তুলতে এখনো বলছি তো :
আবিলতা স্বভাবের স্বাভাবিক ক্রিয়াভূমি নয়
সততা ও সন্ধান থাকলে
ফিরতেই হবে মধুমূলে।

বিষণ্ণ অতিথি

তুমি কি করে এলে বুকের সৈকতে
কি করে ? এমন বিষণ্ণ নির্জন
ছায়া, কি করে এসেছো
জীবনের সঙ্গে গাঁথা মরণের চিন্তার মতন
গলি-অলি ঘুরে, ঘুরে ঘুরে
শৈশবের স্মৃতির মতন
সন্ধ্যার জঙ্গলে ধোঁয়ার সাপের মতো
এসেছো বুকের কিনারে।

এসো
বহুকাল পরে পোষা কুকুর যেমন ফিরে আসে
গন্ধ নাও
বড় নোনতা গন্ধ।

ঠিক, আমি এখনও ভালবাসি ভালবাসি
যথা—মানুষ, মানবতা। ভালবাসি
জীর্ণ ছিন্ন স্মৃতিমগ্ন রঙ-ওঠা ছবি, যেমন
বন্ধ ঘরের এ কোণে ও কোণে সহসা গজিয়ে ওঠে
স্মৃতি, নোনতা গন্ধ, মন-কেমন-করা আলো, ভালবাসি
যেমন শহরের ময়লায় দস্যু ছেলেরা হো হো করে ওঠে

কবরখানা থেকে হাওয়া কোন খবর আনে নি
শুধু সেই চূড়ান্ত খবরটা এখনও সত্যি হয়ে আছে :
সমস্ত গাছের গোড়ায় জড়িয়ে আছে চক্রান্তের পাপ

বুক ঝাঁঝরা হয়ে গেছে, কীট
মজ্জার ভিতর ; জোড়াতালি নয়
আস্ত মানুষটাকে বদলানো চাই রে
বেয়াদপ আমি, এই কথা বলে আহাম্মুক
নষ্ট করেছি আমার যৌবন, উত্তরে
নষ্ট করেছি আমার যৌবন, দক্ষিণে
নষ্ট করে আজ রুগ্ন, পরিত্যক্ত
ফুটপাতে পড়ে-থাকা আধমরা বুড়োর মতন
প্রায়ান্ধকার ঘরে স্মৃতিমগ্ন যক্ষ্মা রোগীর মতন
এই কথা বলে বেয়াদপ আহাম্মুক আমি
প্রতীক্ষা করছি কেউ কখন কাঁধে করে নিয়ে যাবে ঘাটে

ক্ষমতার জন্যে ক্ষমতা নয় রে
রক্তের জন্যেই রক্ত নয় রে, চাই
আস্ত সুঠাম মানুষ

আমি দেবদারু গাছ পুঁতে গেছি
কলকাতার ক্লিন্ন জনতার ধারে
বোধিদ্রুম নয়, দেবদারু ; যে আমাকে ভালবাসে

কুমারীর প্রথম প্রেমিক যে নিষ্পাপ উষ্ণতা দেয়
বোধিদ্রুম নয়, দেবদারু
তোমরা যদি সাক্ষ্য চাও তার কাছে যেও।

কত মৃত্যু, এ মোড়ে ও মোড়ে শহীদ-বেদী কত
মাঝে মাঝে মালা পড়ে, ভেঙে যায়, ধুলো, ধুলো
কত মৃত্যু ? ভুলে গেছি, সকলেই ভুলে যায়
যারা মনে রাখে তারা বিষণ্ণ বলেই, তারা
মন মেলে দেয় বৃষ্টির শব্দের দিকে
যারা মনে রাখে তারা নির্জনতা বলে
চোখ পেতে রাখে মাঘের তারার দিকে

মেঘগুলো জমবার আগে ছিঁড়ে যাচ্ছে
গ্রন্থি সব খুলে যাচ্ছে, স্বর পাঁকে ডুবে যাচ্ছে

ক্ষমতার জন্যেই ক্ষমতা নয় রে
রক্তের জন্যেই রক্ত নয় রে, চাই
ফুটন্ত মানুষ, সম্পূর্ণ মানুষ

ইতিমধ্যে টান বোঝা যাচ্ছে
মাটির কেন্দ্রের দিকে, টান
জোয়ারের তলায় তলায় ভাঁটার অব্যর্থ টান
জীবনের কলরবে মৃত্যুর ভাবনার মতন, টান
কাঁটাঝোপে ফড়িং-এর ডাকের মতন

তবে তাই হোক
আমার হাত ধর
ভাঙাচোরা দুর্বল মানুষ, বিষণ্ণ মানুষ
আমাকে নিয়ে যাও কাঁটাঝোপের তলায়
দেবদারুর ছায়ার তলায়
দুর্বল মানুষ, বিষণ্ণ মানুষ।

আত্মার তিমিরে

আর কি দিয়ে ভূষিত করবে
আর কি থাকবে আত্মার তিমিরে ?

সকাল বেলার থাক-থাক পলি মাটিতে দগ্ধ নিশান
সন্ধ্যাবেলার গাছপালা মারাত্মক অস্ত্র
বড়ো সূর্য উবু হয়ে জল খেতে গিয়ে গত
অন্ধকার মৃত মানুষগুলোকে সযত্নে সাজিয়ে রাখে।

আমি কিন্তু এই জীবন চাই নি। আমার ওপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হল।

কেউ যেন আমার হাত-পা ধরে এই জীবনের কুটিল তরঙ্গের দিকে আমাকে ছুঁড়ে দিয়েছে। এই মৃত্যুর মধ্যে, এই নামহীন, কলঙ্কিত, নিরুজ্জ্বল, অর্থহীন মৃত্যুর ভিতরে ; সেই মৃত্যু যার গভীরে রাজকীয় সমারোহ নেই, ফুলের বিষণ্ণ কান্না নেই।

কচ্ছপের পচা খোলের মধ্যে দিনরাত রাতদিন।

আমি আর্তনাদ করেছি
আমি প্রতিবাদ করেছি
আমি বিদ্রোহ করেছি

আবার সব কিছু মানিয়ে নিতে গেছি
আমার প্রতিবাদ বিদ্রোহ আর্তনাদ, মানিয়ে নেওয়ার সযত্ন চেষ্টা আমার, দেখি, আমারই সামনে, নোনা ধরা বিবর্ণ দেওয়ালে, সঙ্-এর মতো মুখ ভেঙ্চে প্রতিবাদ করছে, বিদ্রোহ করছে, আর্তনাদ করছে। মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা পোষা কুকুরের মতো ল্যাজ নাড়ছে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে।

যারা নেই বর্ষার রিমঝিম শব্দে তারা আসে।

না, তোমরা কেউ আমার কাছে এসো না।

তোমাদের একদিন ভালবেসেছিলাম
সব ভালবাসা যেমন হয়ে থাকে—
শ্মশানের চাঁপার গন্ধের মতো
ঘুমন্ত শিশুর মুখে হাসির মতো
পুরে আসা ফলের স্তব্ধতার মতো
তোমাদের ভালবেসেছিলাম।

আমার সেই ভালবাসা বন্দীর চোখে মুক্তির স্বপ্ন।

তোমরা সরে যাও।
সাঁই বাবলার ঝোপ হলদে চাদর মুড়ি দিয়ে জ্বরে ধুঁকছে। ক্রুদ্ধ ঈশ্বর পাতার আগুন জ্বালছে। মাটি, খরার গরুর মতো জিভ চেটে চেটে রক্ত বার করে ছাতি ভিজিয়ে নিচ্ছে।

মাঝরাতে জ্বলন্ত গোয়ালে মহিষের ডাক যারা শুনেছ তারাই আমার আর্তনাদ বুঝবে।
কে আমার গলা টিপে ধরেছো ?
কে আমার কণ্ঠনালী ভরে দিচ্ছ প্রাক্তন পৃথিবীর লোভে হিংসায়, লোলুপতার ?

না, এ জীবন আমি চাই নি।

দিন বদলানোর নামে
প্রভু
আমাদের আর প্রতারিত ক'রো না।

অপচয় অনেক হয়েছে
আর নয়, থামো
দৃষ্টিহীন, স্রষ্টা হ'য়ো না

মানুষের ইতিহাস এখনো সাধুতারই ইতিহাস

এই-ই থাক আত্মার তিমিরে।

একাত্তরের অভিমন্যু

কেন আর ফিরে চাস ব্যূহবন্দী উদ্‌ভ্রান্ত নায়ক
নির্ভুল দ্রোণের চাল ; ছিন্ন দেহ ঢাকে রৌদ্রালোক
খড়্গ ধনু বর্ম গেছে দীপ্ত দেহ ক্রোধের শায়ক
কাকে দগ্ধ করবে বল ! কুরুক্ষেত্রে নিরুজ্জ্বল শোক।

পারে নি সাত্যকি ভীম ; তুই একা, চক্রান্তের বলি
নেমে আয় রথ থেকে সময়ের শিশু ধরে দাঁড়া
কানে থাক উত্তরার স্বপ্নে সদ্য কথার কাকলি
নাস্তির তুহিন তুঙ্গে বাজা তোর রক্তের নাকাড়া।

তুমিও জটিল জালে, শ্বাস নাও কসাইখানার
ওপড়ানো চোখের মণি, রক্তে জট বাঁধা চুলে জমে
ভয়ের আকাশ, বুকে শব, মুখে বিষাদ অপার
তারার চোখের নিচে খালে বিলে নীল হও ক্রমে।

দিগন্তে চিতার দাহ গঙ্গা বয় ক্ষোভ হাহাকার
তোমার উদ্ধার তুমি অভিমন্যু হে বাংলা আমার।

যার শেষ নেই

এখনো মরি নি, টিকে আছি
তাতেও আশ্চর্য নই
কিছুতেই আশ্চর্য হই না

বিস্ময় এখন
স্পর্ধায়। না
যদি বলে কেউ বুক টান করে
জেগে উঠি
বয়লারে ছাই ঝরা আগুন লাফায়

বাবুদের কলরব কখনো থামে না
কথা, যুক্তি, যুক্তির উপরে যুক্তি, ফুটনোট
কলরব কিছুতে থামে না

বুড়ি ছুঁলে শ্রেণী ত্যাগ
শ্রেণী ত্যাগ আঁকাড়া কথায়
বাবুদের রাজত্ব অটুট

বিস্ময় এখন
স্পর্ধায়। না
যদি বলে কেউ বুক টান করে

কতবার কত পোজে আয়নায় দাঁড়াই
কখনো অর্জুন কর্ণ ; চৈতন্য কখনো
ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আমারই নিজের মুখ, মেক-আপ আলাদা
ক্লান্ত
ক্লান্ত হুংকারে প্রচারে
সাত সিকে আদায়ের সার্থক বিপ্লবে

হাড়ের বখরা নিয়ে অক্লান্ত রৌরবে
ক্লান্ত. ক্লান্ত, ক্লান্ত
তিক্ত স্বাদ মুখে
শবযাত্রী আমি।

ওরা বলে মূর্খ তুই
দিকে দিকে জনগণ পতাকা উড়িয়ে, গ্যাখ
ওরা বলে অন্ধ তুই
শাসকশ্রেণীর নাভিশ্বাস, ছিন্নভিন্ন
কিছুই দেখলি না

সব দেখি
এবং এটাও দেখি
গ্রীনরুমে দুর্যোধন ভীমসেন গ্লাসের ইয়ার
সবটাই বাবুদের ভানুমতী খেল

শ্রেণী শুধু মন নয়, শ্রেণী
বাঁচার বাস্তব

প্রতারিত করেছি তোমাকে
মানুষ, মানুষ
আমি অপরাধী

কোথায় মানুষ ?
সূর্যমুখী তুমি মুখ তোল

তোবড়ানো চোয়াল, গর্তে ডোবা চোখ, হাড় ওঠা দেহ
ছিন্নভিন্ন জামা, করাতের কল, বরফের চাঙ, পানা
ডোবা খাল, ফাঁকা টিন, জংধরা জিভ, চাপা পড়া ঘাস

সূর্যমুখী তুমি মুখ তোল

খানায় পড়েছি, আমাকে সাহায্য করবেন ?

সাহসের পিঠে ঠেস দিয়ে দাঁড়া

আমি সাহসের কণ্ঠ আবিষ্কার করতে চাই। আমি বলতে চাই আমি বজ্র। আমি পল্লব। আমি অপরিমেয় স্তব্ধতা থেকে উৎসারিত নদী। আমি ক্ষিপ্ত ঘোড়ার মতো শব্দ আবিষ্কার করতে চাই। আমি শিশুর সরলতার মতো ছবি আঁকতে চাই। আমি বুকের শিরা উপশিরা ছিঁড়ে এনে নতুন বাগান করতে চাই। আমি নতুন মানুষ চাই, নতুন মানুষ।

তাকা নিচে, বিবর্ণ দৈনিকে
তাকা নিচে, মাটির ভিতরে

তাকাও অতৃপ্তরতি পৃথিবীর দিকে, যে পৃথিবী
নগ্ন, শান্ত, নগ্ন সূর্যের শরীরে

লক-আপে পিটিয়ে মারা ছেলেটি কখন
জানলায় পাখি হয়ে বসে
থ্যাঁৎলানো মণিতে আলো

আলো
সাঁকো হয়ে চলে গেছে নক্ষত্রের দিকে
কেউ কেউ সাঁকোর ওপর দিয়ে হাঁটতে গিয়ে পড়ে যাচ্ছে

ভাই, এনো সম্পূর্ণ মানুষ

দরজার কাছে পিঁপড়ে
মুখে মৃত পোকা
কি করবে ভাবছে

এক পা এগিয়ে দু'পা পিছিয়ে, লেনিন, এক পা পিছিয়ে দু'পা
এগিয়ে লেনিন? কেবল পিছিয়ে কেবলই পিছিয়ে, কে?

কে?
কেউ না। বাতাস
মানি প্ল্যান্ট নয়, বনস্পতি দোল খাচ্ছে ঝড়ে বজ্রে
অ্যাকুইরিয়ম নয়, সমুদ্রের তিমি উদ্যোগার করে তুলছে সোহাগী সাগর

সূর্যমুখী তুমি স্পর্ধা দাও

সূর্যের শরীর ছেঁড়া মাটি
কুমারী অরণ্য
সাজাও নিজেকে
ভালবাসা
আরণ্যক পবিত্রতা
ভালবাসা
ভূমিকম্প
সুন্দর মৃত্যুর জন্যে তৈরি হও

আমার এই রুগ্ন হাত দিয়ে জীবনের পরিমাপ করার অধিকার নেই। আমার এই রুগ্ন চোখ দিয়ে সেই প্রলয় বিভূতি দেখার অধিকার নেই। আমাকে খুশি হতে হবে আমার ভূমিকায়। আমি ছিন্নমূল। আমাকে ফিরতেই হবে গভীরে আঁধারে নিচে ইতিহাসে ধারাবাহিকতায়।

লক-আপে পিটিয়ে মারা ছেলেটি কখন নদী হয়ে গেছে

জীবন, উন্মাদ সিংহের দীপ্তি
জীবন, অন্ধকারে বেরালের চোখ
জীবন, সূর্যে জ্বলা পাহাড়ের চূড়া

জীবন, বিক্ষত পাখির দেহ
জীবন, স্তব্ধতার ফুল

আমি একটা দূর্বার মধ্যে আদি অন্ত সব দেখতে পাই। প্রত্ন শিলালিপি স্মৃতি উপকথা পুরাণ কোরান, সব। অপরাজিত কণ্ঠ, বিচ্ছুরিত নুন, কোমল শালুক, সব। দ্যাখো দিব্য নগ্নতায় ভেসে আসছে হাঁস। দ্যাখো অন্ধ বনের মাথায় কানা চাঁদ। আমাদের ধুয়ে দিচ্ছে দুধ-আলো।

তুমি কি কথা লুকিয়ে রেখেছো খনির হীরার মতো? হে আদিম উৎপাদিকা, হে আমার মা ও প্রণয়ী, আমি মাথা রাখলাম তোমার পাঁকে, রৌদ্রে। তোমার রাত্রি ও দিনের ফুসফুসে যেখানে জন্ম নেয় ঝড়।

আলোর আলেয়া নিভে যাক
এসো অন্ধকার
কথা বলি গান গাই ভাসি
আদিম সত্তার মতো

অনুভব আশ্চর্য এখন
জীবন মানেই স্পর্ধা
বাঁচা অলৌকিক মাতালের মতো
টলতে টলতে বাঁচা
সত্তার আদিম জলে
ভাসা
প্রসারিত হওয়া
আজ, আগামীতে

জীবন স্পর্ধার ব্যাখ্যা।

হৃদয় রাডার

হৃদয় রাডার
পাতা নড়লে ঢেউ জাগে
ধরা পড়ে সঞ্চারী বিভাব

তামাটে দিগন্তে
চাপা কথা, আলোড়ন, গুপ্ত চলাফেরা
মাঝে মাঝে অতর্কিত বুলেটের শিস

কোথাও কী যেন হচ্ছে, হতে যাচ্ছে

আমি সম্মোহিত গাছ, অন্ধকার
কালো গরু, জিভ দিয়ে গা চাটে আমার
সদ্যোজাত বাছুরের মতো কথা দাপায় উঠোন
চেতনায় ওয়েলডিং মেসিনের আগুনের একরোখা স্রোত

কোথাও তামস পুঞ্জ উঠছে পড়ছে, ভাঙছে চারদিক
কোথাও আলোর কণা মুখে বুকে চোখে
গাছের ছালের খাঁজে লেগে থাকা জোনাকির মতো

পীত আলো ঝলসে ওঠে
দেখি দৃশ্যপট :
ছিন্নভিন্ন পাখি, নখ, তীর
নেংটো কাঁকরের হাসি বন্ধ্যার দু'চোখে
নিস্তরঙ্গ জলরাশি ফিকে-হওয়া শহীদের মুখ
রক্তের বিন্দুর মতো পাপড়ি ঝরে অনুর্বর মাটির ওপর
স্তব্ধতা বিধবা, চুপ করে বসে আছে গাছের তলায়

বাঁচার তাৎপর্য তবে বারিবিন্দু তাতল সৈকতে ?

সময় নিষ্ঠুর বজ্র দরজার বাইরে

কোথাও তুমুল টানে উপড়ে আসছে গাছ
জ্যাকবুটে থেঁৎলে যাচ্ছে খুলি

মুখে তিক্ত স্বাদ, বুকে প্ল্যাসটিক ফুসফুস

বিশ্রী লাগে, কেন বেঁচে আছি ? কেন ?

দম-দেওয়া কলের পুতুল নাচে প্রভু যেমন নাচান

ময়নার খাঁচা ধরে বুড়ো চাষী বলে :
নাক কেটে যাত্রা ভঙ্গ কর কেন বাবু ?

শো-কেসে ডামির মাথা নাড়া দিয়ে হাসে বেয়াদপ :
কি চাষ করবে হে ? সব বীজ পোকা-কাটা ভায়া

বিশ্রী লাগে, বেঁচে আছি, কেন বেঁচে আছি ?
আমরা কি চিরকাল মুখ দেখবো মৃত্যুর দর্পণে ?

ময়রার দোকানের ধারে বসে রোঁয়াওঠা কয়েকটা কুকুর
জুলু জুলু চোখে চায় ভিয়েনের কড়াই-এর দিকে
তাদের জিভের জলে পথ ঘাট কাদা
নোংরা লাগে, বড় নোংরা লাগে। মনে হয়
সূর্য, গুলিবিদ্ধ পথের কুকুর ডাকতে ডাকতে ঢলে পড়ছে ড্রেনে
রাত্রি, জাত-ঘাতকের মুখ
উদ্বেগের উল্কি আঁকা স্তব্ধতা। আমরা
গুহার ভিতরে

নিজেকে নৈঃশব্দ্যে মেলে আত্মসমীক্ষায় বড় ভয় বলে

ত্রাণ খুঁজি যূথবদ্ধ চিৎকারে চক্রান্তে

কোথায় চলেছি ?
মানুষ আমার
দু'শ বছরের মেকলের সন্তান-সন্ততি নয়
দু'হাজার বছরের ধারাস্নানে সমৃদ্ধ মানুষ
তুমিই উদ্ধার

কোথাও গোঁয়ার লাভা ঠেলে দিচ্ছে পাথর, চাঁয়ড
ডেপ্‌থ্‌ চার্জে উঠে আসছে নাড়িসুদ্ধ সমুদ্রের পেট
সময় চিতিয়ে বুক দরজার গোড়ায়

কি হতে পারে ? কি ?

যেহেতু সমস্ত শীত বসন্তের আজ্ঞাবহ, তাই
কুয়াশা-কুন্ঠিত মুখ অসহিষ্ণু উদার আবেগে
হয় ইতিহাস। স্টেজ ঘুরে যায়।

পীত আলো ঝলসে ওঠে
দৃশ্যপট : আকাশে কোপানো মেঘ
পাথরের তলা থেকে ফিনকি দেয় স্রোত
প্রতিধ্বনি স্নায়ুর মর্মরে

আরম্ভ আবার
বারবার হয়ে থাকে, মানুষের সভ্যতায় হয়
সার্বিক সংকটে খুঁজে নিতে হয় বারবার
মধুমূল, স্বেচ্ছা-আরোপিত মূল্যমান
আত্ম আবিষ্কার
সেই আলোর মণ্ডলে

কোথাও অরণ্যে কুঁড়ি চিরায়ত অম্লান সাহস
সদ্য-প্রেমে পড়া-ও-পাড়ার আইবুড়ো মেয়ের মতন
সারারাত জেগে জেগে অরুন্ধতী মজে থাকে ঘোরে

কোথাও গাছের ছালে বিস্ফুরিত হীরে

আরম্ভ আবার
বেঁকিয়ে পিঠের দাড়া মহিষাসুরের মতো আহত পাহাড়
ভগ্নস্তূপ মুখগুলি বিষাক্ত কুসুমপুঞ্জে উদ্ধত সুন্দর

আরম্ভ আবার
বাঁচার তাৎপর্য, ব্যাখ্যা
পদক্ষেপ
এক শীর্ষ থেকে অন্য শীর্ষের বিন্দুতে জ্বলে ওঠা

মানুষের পরিমাপ
কোটি টন দাউ মূল্যে ইস্পাত সিমেণ্ট নয় শুধু
মানুষের পরিমাপ
স্বপ্ন ও চেতনা, প্রীতি সহিষ্ণুতা, বিনয় সততা
মানবতা দিব্য আবির্ভাব নয়, দুর্গ
ছড়িয়ে বুকের জবা তাকে জয় করে নিতে হয়
কোথাও অরণ্যে কুঁড়ি যেন ক্রম-পরিণত মুখ
ইতিহাস অগোচরে বুনে চলে সূক্ষ্ম কারুকাজ
কখনো সময় এসে দাবি করে : তোর সব দে, দে

সমস্ত কাদার মুখ হয়ে ওঠে নিরেট পাথর
হাত দুটি লাঙলের ফলা, বিদ্ধ
মাটির উত্তাপে, মাংসে। স্বপ্ন
একলব্য তীর, গাঁথে আকাশের পেশী

হৃদয় রাডার
সময় ঝলসানো খড়্গা দিগন্তে দোলায়।

আমি বলি

ভয় ও উদ্বেগের কালিমাড়া মুখের ওপর তোমার পাঁচটি আঙুল পাঁচটি নদী, পাঁচটি গোলাপের কান্না।

বিদ্যুতের অভিযান যেখানে শেষ সেখান থেকেই শুরু আমার স্বপ্ন এখন যাকে কাঁটাঝোপ গলা টিপে মেরেছে।

বাঁচার টানে আমার মুখের আদল বহুবার বদলে গেলেও আমি কখনো এত শূন্যতা দেখি নি, এত সাপ আর দুর্গন্ধ।

ঠাকমার মুখে শোনা রূপকথার ঘ্রাণ এখন বন্দীর চোখে তার প্রেমিকার মুখের মতো রোমাঞ্চকর যন্ত্রণা।

ঘূর্ণিঝড় সব বাতিঘর উড়িয়ে নিয়ে গেছে বলে দুই বাহু জীবনের দিকে বাড়ানো ছাড়া আত্মরক্ষার আর পথ নেই।

সব নকশা যখন নীরক্ত বুদ্ধির প্রতিজ্ঞা তখন আমি মূর্ত কিছু নির্মাণের কথা বলি। আমি বলি :

১. জীবনের জন্যে ব্যূহ তৈরি করো
২. মরণের জন্যে ব্যূহ তৈরি করো
৩. প্রেমের জন্যে ব্যূহ তৈরি করো

হৃত গৌরবের বিবর্ণ দেওয়ালে ধাক্কা দিয়ে দিয়ে আমার স্বর বারবার আমার বুকেই ফিরে আসে, বারবার আমাকেই জাগায়।

যারা চক্রান্ত ক'রে জীবনকে কলঙ্কিত করে তারা ঘৃণ্য, ঠিক সমান ঘৃণ্য তারাও যারা ভুলিয়ে ফাঁদের ফাঁস পরায়।

এখানে, প্রতারণার সমৃদ্ধ রৌরবে সময় গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলছে।

তা হোক, তবু পাত্র ভরে নিতে হবে রেণুর মদে, হ্যাভারস্যাকে
ভরে নিতে হবে উদ্ভিদের অভিজ্ঞতা, রৌদ্রের গন্ধ। কারণ মাটিতে পা
দেওয়ার চেয়ে আর কি গভীর রহস্য কোথায় আছে ?

অপদেবতার নখে মুখের মাংস উঠে গেলেও আমার অন্ধকার দিগন্তের
ওপার থেকে শুনতে পাই রিক্ত সরাইখানায় ডাকছে তিতির।

বুদ্ধির নীরক্ত প্রতিজ্ঞা সরিয়ে আমি বলি :

১. জীবনের জন্যে এক দুর্গ গড়ো
২. মরণের জন্যে এক দুর্গ গড়ো
৩. প্রেমের জন্যে এক দুর্গ গড়ো।

পাহাড়ের ডাক

[বাড়িটা পাহাড়ের ঠিক ধারেই। কান পাতলে শোনা যায়
অবিরাম ঝর্ণার শব্দ আর মাদলের আওয়াজ। চারপাশে
বাগান। পর্দা উঠলে দেখা যাবে স্টেজের মাঝখানে শমীক
দাঁড়িয়ে প্রৌঢ় আদিবাসী সর্দারের সঙ্গে কথা বলছে। শমীকের
বয়স ত্রিশের কাছাকাছি]

শমীক : তারপর তোমরা ওখানে ওই গাছের তলায়

সর্দার : ওই গাছের নিচেই কবর দিলাম

শমীক : তোমরা সবাই মিলে পাথরের চাঙড়গুলোকে
থরে থরে সাজিয়ে রাখলে
আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে বর্ষার সন্ধ্যায়

সর্দার : কী বৃষ্টি সেদিন ! এতো বৃষ্টি কখনো দেখি নি
ঘুটঘুটে অন্ধকার। মাঝে মাঝে বিদ্যুতের আলো
মেঘে মেঘে কুমির-আকাশ। হাওয়া রাগত নেকড়ে—

শমীক : আমি যেন দেখতে পাচ্ছি, খুব স্পষ্ট ; চোখের সামনে
আমি দেখতে পাচ্ছি তাঁকে।
বিদ্যুতের সাপগুলো ঝাঁপিয়ে পড়ছে চোখে মুখে
কুঁদে তোলা পাথুরে মুখটা দৃঢ়, শপথে অটল
পাহাড়ের প্রতিদ্বন্দ্বী। তাঁর মাথা অনেক উঁচুতে
পায়ের নিচেই মৃত…মৃত ও শায়িত…

সর্দার : শিকারের মতো, রক্তমাখা, থ্যাঁতলানো, হিম, কাঠ…
সাহেবের পাকা হাত, ওস্তাদ শিকারী, নড়ে নি একটুও।
যেন কিছুই হয় নি—এমন সহজ স্বরে তিনি
বল্লেন আমাকে : এখানে পলাশ গাছ পুঁতে দিবি মালী।
আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে।

শমীক : পঞ্চাশ বছর পরে আমি
সাহেবের প্র-পৌত্র আমি, জিজ্ঞাসা করছি
মালী, তুমি কিছু জানো কেন, কেন…কিছু কি শুনেছো ?

সর্দার : একটা গুলির শব্দ ছাড়া
কিছুই শুনি নি।

শমীক : এবং চিৎকার ?
চিৎকার শোনো নি তুমি ?
বাঘিনীর গর্জনের মতো
কখনো শোনো নি ? আমি কিন্তু ঠিক শুনতে পাই, ঠিক।

সর্দার : চিৎকার এখনো কানে বাজে, ঘুরে ঘুরে আসে।

[স্টেজের বাইরের বাগানে মায়া। জানলা দিয়ে তাকে দেখা যাচ্ছে। মায়া শমীকের স্ত্রী। বাগান থেকেই মায়া শমীককে ডাকছে]

মায়ার কণ্ঠ : কি করছ গো ভেতরে ?
বাইরে এসো না !
বিজ্ঞানী-মশাই, শুনছেন, আমি
রৌদ্রে মাতাল হয়েছি।

[মায়ার কথার উত্তর না দিয়ে শমীক বলছে—

শমীক : সর্দার, কিছুই জানো না, না ?
কিছুই শোনো নি তুমি ? তা কি হয় ! বলো
আজ বলতে কি দোষ হে ?
সে তো অনেক পুরানো কথা ।

সর্দার : সে কথা বলতে নেই

শমীক : তবে কিছু জানো…বলো…কোনো দোষ নেই ।

সর্দার : পাহাড়ের দেবতা ডাকত ।

শমীক : পাহাড়ের দেবতা ডাকত ?

সর্দার : ডাকে । দেবতার যাকে ইচ্ছা হয় তাকে ডাকে ।
…দিতে হয় ।…তাকে দিতে হয় দেবতার থানে ।
ওকে ডেকেছিল ।

শমীক : আমার ঠাকমাকে ডেকেছিল ? আমার ঠাকমাকে ?

সর্দার : ডেকেছিল । সাহেব দেয় নি ।
দেবতার ধন দেবতা নিজেই
একদিন রাত্রে এসে নিজে নিয়ে গেল ।
সাহেবের বিশ্বাস হয় নি
ভেবেছিল নষ্ট হয়ে গেছে ।
তাই পরদিন ভোরে ঝর্ণার ধারেই…

শমীক : একটা গুলির শব্দ ।

মায়ার কণ্ঠ : এটা কি পলাশ গাছ ? কি অদ্ভুত ! ভাখো
দুই নৈঃশব্দ্যের মাঝখানে
স্পন্দিত বীজের মতো । ভাখো
আমি মুকুলিত হব ।

সর্দার : অনেক পুরানো কথা । সকলে জানত
সাহেবের সঙ্গে জঙ্গলে শিকারে গিয়ে…

শমীক : এ কথা আর কে জানে ?

সর্দার : তারা আজ কেউ নেই

শমীক : শুধু তুমি ছাড়া ?

সর্দার : শুধু আমি ছাড়া

মায়ার কণ্ঠ : বাইরে, বাইরে এসো, দেখে যাও আলোয় আলোয়
পৃথিবী রহস্য হয়ে গেছে।

শমীক : তুমি কেন আছ ?

[প্রশ্নটা বুঝতে পারল না সর্দার। তাকাল]

তুমি আজো কেন বেঁচে আছ ?

সর্দার : আমারও সময় হলো

শমীক : আমি যেন ধৃতরাষ্ট্র। সঞ্জয় তোমার ·

সর্দার : আমি যাই।

মায়ার কণ্ঠ : কুডচির কোলাহলে আমি হারিয়ে গেলাম।

শমীক : আমার নির্দোষ দিগন্তকে এইভাবে
রক্তে কলুষিত করে তোমার বাঁচার
অধিকার নেই।
মারাত্মক দুঃস্বপ্ন বিছিয়ে
তুমি ভয় দেখাবে আমাকে ?
তুমি দিতে চাও নিপুণ হত্যার উত্তরাধিকার ?
মিথ্যা, মিথ্যা, তুমি আদিম মিথ্যার কণ্ঠ।
আমি অস্বীকার করি।
কি প্রমাণ আছে ? এই রূপকথা
কে বিশ্বাস করবে ? কে বলবে
খুনীর বংশের আমি, এই আমি ডক্টর শমীক রায় ?
একটা গুলিতে আমিও তোমাকে
স্তব্ধ করে দিতে পারি,
কিন্তু তা দেবো না, যাও।

[সর্দার চলে গেল। তার হাতে তীর-ধনুক ও মৃতপাখি। স্টেজ অন্ধকার। শমীক একা দাঁড়িয়ে। বাগানে মায়ার কণ্ঠ]

মায়ার কণ্ঠ : আমি কত হাল্কা হয়ে গেছি রোদ্দুরে হাওয়ায়
বাইরে, এখানে এসো মেঘের তলায়।

[শমীক নিরুত্তর। অল্প পরে মায়া এলো। মায়াকে দেখতে ভালোই। বয়েস পঁচিশ হবে। ওদের দুজনকে ঘিরে আলোর দুটি স্বতন্ত্র বৃত্ত]

মায়া : কি হয়েছে তোমার বল তো ?
দু-দিন পাথর হয়ে আছ।
কথা নেই, হাসি নেই, কি ব্যাপার বিজ্ঞানী-মশাই ?

[শমীক নিরুত্তর। বিরতি]

বিশেষ সংবাদদাতা, খুঁটি, আজ তেসরা এপ্রিল
ডক্টর শমীক রায়, নাম করা বিজ্ঞানী এবং
অল্পাধিক কবি, পিতামহের আবাস দেখতে এসে
মনোভঙ্গে অত্যন্ত কাতর। চিকিৎসকের মতে তাঁর
এই স্থান ত্যাগ করা অবশ্য বিধেয়। অতএব
হে পতিদেবতা, দাসী কলকাতার জন্যেই প্রস্তুত।

[শমীক নিরুত্তর। বিরতি]

কিন্তু আমার কী ভালো লাগছে যে। মনে হচ্ছে আমি
ওই ঝর্ণার মতন প্রবাহিত হয়ে গেছি দূরে
সমস্ত আকাশ আলো মেঘ পাথর ডানায় বোনা
সত্তার উজ্জ্বল অংশ, এতকাল যা ছিল দুর্জ্ঞেয়।
অবারিত হয়ে গেছি আজ, স্বচ্ছতার দীপ্তি লাগে
ভালোবাসার ওপর, এই দেহ মর্মরিত হলো
আমি যেন বলতে পারি : আনন্দিত, আমি আনন্দিত।
স্বামীমহাশয়,
বিষণ্ণ আনন কেন হেরি আপনার ?

[মায়া শমীকের হাত ধরে টানতে গেল। শমীক পিছিয়ে এলো। ওরা দু-জন দুটি আলোর স্বতন্ত্র বৃত্তে]

কথা বলবে না, এই তো ? বয়ে গেছে ! আমি
কথা বলে যাব, আমি কথা হযে গেছি।
কোন ভোরে উঠে গেছি ঝর্ণার কিনারে , মগ্ন পূব
পশ্চিম বিভোর। আমি তার মাঝখানে
স্তব্ধতার বীজ ; আমি স্থির, ঘন-কালো,
এইমাত্র ফেটে পড়ব যেন। সমস্ত স্তব্ধতা
গান হযে যাবে।
চারপাশে রামধনুর বলয়, মৃত্যুর উপরে
উর্বরতা। শিকড়, বল্কল, পাতা, সমস্ত জটিল
উপাদান একটা নিমেষে যেন মন্ত্র হয়ে যাবে।
আমি যে এমন ভাবে ভাবতে পারি জানি নি কখনও।

[বিরতি। শমীক নিরুত্তর]

আজকে বাগান অকস্মাৎ চোখের সামনে
ফুল হয়ে গেল। সে এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। আমি
আগে কখনও দেখিনি। ফুলের জন্মের লগ্ন আগে
কখনও দেখি নি। ওই যে পাথর ঢিপি হয়ে আছে
ওর পাশে পলাশ গাছটা অকস্মাৎ জ্বলে উঠল
কোমল আগুনে, মনে হলো আমার ভিতর থেকে
সে আগুন ছড়িয়ে পড়েছে, আমারই সত্তার অংশ।

[শমীক জানলা বন্ধ করে দিল]

ও কী করছ ? খুলে দাও, খুলে দাও,
রোদ্দুরে পৃথিবী ভাসছে, চলো ওই পলাশের নিচে
তুমি বসে পড়াশুনা করবে আমি প্যাটার্ন তুলব।

শমীক : আমার বন্দুক কোথায় রেখেছ মায়া ?

মায়া : কি ব্যাপার ? এমন সকালে শিকারের তৃষ্ণা কেন ?
ওই বুড়োটা নিশ্চয়ই তোমার মাথায়…

[বিরতি]

জল-ডুমুরের কানে ঝর্ণা অভিভূত কথা বলে
আমাদের কথাগুলো অমন হয় না তো !

শমীক : আমার বন্দুক কোথায় রেখেছ মায়া ?

মায়া : এই ঘরে। এনে দেব ? এখুনি আনছি
কিন্তু মনে থাকে যেন আজকে শিকার চলবে না।

[মায়া পাশের ঘরে গেল। সেই ঘর থেকে বলছে]

মাযা : শুনতে পাচ্ছ তুমি ?

শমীক : কি ?

মাযা : অজস্র পাখির ডাক।

শমীক : কোথায় ?

মায়া : আমাদের বাগানের ধারে।

শমীক : না।

[মায়া বন্দুক ও কার্তুজ শমীকের হাতে দিল]

মায়া : সাবধান লাইভ কার্তুজ।
কী চমৎকার বেদী ওই গাছের তলায়
কী নরম মসৃণ গভীর শ্যাওলা দিয়ে মোড়া
আমি আজ রাত্রে ওইখানে শুয়ে থাকব
আমার ভিতর থেকে চাঁদ উঠে আকাশে দাঁড়াবে।

শমীক : মায়া

মায়া : কি ? এমন করছ কেন ? কি হয়েছে ? বলো।

শমীক : কিছু না তো ! এমনি। কিছু না। মায়া, অন্য কথা বলো
খুব ভালো লাগছে তোমার ? মায়া…

মায়া : আপসোস হয়…

শমীক : কেন ?

মায়া : আগে অতিরিক্ত, অবাঞ্ছিত, মনে হতো।
বিরক্তি ক্লান্তিতে ডুবে থাকতাম।

এখানে আসার পর মনে হচ্ছে
এই গাছ-গাছালি ও পাখি-পাখালির মতো
আমিও এদের একজন।
আমিও এদের অংশ, এদের আত্মীয়।
আমি আবিষ্কৃত হয়ে গেছি যেন।

শমীক : ও কথা ভেব না মায়া। ওই সব
কাঁচা রোম্যান্টিক উচ্ছ্বাস আমার···আমার অসহ্য লাগে।

[মায়া আহত। কিছুক্ষণ স্তব্ধতা। চা নিয়ে বেয়ারা এলো
মায়া চুপ করে চা তৈরি করছে]

আমার অনেক কাজ পড়ে আছে।
আজকেই প্রবন্ধটা শেষ করে দেবো।

মায়া : কোনটা ? টাইম অ্যাণ্ড স্পেস ?

শমীক : নো স্পেস। সবটা সময়। শুধু···স্পাইর‍্যাল···
ঘুরে ঘুরে আসে এক তীব্র শান্ত উজ্জ্বল বিন্দুতে।

[মায়া চা করছে। একটা প্রজাপতি ঘুরছে ওদের মাথার
ওপর। শমীক প্রজাপতিটাকে ধরতে চেষ্টা করছে]

মায়া : এই বোকা···পালা···মারা পড়বি···যা, যা···পালা, পালা
প্রজাপতি, আমি গাছ নই, বোকা। হ্যাঁ, ওদিকে যা।
তোমার চ্যান্স আছে। ধরো না, ধরো না। পালা। বেঁচে
গেলি। ফলিত বিজ্ঞানী, তোর কোনো দাম নেই ওঁর
কাছে। ধরো না, ধরো না, পায়ে পড়ি ছেড়ে দাও, ছাড়ো,
ছাড়বে না ? আমিও ঠিক উঠে যাব।

শমীক : ঢাকনিটা দাও

মায়া : কেন ?

শমীক : দাও।

[শমীক ঢাকনি দিয়ে প্রজাপতিকে চাপা দিল। মায়া
তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে নিল]

মায়া : রাত্রে তুমি অঘোরে ঘুমিয়ে। ঘুম আসে নি আমার।
আমি ওই পাহাড়ের দিকে চেয়ে ছিলাম। আমার
চোখ দুটো আটকে গিয়েছিল। শেষ রাত্রে ঘুম এলো
আর পাহাড় ডাকল।

শমীক : মায়া…মায়া

মায়া : কি ? কি ?…সে এক অদ্ভুত স্বপ্ন ! পাহাড় ডাকল !
চারপাশে পাথরের পবিত্র স্তব্ধতা, জঙ্গলের গন্ধ।
আর এক প্রাচীন গানের কলি…একটানা স্বর
শেষ রাতে মাটি আর অরণ্যের বন্দনা-বিনত।
আমি চলছি তো চলছিই। অজ্ঞাত শক্তির টানে আনন্দিত।
জ্বলন্ত মশাল গাছ, ঝর্ণায় মাদল, দলবদ্ধ
ছায়া আমাব পিছনে। মৃতদের কণ্ঠে পাখি, আলো।
পৃথিবীর রক্ত নুন প্রেম ও প্রতিভা ছড়িয়ে রয়েছে।
শেষকালে একজন কবোটিকে বর্শা বিদ্ধ করে
বলে উঠল : থামতে বলো। সহসা লুটিয়ে পড়লাম।

তুমি ও-বন্দুক নিয়ে কি করছ ? রাখো তো। ভয় লাগে।
আজ আমি রক্তপাত সইতে পারব না। না। রাখো।

শমীক : আজকে কলকাতা যাবে।

মায়া : আজকে যাব না।
আজকেও দেখব যদি পাহাড় আবার ডাকে।

শমীক : আজকেই যাবে।

মায়া : এত রূঢ় স্বরে কথা বলছ কেন
কি হয়েছে তোমার বল তো ?

শমীক : তুমি আজ যাবে।

মায়া : অদ্ভুত !

শমীক : তোমার মুখটা ঠিক ঠাকমার মতো, অবিকল।

মায়া : তাই বুঝি ? তুমি তাঁকে কখনো দেখেছো নাকি ?

শমীক : মনে হচ্ছে তোমার গলার স্বর ঠাকমার মতো।
আজকেই যাব। এখানে থাকব না। কক্‌খনো না।

মায়া : আজ থাক। না। না। কাল যাব। আজকে পাহাড় ডাকবে।

[কিছুক্ষণ স্তব্ধতা]

শমীক : শুনতে পাচ্ছ ?

মায়া : কি ?

শমীক : ব্যর্থ পাখার ঝাপট।

মায়া : বাইরে আসার জন্য—। প্রজাপতি আলো-সোহাগিনী।

শমীক : এতক্ষণে মরিয়া হয়েছে।

মায়া : ছেড়ে দাও

শমীক : আর্তনাদ করছে এখন।

মায়া : ছেড়ে দাও

শমীক : আমার আনন্দ লাগছে। পেশীতে পেশীতে জোর পাচ্ছি।

মায়া : ওকে বাঁচতে দাও।

শমীক : একটু গরম জল দাও। দেবে না ? নিজেই নেব।

মায়া : কি হয়েছে তোমার আজকে ?

শমীক : আমার রক্তের মন্ত্র বেজে উঠছে রক্তের তিমিরে।
মৃত, দক্ষ প্রজাপতি, তুমি মৃত, মৃত, মৃত, মৃত।

মায়া : তুমি কী নিষ্ঠুর!

শমীক : আমার রক্তের মন্ত্র বেজে উঠছে আমার শরীরে।

মায়া : আমার আনন্দ তুমি এইভাবে হত্যা করবে নাকি ?

শমীক : আমি জোর পাচ্ছি।
নৃশংসতা, অকারণ নৃশংসতা রক্তের ভিতরে
কী আশ্চর্য গুঞ্জন উঠেছে।

[শমীক গরম জল ঢেলে প্রজাপতিটাকে মারল। ভয়ার্ত চোখে তাকিয়ে মুখ ঢাকল মায়া। বিরতি। কিছু পরে—]

মায়া : তুমি কি করে পারলে ?

শমীক : আশাহীন আনন্দের জোরে অর্থহীন উদ্দীপ্ত ভাবনায়।

মায়া : তুমি কী নিষ্ঠুর!

শমীক : নিষ্ঠুরতা জীবনের পরতে পরতে।

মায়া : এত নৃশংসতা তুমি কি করে লুকিয়ে রাখো?
কোন ভদ্রতার জটিল মুখোশে?
আমাকেও একদিন তুমি…

শমীক : মায়া—

মায়া : আমার আশ্চর্য লগ্ন তুমি কলুষিত করে দিলে
আমার সূর্যের গলা টিপে তুমি অন্ধকার দিলে
তুমি যে-কোনো সময় খুনী হতে পারো, কী জঘন্য।

শমীক : দিগন্ত ক্রমশ স্পষ্ট।
আমি খুনী হতে পারি…হাসি পায়। প্রাণ নিতে পারি
যেহেতু আমরা প্রাণ দিতে পারি। মৃত্যু কিছু নয়।

মায়া : ঘরটাকে গুহা বলে মনে হয়

শমীক : মায়া

মায়া : কথা বলতেও ঘৃণা করে।

শমীক : ঘৃণা?

মায়া : ঘৃণা…এই মুহূর্তেই আমি ঘৃণা করলাম তোমাকে

শমীক : মায়া

মায়া : না

[মায়া বাগানে চলে গেল। বন্দুক হাতে উঠে দাঁড়াল শমীক]

শমীক : মায়া সরে যাও…সরো।

মায়ার কণ্ঠ : আমার জগৎটাকে রক্তে রক্তে নোংরা করে দিলে
তোমাদের প্রতিভায় ঘৃণায় বিদ্বেষে এই গ্রহ নিভে যাবে বুঝি
পৃথিবী ভিখারী বুড়ি অন্তিম দিনের প্রতীক্ষায়
তোমাকে এমন ভাবে আমি দেখতে কখনও চাই নি।

শমীক : মায়া।

[হাত থেকে বন্দুক খসে গেছে। স্টেজ অন্ধকার। বিরতি। কিছু সময় পার হয়ে গেছে। টেবিলে মাথা রেখে শমীক ঘুমিয়ে পড়ছে। তার এক হাত ছোট দূরবীনের ওপর, অন্য হাত বন্দুকের ওপর। শমীক স্বপ্ন দেখছে। ছায়া পড়ছে। দরজায় শব্দ]

শমীক : কে ?

ছায়া : দরজা খোলো।

শমীক : না।

ছায়া : তবে কাছে এসো

শমীক : কেন ?

ছায়া : তোমাকে দেখি নি। দেখি···
কচিদের মুখের দুধের গন্ধ বড় ভালো লাগে।

শমীক : আমি খুব বড় হয়ে গেছি

ছায়া : তাই বুঝি ? তাই অকারণ—

শমীক : কে তুমি ? কে ?

ছায়া : তোমাদের আরম্ভ হয় নি।

শমীক : দেখছ না, পৃথিবী রহস্য নয়। অঙ্কের নিয়ম
এখন সমস্ত গ্রহ আমাদের মুঠোর ভিতর।

ছায়া : তবু কত অনিশ্চিত। স্থির হতে গিয়ে ভীষণ অস্থির।
প্রেম চেয়ে ঘৃণার পূজারী।

শমীক : তোমার গলার স্বর অমন গম্ভীর লাগে কেন ?

ছায়া : নদী শস্য কুয়াশায় পূর্ণ হয়ে গেছি।

শমীক : আমি ভীষণ অপূর্ণ।
তোমার গলার স্বর বড় পরিচিত।

ছায়া : আমাদের এক উৎস, কিন্তু ভিন্ন শাখা।

শমীক : মানে ?

ছায়া : একটি জীবন, প্রবহমানতা ; শুধু পৃথক আধার।

শমীক : কে, তুমি কে ?

ছায়া : ধুলো, ধুলোর ফুলকি।

শমীক : যুক্তিহীন কথা। শব্দের বিভ্রান্তি, ভুল।
আগুনের ফুলকি হয়। তোমার মুখটা ঠিক মায়ার মতন।
মনে হলো তুমি বুঝি মায়া।

ছায়া : আমাকে আসতে দাও ; আজকে বিয়ের দিন

শমীক : তবে তুমি সে-ই

ছায়া : আমি সে-ই।

শমীক : তোমার মুখটা ঠিক মায়ার মতন।
কি করে তোমার মুখ মায়ার মতন হলো ? কেন ?
হতে পারে। হতে পারে। বিস্ময়ের কিছু নেই এতে।

ছায়া : তুমি ওকে গুলি করতে গেলে ?

শমীক : পাহাড়ের ডাক শুনে আমার·· আমার

ছায়া : আমার মতন চলে যেতে পারে— । তাই ?

শমীক : তুমি কেন গিয়েছিলে ?

ছায়া : সত্যিই পাহাড় ডাকত। দূর গ্রহ আলো ফেলে ফেলে
নিয়ে যেত, তরঙ্গের বিশুদ্ধ ভাষায় মন্ত্রমুগ্ধ
সঙ্গীতের শয্যা পাতা পাথরে পাথরে, মনে হতো
শরীর সংকেতবহ, বাতিঘর, তাই মূল্যবান
দৃশ্য অদৃশ্যের আমি সেতুপথ। তা ছাড়া তুচ্ছই।
কতদিন নিজেকে বিছিয়ে দিয়ে পাহাড়ের নিচে
পৃথিবীর অন্ধকার উর্বরতা হয়ে গেছি আমি
পরিপূর্ণ দিঘির মতন টলমল করেছি জ্যোৎস্নায়।

শমীক : কেন আমি এমন অপূর্ণ ? মায়া মাঝে মাঝে ঝর্ণা হয়ে যায়
প্রতিবেশে যথাযথ, একাত্মক, অনিবার্য, স্বর— ।
আমি তা পারি না
ও-ডাকে যখন আমি সাড়া দিতে চাই
কিন্তু সব উচ্চারণ আর্তনাদ হয়ে ওঠে যেন।
আমি গুলি কবি নি মায়াকে
আমি তার আনন্দকে নিহত করেছি।
আমি খুনী, খুনী, খুনী।

ছায়া : কি তোমার হাতে ?

শমীক : দূরবীন, রাইফেল।

ছায়া : পায়ের তলায় ?

শমীক : · পৃথিবী, অস্থির গ্রহ।

ছায়া : তুমি নিজে ?

শমীক : বিবর্ণ, পীড়িত।

ছায়া : আর মায়া ?

শমীক : আনন্দিত। আমি তার আনন্দকে নিহত করেছি
আমাদের মাঝখানে রক্তের নদীর ব্যবধান।

[ছায়া হাসছে। ঝর্ণা ও মাদলের স্বর স্পষ্টতর]

আমার এ ঘর গুহা হয়ে গেছে

[ছায়া হাসছে]

অসহ্য, অসহ্য, হাসি। তুমি এত ক্রূর হতে পারো ?
আমি গুলি করতেও অক্ষম।

[ছায়া হাসছে]

আর ছিন্ন ক'রো না আমাকে
আমি এক অনির্ণেয় হাহাকার
ঐক্যে গাঁথা কখন হব না ?
দুটি বিরুদ্ধ জগৎ কখনও মিলবে না ?

[ছায়া হাসছে]

অন্তর বাহির হোক
বাহির অন্তর।

ছায়া : আসীনো দূরং ব্রজতি শয়ানো যাতি সর্বতঃ।
কস্তং সদাসদং দেবং সদন্যো জ্ঞাতুমর্হতি।

[ছায়া মিলিয়ে গেল। জেগে উঠে স্টেজের মাঝখানে দাঁড়িয়ে চিৎকার করল—]

শমীক : মায়া, মায়া,
কেউ নেই ?
আমার ডাকের সাড়া দিতে
কেউ নেই ! আমি কি নির্জন প'ড়ো বাড়ি !

[শমীক একহাতে দূরবীন অন্যহাতে রাইফেল নিয়ে পরাজিতের মতো মাথা নিচু করলো আর পর্দা নেমে এলো। মাদল ও ঝর্ণার শব্দ বিপুলভাবে ধ্বনিত হচ্ছে]